NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

৩ বাবরি মসজিদ মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হবে: অর্জুন সিং

স্বামীত্ব প্রকল্পে রাজ্যের অনীহা, প্রশ্ন শমীকের ৩

কলকাতা ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ২৯ মাঘ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২৪২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.02.2026, Vol.19, Issue No. 242, 8 Pages, Price 3.00

গাইতে হবে পূর্ণাঙ্গ ‘বন্দেমাতরম’, বিধি স্থির কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্তোত্র ‘বন্দে মাতরম’-এর দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ গানটি ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সম্প্রতি জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যেখানে জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় স্তোত্র একসঙ্গে পরিবেশিত হবে, সেখানে প্রথমেই ‘বন্দে মাতরম’-এর পূর্ণাঙ্গ ছয়টি স্তবক গাওয়া বা বাজানো বাধ্যতামূলক। সরকারি সমস্ত অনুষ্ঠানে এই নিয়ম মেনে চলতে হবে বলেও জানানো হয়েছে। পূর্বতন সরকারের আমলে ধর্মনিরপেক্ষতা ইস্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত এই গানের শেষ চারটি স্তবক বাদ দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নতুন নির্দেশিকা নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, ‘বন্দে মাতরম’-এর সরকারি সংস্করণের মোট সময় প্রায় তিন মিনিট দশ সেকেন্ড। রাষ্ট্রপতির আগমন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রাজ্যপালের ভাষণ-সহ বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে এই সংস্করণই

পরিবেশিত হবে।

এছাড়া বলা হয়েছে, জাতীয় সঙ্গীতের মত জাতীয় স্তোত্র গাওয়ার সময় সমবেত কণ্ঠে গাওয়ার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। গাওয়ার সময় উঠে দাঁড়ানো বাধ্যতামূলক। তবে যদি কখনও কোনও সিনেমার অংশ হিসাবে এই গান পরিবেশিত হয়, সে ক্ষেত্রে সকলের উঠে দাঁড়ানো বাধ্যতামূলক নয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় স্তোত্র এবং জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী বা গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে যে সব অনুষ্ঠান তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, সেখানেও জাতীয় স্তোত্র গাওয়া যেতে পারে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই যথাযথ মর্যাদা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা বাধ্যতামূলক।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফের রাজ্য সরকারকে দেওয়া চিঠিতে জানানো হয়েছে, নতুন এই নির্দেশিকা কার্যকর হলে জাতীয় স্তত্র পরিবেশনের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট প্রোটোকল মেনে চলা সহজ হবে।

পদ্মাপারে আজ ভোট

ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারি: আজ বাংলাদেশে ভোট। সতেরো মাসের টালবাহানা কাটিয়ে অবশেষে হতে চলেছে ভোট। প্রতিবেশের দেশের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল দেশের অন্দরেই। এখন প্রশ্ন একটাই, ভোটটা কেমন হবে এবং ভোটের ঠিক পরই কি বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা হাতে নিতে পারবে?

বাংলাদেশে অর্ধেকেরও বেশি ভোটকেন্দ্রকে ‘স্পর্শকাতর’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রায় ৯০ শতাংশ ভোটকেন্দ্রে থাকবে সিসি ক্যামেরার নজরদারি। বডিক্যাম পরে মোতায়েন থাকবেন পুলিশকর্মীরাও। আধিকারিকদের দাবি, কোথায় কতটা ঝুঁকি রয়েছে, তা মূল্যায়ন করেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনার আধুল ফজল মুহাম্মদ সানাউল্লাহের কথায়, আঞ্চলিক ভাবে কোথায় কতটা সংবেদনশীল পরিস্থিতি রয়েছে, সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের নির্বাচনের জন্য সারা দেশে প্রায় ৪৩ হাজার ভোটকেন্দ্রে রয়েছে। সংবাদসংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, এর মধ্যে ২৪ হাজার ভোটকেন্দ্রকে অত্যন্ত বা মাঝারি মাত্রায় স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করেছে সে দেশের পুলিশ। ঢাকা অঞ্চলে মোট ২,১৩১টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যেও ১,৬১৪টি ভোটকেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ বা স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও বাংলাদেশ সেনার হিসাবে ঢাকা শহরের মধ্যে দু’টি ভোটকেন্দ্রই ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

বিস্ফোরক রাহুল গান্ধি

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি: ইন্দো-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ফের মোদী সরকারকে তোপ দাগলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এদিন সংসদে নিজের বক্তব্যে রাহুল বলেন, যদি ইন্ডিয়া জোট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনায় বসত, তবে উভয় দেশের সমমর্যাদার কথা বলত। সেখানে মোদী সরকার ভারত মাতাকে বিক্রি করে দিয়েছে। মার্কিন পণ্যকে দেশে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে কৃষকদের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করে তুলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এদিন সংসদের অধিবেশনে রাহুল বলেন, ‘আপনার ভারতকে বেঁচে দিয়েছেন, আপনাদের লজ্জা হয় না? আপনারা আমাদের মা, ভারত মাতাকে বিক্রি করেছেন।’ যোগ করেন, আপনারা আমেরিকার কাছে ‘সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ’ করেছেন। ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা আমেরিকার হাতে চলে গিয়েছে, আত্মমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে কৃষক স্বার্থের সঙ্গে আপস করেছেন। রাহুল যোগ করেন, যদি ইন্ডিয়া জোট সরকার আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করত, তাহলে তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বলত, ভারতকে সমান মর্যাদা দিতে হবে।

এনআইএ তদন্তে হস্তক্ষেপ করল না সর্বোচ্চ আদালত

বেলডাঙা

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনার তদন্ত করছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এআইএ)। এই এনআইএ তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তবে বুধবারের শুনানিতে দেশের শীর্ষ আদালত জানায়, এনআইএ তদন্তে তারা হস্তক্ষেপ করছে না। তবে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের (ইউএপিএ) ১৫ নম্বর ধারা প্রয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বলল কলকাতা হাইকোর্টকে।

ঝাড়খণ্ডে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গত মাসে অশান্ত হয়ে ওঠে বেলডাঙা। দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। ভাঙচুর, রেল অবরোধ, জাতীয় সড়কে বিক্ষোভ, সাংবাদিকদের মারধরের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে। ঘটনার পর পরই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অশান্তির ঘটনায় যুক্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারও করা হয়। তবে হাইকোর্টের নির্দেশের পর এই মামলার তদন্তভার যায় এনআইএ-র হাতে। অভিযোগ, রাজ্য পুলিশ নাকি জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে মামলার নথি তুলে দিচ্ছে না। বুধবারের শুনানিতে সেই বিষয়টিই কেন্দ্র এবং এনআইএ-র তরফে শীর্ষ আদালতে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য, বেলডাঙার হিংসার ঘটনা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। মামলা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। সেই মামলায় রাজ্যের উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, কেন্দ্রীয় সরকার যদি চায় তবে এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করাতে পারে। একই সঙ্গে রাজ্যকে বলেছিল, প্রয়োজনে কেন্দ্রের থেকে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইতে পারে তারা। হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে যায় রাজ্য।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে রাজ্যের আবেদনের শুনানি ছিল। সেই শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘প্রায় এক মাস আগে এনআইএ-কে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে। তারা এফআইআর দায়ের করেছে। তবে ইউএপিএ-র ১৫ নম্বর ধারা প্রয়োগ করা উচিত কি না, সে বিষয়ে আমরা এখনই কোনও মতামত দিচ্ছি না।’ শীর্ষ আদালত জানায়, আপাতত হাইকোর্টে মুখবন্ধ খামে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে তদন্তকারী সংস্থাকে। সেই রিপোর্টে জানাতে হবে, প্রাথমিক ভাবে ইউএপিএ প্রয়োগের মতো উপাদান রয়েছে কি না!

বুধবারের শুনানিতে এনআইএ-র আইনজীবী দাবি করেন, হাইকোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পরেও রাজ্য তদন্তের নথি তুলে দেয়নি। রাজ্যের পাল্টা জানায়, বেলডাঙার অশান্তির ঘটনায় পুলিশ পদক্ষেপ করেছে। ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কাউকে এখনও পর্যন্ত জামিন দেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য, যেখানে এনআইএ সক্রিয়। তবে কেন্দ্র এবং তদন্তকারী সংস্থা সুপ্রিম কোর্টে জানায়, বেলডাঙা এলাকা বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে, যা অত্যন্ত সংবেদনশীল।

কবে থেকে কমছে শুল্ক, বিবৃতি জারি আমেরিকার

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি: ভারতীয় পণ্যের উপর আর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে না। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই সংক্রান্ত আদেশনামায় সই করার পরে মার্কিন শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষা দপ্তর এই সংক্রান্ত বিবৃতি জারি করল। কবে থেকে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে, তা স্পষ্ট করা হয়েছে বিবৃতিতে। এই অতিরিক্ত শুল্ক মকুবের নেপথ্যে থাকা রাশিয়া থেকে তেল আমদানির বিষয় নিয়ে আরও এক বার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল ভারত।

হোয়াইট হাউসের বিবৃতি উল্লেখ করে মার্কিন শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, ভারত থেকে যে সব পণ্য আমেরিকায় আসবে তার উপর আর অতিরিক্ত কর নেওয়া হবে না। ৭ ফেব্রুয়ারি বা তার পরে গুদাম থেকে বার করা পণ্যের জন্য তা প্রযোজ্য। বহাল

থাকবে পারস্পরিক শুল্ক। ভারত-আমেরিকার বাণিজ্য-সমঝোতা চূড়ান্ত হওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ভারতীয় পণ্যে শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হবে। সেই শুল্কই বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে মার্কিন শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষা দপ্তরের তরফে।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ট্রাম্প দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেই বাণিজ্যচুক্তির বিষয়ে কথা শুরু করেছিল নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটন। তার পর অবশ্য দীর্ঘ দিন নানা কারণে এই চুক্তির বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছোয়নি দু’পক্ষ। গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পরেই বাণিজ্য-সমঝোতা ঘোষণা করা হয়। তার পরই শুল্ক কমানোর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের উপর ২৫ শতাংশ ‘শাস্তিমূলক শুল্ক’ আরোপ করেছিল আমেরিকা। তবে বাণিজ্য-সমঝোতা নিয়ে ট্রাম্পের ঘোষণাপত্রে দাবি করা হয়, ‘রাশিয়া থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে তেল আমদানি বন্ধ করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারত।’ আর সেই কারণেই ভারতের উপর চাপানো ‘শাস্তিমূলক শুল্ক’ সরিয়ে নিচ্ছে তারা। এক বার নয়, ট্রাম্প এবং তাঁর প্রশাসনের কর্তারা বার বার দাবি করছে, রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে ভারত। তবে আদৌ রাশিয়া থেকে ভারত তেল আমদানি করবে কি না, তা নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি নয়াদিল্লি। তারা জানিয়েছে, ভারত তার ১৪০ কোটি জনসংখ্যার স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে। বিশেষ করে জ্বালানি খাতে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে।

বকেয়া নিয়ে বঞ্চনার জবাবে মুখ্যমন্ত্রীকেই বিঁধলেন ভূপেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় রাজনৈতিক মহলে ফের তপ্ত ডিএ বিতর্ক। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, মহার্ঘ ভাতা সংক্রান্ত আইনি জটিলতা আর নেই। তাঁর কথায়, ‘মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বিষয়টি বিচারাধীন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। এটা আর ঝুলে থাকা মামলা নয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, কর্মীদের মৌলিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। বকেয়া মেটানোর রূপরেখাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মার্চের মধ্যে অন্তত ২৫ শতাংশ না দিলে আইনি পথ খোলা থাকবে।’

অন্যদিকে, এদিন সল্টলেকে বিজেপির কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বার বার অভিযোগ করেন রাজ্যের প্রাপ্য দু’লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি তৃণমূলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সে বিষয়ে মুখ খুলেছেন। কেন্দ্র এবং বিজেপির তরফ থেকে বার বার পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলা হয়েছে, কেন্দ্রের পাঠানো টাকার হিসাব দেয় না রাজ্য সরকার। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এ বার সে পথে হাঁটলেন না। বুধবার কলকাতায় কেন্দ্রীয় বাজেট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ

সংক্রান্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন তিনি। কিন্তু সে অভিযোগ সরাসরি খণ্ডন করার বদলে ভূপেন্দ্র পাল্টা অভিযোগ তুললেন মমতার বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কটাক্ষ, যিনি টাকা বকেয়া রাখার অভিযোগ তুলছেন, তিনিই বছরের পর বছর নিজের সরকারের কর্মীদের ন্যায্য প্রাপ্য বকেয়া রেখে দিয়েছেন! তাঁর বক্তব্য, ‘নিজের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার নজির খুব কমই আছে। ডিএ-র প্রশ্নে সংলাপের বদলে আইনি লড়াই বেছে নেওয়া দুর্ভাগ্যজনক।’ তিনি দাবি করেন, কর্মীদের ক্ষোভ উপেক্ষা করা ঠিক হয়নি।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন, বিষয়টি আদালতের বিবেচনায় থাকায় তিনি প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চান না। তবে কর্মী সংগঠনগুলির একাংশের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে দেরি হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটা হতে পারে। ফলে ডিএ প্রশ্নে প্রশাসন ও বিরোধীদের টানাপোড়েন যে আরও বাড়বে, তা স্পষ্ট।

বিএলএদের তৎপরতার বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন : এসআইআর শুনানির সময়সীমা বাড়াকে সামনে রেখে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নবান্ন থেকে ফিরে কালীঘাটের বাসভবনে ওই কেন্দ্রের কাউন্সিলর, বিএলএ ১ ও বিএলএ ২-দের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও দেবাশিস কুমার।

দলীয় সূত্রে খবর, এসআইআর শুনানির সময়সীমা ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হওয়ায় এই ক’দিন বিশেষ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন নেত্রী। তিনি বলেন, শুনানির অতিরিক্ত সময় যেন কোনওভাবে ঢিলেমির কারণ না হয়। এই সময়ের মধ্যে কারা নতুন করে শুনানির নোটিস পাচ্ছেন, কারা হাজির হতে পারছেন না, কার নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, সব তথ্য খতিয়ে দেখে নথিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন তিনি।

বৈঠকে নেত্রী বিএলএ-দের উদ্দেশে বলেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় তাঁরা ইতিমধ্যেই কঠোর পরিশ্রম করছেন। আরও কয়েক দিন সেই পরিশ্রম অব্যাহত রাখতে হবে। একটি বৈধ ভোটারের নামও যাতে তালিকা থেকে বাদ না পড়ে, তা নিশ্চিত করার উপর জোর দেন তিনি। সেই সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার এবং সমস্যা থাকলে তা দ্রুত দলীয় নেতৃত্বকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে দাবি করেন, বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশনের কিছু পদক্ষেপের দিকে সতর্ক নজর রাখা প্রয়োজন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাইরের রাজ্য থেকে আসা মাইক্রো অবজার্ভারদের ক্ষমতা সীমিত হয়েছে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইআরও-দের হাতেই থাকবে। তবু সতর্ক থেকে প্রতিটি বিষয় নজরে রাখার কথা বলেন তিনি।

দলীয় নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে, এই শেষপর্বে কাউন্সিলর ও বিএলএ-দের মনোবল বাড়াতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। প্রায় ২৮০ জন নেতা-কর্মী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলে সূত্রের খবর। তৃণমূলের লক্ষ্য, এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনওভাবেই দলের ভোটারদের নাম বাদ না যায় এবং রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষকে এক ইঞ্চিও জমি না দেওয়া।

কলকাতায় ইডির হানায় বাজেয়াপ্ত ৪ কোটি টাকা, সঙ্গে সোনার গয়নাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়লা পাচারের নতুন মামলায় তদন্তে নেমেই উদ্ধার টাকার পাহাড়। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ চার কোটি ছুঁয়েছে, ইডি সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। ধৃত চিন্ময় মণ্ডল ও কিরণ খাঁর বাড়িতে মিলছে বিপুল টাকা ও গয়না। জানা যাচ্ছে, প্রায় সোয়া ১ কোটির মতো টাকা ও নগদ উদ্ধার হয়েছে।

ইডি জানতে পেরেছে, লালার মাধ্যমে নিজেদের কয়লা-সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল চিন্ময়-কিরণ। ইতিমধ্যেই চিন্ময় ও কিরণকে বিশেষ ইডি আদালতে পেশ করা হয়েছে।

ইডি সূত্রে খবর, ধৃত চিন্ময় মণ্ডল ও কিরণ খাঁ-র বাড়িতে লুকিয়ে রাখা ছিল ২ কোটি ৬০ লক্ষ

টাকা মূল্যের সোনার গহনা। মিলেছে লুকিয়ে রাখা নগদ ২৮ লক্ষ টাকা। এই মামলার তল্লাশিতে অপর এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে প্রায় ১ কোটি টাকা নগদ মিলেছে। এই মামলার তদন্ত শুরু হয়েছে দু’মাস আগে। তাতেই চার কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ইডি আগেই জানিয়েছিল, কয়লা চুরি ও দুর্নীতির টাকা প্রায় ১৭০ কোটি টাকারও বেশি। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে এই টাকার অঙ্ক বাড়ছে। এই যে দু’কোটি টাকার গহনা অভিযুক্তরা কোথা থেকে সংগ্রহ করল তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে কয়লাপাচার মামলার তদন্ত শুরু করে সিবিআই। রাজ্যে রেলের বিভিন্ন সাইডিং এলাকা থেকে কয়লা চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই প্রথমে আয়কর দপ্তর, পরে সিবিআই এই নিয়ে তদন্তে নামে। সেই সূত্র ধরেই বেরিয়ে আসে মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালার নাম। এর আগে গোরু পাচার মামলার অভিযুক্ত এনামুল হকের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়েছিল। সেই লালাকেই পাওয়া গেল কয়লা মামলায়।

‘আইনের জাল শক্ত হচ্ছে’, সোনা-কাণ্ডে সরব শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: আয়কর অভিযানে বিপুল সোনা উদ্ধারের মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণকে সামনে রেখে কড়া বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়ায় করা এক পোস্টে তিনি আদালতের সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন।

শুভেন্দুর দাবি, তল্লাশিতে উদ্ধার হওয়া প্রায় ১৯ কেজির সোনার বার ও মুদ্রা এবং কয়েক কেজি গয়না নিয়ে তদন্তে আয়কর দপ্তরের পূর্ণ অধিকারকে আদালত স্বীকৃতি দিয়েছে। তাঁর কথায়, ‘হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আয়কর কর্তৃপক্ষ যাচাই করতে

পারে। এর জন্য আলাদা করে কারণ জানাতে হবে না।’

তিনি আরও লেখেন, ‘এই পরিদর্শন কোনও আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নয়, বরং চলমান প্রক্রিয়ার অংশ।’ বাজেয়াপ্ত সম্পদের হেপাজত নিয়ে ওঠা প্রশ্নও আদালত নাকচ করেছে বলে দাবি করেন তিনি। নতুন করে নোটিস জারির অনুমতিও মিলেছে বলে তাঁর পোস্টে উল্লেখ।

কড়া সুরে শুভেন্দু মন্তব্য করেন, ‘ক্ষমতার ঘনিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে অঘোষিত সম্পদ গড়ার দিন শেষ। কারিগরি যুক্তির আড়ালে লুকিয়ে লাভ হবে না।’ তাঁর সংযোজন, ‘পশ্চিমবঙ্গ দেখছে, আইনের ফাঁস ক্রমশ আঁটসাঁট হচ্ছে।’ এই পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। শাসকদলের তরফে এখনও প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ২২৭৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Jakir Hossain Middya ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Yusuf Middya ও Y. Middya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ২২৭৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Israfil ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Oli Mohammad ও A. Md. Israfil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ২২৮৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Bablu Kumar Maji S/o. Tarak Chandra Maji ও Qbablu Kr. Maji S/o. T. Ch. Maji সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি কুমোদিনী পান্ডে, স্বামী- মৃত অনিল কুমার পান্ডে সাং ও পোঃ- যুগপুর, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা-নদীয়া, মনোহর পান্ডে আমার শ্বশুর মশাই। তাহার নাম তাহার পাট্টা দলিলে নং (I-9061) আছে মনোহর পাড়ুই ও R.R. & R. Department সার্টিফিকেটে মেমো নং 816 (56) নাম আছে মনোহর পাড়ুই (পান্ডে) 29-01-2026 তারিখে কৃষ্ণনগর S.D.EM. কোর্টে Executive Magistrate এর এফিডেভিট বলে আমার শ্বশুর মশাই এর নাম মনোহর পাড়ুই ও মনোহর পাড়ুই (পান্ডে) একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলেন।

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ২২৮৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Marufat Hosen S/o. Sk. Abu Taleb ও Sk. Marufat Hossain S/o. Sk. Abutaleb সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩৭১৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Abu Hanif Karikar S/o. Md. Golam Kibriya Karikar, R/o. Haral, Haral-Daspur, Pandua, Hooghly- 712134, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Md. Abu Hanif S/o. Md. Golam Kibria নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md. Abu Hanif Karikar S/o. Md. Golam Kibriya Karikar পরিচিত হইয়াছি। Md. Abu Hanif Karikar S/o. Md. Golam Kibriya Karikar ও Md. Abu Hanif S/o. Md. Golam Kibria সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০২/২০২৬, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ২০ নং এফিডেভিট বলে আমি Abdul Halim Mondal S/o. Abdul Kasem Mondal, Abdul Kalim Mondal S/o. A. K. Mondal ও Abdul Halim Mondal S/o. A. K. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ২২৭৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjoy Koley S/o. Mahadeb Koley ও Sanjay Koley S/o. S. Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ২২৭৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Kole S/o. Harasankar Kole ও Pradip Koley S/o. Harasankar Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ২২৮৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Prasenjit Singh S/o. Sital Singh ও Prosenjit Singh S/o. S. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০২/২০২৬, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Sabid S/o. Sk. Israil, Sk. Sabid S/o. Lt. Sk. Israil ও Sk Sabid S/o. Sk Israil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০২/২০২৬, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Lal Mohammad S/o. Sk Hanif, Sk Lal Mahammad S/o. Sk. Hanif ও Sk Lalmohammad S/o. Sk Hanif সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Nepal Lohara** , পিতা- Gour Lohara, গ্রাম-দশঘরা, সামন্তপাড়া, পোঃ- দশঘরা , থানা- ধনিয়াখালি , জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০২। গত ০৯/০২/২০২৬ তারিখে হুগলী আদালতে এলডি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেণী) সমীপে এক হলফনামা (নং-৫৪৫৩) মূলে ঘোষণা করছি যে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার পিতার নাম ভুলবশত **Gour Karmakar** লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে **Gour Lohara** এবং **Gour Karmakar** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি ।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১২ ই ফেব্রুয়ারী। ২৯ শে মাঘ। বৃহস্পতিবার। দশমী তিথি, জ্যৈষ্ঠা নক্ষত্র। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী বুধে র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ বিজয়া একাদশী র সপিন্ডন । সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আবির্ভাব দিবস।)

নাম-পদবী

গত ১১/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৬৭০ নং এফিডেভিড বলে আমি Samim Sekh S/o. Sur Ali Sekh, সাকিম শিবপুর, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, হাল সাকিম হেমাতপুর, নাদনঘাট, পূর্ব বর্দ্ধমান, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 627, dated 13/12/2007, D.O.B. 03/11/2007) ও আমার মাধ্যমিকের ডকুমেন্টে ও আধার কার্ডে আমার সঠিক নাম Samim Sekh-এর পরিবর্তে Sk Samim লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Samim Sekh ও Sk Samim S/o. Sur Ali Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৭০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sushama Chatterjee W/o. Tamal Chatterjee, R/o. Shankhanagar Debnathpara, Mogra, Hooghly- 712502, presently residing at Uttar Mahashay Para, Rajhat, Hooghly-712123, ঘোষণা করিয়াছি যে, Surjya Kanta Sikdar মহাশয়ের সহিত বিবাহের পর আমি Sushama Sikdar W/o. Surjya Kanta Sikdar নামে পরিচিত ছিলাম যাহা আমার পূর্বের ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ ছিল। আমার উক্ত স্বামীর মৃত্যুর পর এবং Tamal Chatterjee মহাশয়ের সহিত পরবর্তী কালে বিবাহের পর আমি Sushama Chatterjee W/o. Tamal Chatterjee নামে বর্তমানে পরিচিত যাহা আমার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে। আমি Sushama Chatterjee W/o. Tamal Chatterjee ও Sushama Sikdar W/o. Late Surjya Kanta Sikdar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

২৫-০১-২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Tachhir Sk ও Tachir Sk ও আমি Alihafej Sk ও Ali Hafej Sk একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি, Moumita Nath D/o. Prasanta Kumar Nath গত ইংরাজীর ০১/০২/২০২৬ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া বিবাহের পর Moumita Nath হইতে Moumita Bibi W/o. Sk Ibbran নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর ১১/০২/২০২৬ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ৬০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Moumita Bibi W/o. Sk Ibbran ও Moumita Nath D/o. Prasanta Kumar Nath এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Smt. Kalpana Lohara,** স্বামী- Gour Lohara, গ্রাম+পোঃ- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী। গত ০৯/০২/২০২৬ তারিখে হুগলী আদালতে এলডি ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেণী) সমীপে হলফনামা (নং- ৫৪৫৫) যোগে এ তথ্য ঘোষণা করছি ঘোষণা করছি যে, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় আমার নাম ভুলবশত Kalpana Karmakar এবং আমার স্বামীর নাম Gour Karmakar লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে **Smt. Kalpana Lohara** ও **Kalpana Karmakar** এবং **Gour Lohara** ও **Gour Karmakar** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

Change of Name

I, **DIVYA** D/o **SURESH TANEJA,** Presently residing at Sister Nivedita Hall of Residence, IIT Kharagpur, P.O.- IIT Kharagpur, P.S.-KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur, PIN - 721 302, West Bengal shall henceforth be known as **DIVYA TANEJA** D/o **SURESH TANEJA** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide affidavit no.1848 dated 10/02/2026. **DIVYA** D/o **SURESH TANEJA** and **DIVYA TANEJA** D/o **SURESH TANEJA** both are same and identical person.

AFFIDAVIT

I, **Prodip Gupta** S/O Rambrige Gupta residing at 17/15/2, Chand Bagan Road, P.O.- Cossimbazar, P.S.- Berhampore, Dist.- Murshidabad, PIN-742102, WB do hereby declare vide affidavit serial number 495 dated 06.02.2026 in the Court of Ld. Sub-Divisional Executive Magistrate/1st Class, Berhampore, Murshidabad that my actual and correct name is Prodip Gupta and it is recorded in my Aadhar and PAN cards but in my passport being no. N6988333 date of issue: 16/02/2016, dated of expiry : 15.02.2026, my name has been recorded as Pradip Gupta inadvertently. Prodip Gupta and Pradip Gupta is the one, same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Gopal Lohara,** পিতা- Gour Lohara, গ্রাম+পোঃ- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী। গত ০৯/০২/২০২৬ তারিখে হুগলী আদালতে এলডি ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেণী) সমীপে হলফনামা (নং- ৫৪৫৪) যোগে ঘোষণা করছি যে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার পিতার নাম ভুলবশত **Gour Karmakar** লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে **Gour Lohara** এবং **Gour Karmakar** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আমি MD. AZAD, পিতা MD. SAKUR, ঠিকানা 14/1, এস.এম. বাই লেন, চাঁপদানী এতদ্বারা জানাইতেছি যে গত ইং 18.07.2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে দলিল নং I-5023/2022 মূলে আমমোক্তার দাতা- আব্বাস আলী মন্ডল এবং তুরজাওন বিবি ওরফে তুরজাউন বিবি মন্ডল, আমমোক্তার গ্রহীতা-১। সুশান্ত রায় এবং ২। অশোক কুমার ধোলে। আমমোক্তার নং. IV 18/14, তাং 05.02.2014, ডি.এস.আর. II হুগলী প্রদত্ত আমমোক্তার দ্বারা নিম্ন তপশীল সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি। জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা- দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং. ৪, এল.আর. খতিয়ান নং-2585, এল. আর. দাগ নং-4760, জমির পরিমান-০২ কাঠা ০৮ ছটাক।
উপরিউক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
বিনীত-
MD. AZAD

বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে সর্বসাধারণকে অবগত করা যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতি কৃষ্ণা শাসমল, স্বামী শ্রী সুরজিৎ শাসমল, সাং ও পোস্ট - জুজারসাহা, থানা পাঁচলা, জেলা হাওড়া, পিন নং -৭১২৩০২, এই মর্মে জানানো যাইতেছে যে মৌজা -দাদপুরের অধীনে হাল ২০৮, ২৭৪ ও ৩১৪ নং খতিয়ানে হাল ২০ ও ২০/৪১৭ নং দাগে ১৮.৬০ শতক জমি মূল মালিক প্রসাদময়ী দাসী মাখাল, ভাবতরণ মাকাল ও মানিক মাকালের ওয়ারিশগনের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার (দলিল নং -০৫০৩০১২০৩/২৫. ০৩.২০২১ এ. ডি. এস.আর রাণীহাটী) দুলাল চন্দ্র মাকালের নিকট হইতে(দলিল নং - ৩০৫২৪১/২৫.০৯.২০২৫ এ.ডি. এস.আর রাণীহাটী) বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা ক্রয় করিয়া নামপত্তনের জন্য সাঁকরাইল B.L & L.R.O অফিসে আবেদন করেছেন, কারো আপত্তি থাকিলে সংশ্লিষ্ট অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।
Ritabrata Chakraborty
(Advocate), Howrah Court

NOTICE

Notice is hereby given that Aleksei Karpenko, S/O. Serget Karpenko is applying to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs for Naturalization & that any person who knows any reason why Naturalization should not be granted should send a written signed statement of the facts to the said secretary. In this regard I have made an affidavit sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 06.02.2026 vide SI No. 22.

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. 3rd Additional District Judge at Midnapore
Matrimonial Suit No. - 464/2024
Baby Damai......... Petitioner
Vs
Anil Kumar Damai ....Op.

এতদ্বারা সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগনের উদ্দেশ্যে জানানো হইতেছে যে বেবি দামাই, স্বামী-অনিল কুমার দামাই, সাং নেপালিপাড়া মিউনিসিপ্যালি ২ নং ওয়ার্ড, ওল্ড ট্রাফিক, থানা খড়গপুর শহর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, শ্রী অনিল কুমার দামাই, পিতা – ৺গুনাকর দামাই, সাং নেপালপাড়া মিউনিসিপ্যালি ২ নং ওয়ার্ড, ওল্ড ট্রাফিক, থানা - খড়গপুর শহর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর এর বিরুদ্ধে হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে ধারা 13 (1), (ia), (ib) অনুসারে একটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মামলা উপরোক্ত আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে। উক্ত মামলার নং Mat Suit - 464/2024 উক্ত মোকদ্দমাটি আগামি 31/03/2026 তারিখে আদালতে আমিরা নিজ বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় আইন অনুসারে শুনানি হবে।
আদেশানুসারে Subrata Sen.
Sherestadar 3rd A.D.J. Court
Paschim Medinipur

বিজ্ঞপ্তি

TO WHOM IT MAY CONCERN

এতদ্বারা সর্বজনকে জ্ঞাত করানো হইতেছে যে আমার সম্পত্তি সংক্রান্ত (রণজিৎ সমাদ্দার, ১৬১ সোদপুর রোড কলকাতা ৭০০০৮২) আসল বিক্রয় কোবালা ১নং বহির ভলিউম ৯১ পৃষ্ঠা ২৫৬ থেকে ২৫৯ দলিল নং ৫৭১৭ বৎসর ১৯৫৪ আলিপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিস এ রেজিস্ট্রিকৃত আমার নিকট হয়ে হারাইয়া গেছে। হরিদেবপুর থানার GDE ৭০৩ তারিখ ৯/১১/২০২২ এ করেছি কেহ সন্ধান পাইলে আমার সম্পত্তি সংক্রান্ত রণজিৎ সমাদ্দার, ১৬১ সোদপুর রোড কলকাতা ৭০০০৮২ পোস্ট হরিদেবপুর ঠিকানায় জানাইবেন।
Gourav Mukherjee
(M. Com, MBA, LLB)
High Court, Calcutta
10, Kiran Sankar Road, Kol-700 001

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে (১) মাধবী বাগ, পিতা-প্রয়াত সনাতন বাগ, সাং- নাটাগড় পোঃ-দিগড়া (২) শ্রীমতি মঞ্জু রায়, স্বামী প্রয়াত পরেশ রায়, সাং-বহিরা, পোঃ-দিগড়া, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, মৌজা নাটাগড়ি J.L. নং- 34 সাবেক ও হাল 365/990 নং দাগে LR, 286 খতিয়ান ভুক্ত 3.50 শতক ভিটি শ্রেণী ভুক্ত বাগান, শ্রীমতি রীনা ত্রিবেদী, স্বামী ভরত কুমার ত্রিবেদী, সাং-কৃষ্ণপল্লী, মালদা টাউন, পোঃ-মালদা, থানা- ইংলিশ বাজার, জেলা-মালদা, (পিন-732101) পক্ষে (চুঁচুড়া) ১ হুগলি DSR অফিসে 060100004/2016 নং আমমোক্তার দলিল মূলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রী পুলক কুন্ডু, পিতা স্বপন কুন্ডু নিকট হইতে I-060105173/2024 নং কোবালা দলিল মূলে ক্রয় করিয়াছেন, এক্ষণে উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ লইয়া আগামী 20 দিনের মধ্যে বলাগড় BL&LRO অফিসে জানাইবেন অন্যথায় আমার মক্কেল উক্ত দলিল বলে ক্রয়কৃত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে পত্তন করাইবেন।
শমীক নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
উকিল বাবু
(জেলা জজ আদালত, হুগলী, চুঁচুড়া)

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী গণেশ পাল, পিতা অনিল কৃষ্ণ পাল -ফ্ল্যাট নং ২এ, ৩য় তল, শিবরাম প্লাজা, ৪৯, হো চি মিন সরণি, কলকাতা- ৭০০০৬১, মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ০৮০০৯/২০১০, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-৩, আলিপুর এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ২৮, পৃষ্ঠা ২০৩৯-২০৫৬, ০৫৯৩৭-/২০০৯, ০৫৯৩৮/২০০৯, ১১৫৮৪/২০১১, ১১৫৮৫/২০১১, ১১৫৮৬/২০১১ এবং মূল অনুমোদিত প্ল্যান নং ২০১২১৪০৫২৫/ ৭.১২.১২ জোথ শিবরামপুর, বেলেডাঙ্গা, মহেশতলা, কলকাতা-৭০০১৪১, ০২.০২.২০২৬ তারিখে বিকেল ৫ টার সময় পুরানো নিবাস থেকে যাওয়ার পথে হারিয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরশুনা থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ১৭১ তারিখ ০৩.০২.২০২৬ দায়ের করা হয়।
কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিয়ে বাধিত করিবেন।
জয়দীপ মুখার্জি, অ্যাডভোকেট
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমত্যা গীতারানী দাস** স্বামী ৺জানকী প্রসাদ দাস, সাকিম ত্রিশবিঘা, বড় খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী, হাল সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়া বিগত ইংরাজী ১৮/০২/২০১০ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্টিকৃত IV-00052/2010 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী প্রদীপ কুমার দাস** পিতা ৺জানকী প্রসাদ দাস, সাকিম বড় খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি, **শ্রী প্রদীপ কুমার দাস** উক্ত সম্পত্তির অপর শরিক **শ্রীমত্যা পুষ্প দাস** স্বামী ৺মৃত্যুঞ্জয় দাস সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে, তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কানাগড়, জে.এল. নং ১৩, হাল এল.আর. ৭৩৪ (অনিতা দাস) নং খতিয়ান হইতে, বিগত ইংরাজী ০৭/০৩/২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-01257/2012 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রী নিরঞ্জন হালদার**, পিতা শ্রী অতুল হালদার, সাকিম ৩নং কৃষ্ণপুর, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়কে আর.এস. ৬৪ তথা হাল এল.আর. ৮১ নং দাগে কলাবাগান সম্পত্তি ০১ কাঠা ০৮ ছটাক এবং বিগত ইংরাজী ১৬/১২/২০১০ তারিখে ডি.এস. আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-10437/2010 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রী সুকুমার মন্ডল**, পিতা শ্রী পঞ্চু মন্ডল, সাকিম ২নং কৃষ্ণপুর, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়কে আর.এস. ৬২ তথা হাল এল.আর. ৭৯ নং দাগে বাঁশবাগান সম্পত্তি ০১ কাঠা ০৮ ছটাক, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় ১)**শ্রী নিরঞ্জন হালদার**, পিতা শ্রী অতুল হালদার ও ২)**শ্রী সুকুমার মন্ডল**, পিতা শ্রী পঞ্চু মন্ডল, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও., মগরা- চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি-**শ্রী প্রদীপ কুমার দাস** (আমমোক্তার)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নোটিশ

আমরা, ১)নেপাল কুন্ডু, পিতা অনীল কুন্ডু, সাকিম ৪৩৫, পেয়ারাবাগান, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, ২)গৌতম কুমার দে, পিতা প্রদ্যুৎ কুমার দে, সাকিম ব্রহ্মোত্তর বোড় চাঁপাতলা, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, ৩) সৈকত চ্যাটার্জী পিতা নির্মল চ্যাটার্জী, সাকিম ওল্ড কাপাসডাঙ্গা, মান্নাবাগান, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, ৪)সুমন কর্মকার, পিতা বাবলু কর্মকার, সাকিম ১৬/৯৩১ ছাতাগলি, বরুয়াবাগান, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, ৫)সুরজ পাত্র, পিতা সুরেন্দ্র পাত্র, সাকিম ২৪/৪০ এস.এন. জুটমিল, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, ৬)সুদীপ্ত ঘোষাল, পিতা ভবেশ চন্দ্র ঘোষাল, সাকিম ইলছোবা মন্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৪৬, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমরা বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসর অধিক কাল সময় চুঁচুড়া আদালতে ল' ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিল কলকাতায় আমাদের লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কাউন্সিল অফিসে আপত্তি করিবেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯১২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জন্মের আগেই তৈরি জন্ম শংসাপত্র, ইআরওকে পদক্ষেপের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জন্মের আগেই বার্থ সার্টিফিকেট তৈরি, এসআইআর প্রক্রিয়ার স্ক্রুটিনিতে এমনই অস্বাভাবিক তথ্য সামনে আসতেই সংশ্লিষ্ট ইআরও-কে আইনানুগ পদক্ষেপের নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। ঘটনাটি ঘটেছে বরানগর বিধানসভা এলাকায়। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, পাপিল সরকার নামে এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে নথি যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায়, তাঁর জন্মতারিখ দেখানো হয়েছে ৬ মার্চ ১৯৯৩। অথচ তাঁর বার্থ সার্টিফিকেট তৈরি হয়েছে তার আগেই, ৪ মার্চ ১৯৯৩। অর্থাৎ জন্মের আগেই শংসাপত্র তৈরি হওয়ার তথ্য সামনে আসায় কমিশনের আধিকারিকরাও বিস্মিত হন। একাধিকবার নথি খতিয়ে দেখার পর কমিশন সংশ্লিষ্ট ইআরও-কে লিখিত নির্দেশ দেয়, দেশের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩১ নম্বর ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কমিশন সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তির নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে। এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় কমিশনের দেওয়া এনুমারেশন ফর্মে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, ভুল তথ্য দিলে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে। সেই নির্দেশিকার ভিত্তিতেই পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। একই ধরনের আর একটি ঘটনা সামনে এসেছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারী বিধানসভা এলাকায়। ৫৫ নম্বর পার্টের ভোটার আলাউদ্দিন শেখ এনুমারেশন ফর্মে জন্মতারিখের জায়গায় ভুলভাবে তথ্য দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ইআরও-কে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, এসআইআর প্রক্রিয়ায় এমন বহু ক্ষেত্রে ভুল বা অসঙ্গত তথ্য ধরা পড়ছে। সেই সব তথ্য যাচাই করতে গিয়ে সময় নষ্ট হচ্ছে এবং কাজে যুক্ত আধিকারিকদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তবু সমস্ত বাধা অতিক্রম করে স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রকাশ করাই কমিশনের প্রধান লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে।

নবান্ন থেকে জেলার কৃষি আধিকারিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি অর্থবর্ষের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কৃষি সংক্রান্ত সব প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। বুধবার নবান্ন থেকে সব জেলার কৃষি আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গেও পৃথকভাবে আলোচনা করেন তিনি। বৈঠকে বাংলা শস্য বীমা, কৃষক বন্ধু প্রকল্প-সহ বিভিন্ন কৃষি সহায়তা কর্মসূচির সুবিধা যাতে দ্রুত কৃষক ও খেতমজুরদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। চলতি মরসুমে প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের গতি বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দেন মন্ত্রী। এছাড়া কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ সেলে জমা পড়া সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। জেলা পর্যায়ে সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করে কৃষকদের সুবিধা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বৈঠকে।

আজ থেকে শুরু উচ্চমাধ্যমিক, যাদবপুর বিদ্যাপীঠে চলছে তারই প্রস্তুতি।

বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণে গড়ে উঠবে হসপিটালিটি হাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণের মুকুটে নতুন সংযোজন। পর্যটকদের জন্য আরও উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে এবার সেখানে তৈরি হবে আন্তর্জাতিক মানের হসপিটালিটি হাব। খাদ্য ও পানীয়ের আউটলেট, অনুষ্ঠানসংক্রান্ত পরিষেবা এবং অতিথিদের জন্য একগুচ্ছ সুযোগ সুবিধা থাকবে সেখানে।

মেলা প্রাঙ্গণের বহুতল পার্কিংয়ের ওপরে খোলা জায়গায় প্রায় ৬৬ হাজার ৮০০ বর্গফুট মাপের এই প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার ডাকা হয়েছে। ইএম বাইপাসের ধারে অবস্থিত বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণ রাজ্যের অন্যতম বড় জনসমাগমের কেন্দ্র। সারা বছর ধরেই এখানে বাণিজ্য মেলা, সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। নতুন এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল পর্যটকদের জন্য পরিষেবা উন্নত করা এবং প্রাঙ্গণের পরিকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

যদিও এই প্রকল্পে সরাসরি রাজ্য সরকারের কোনও ব্যয় হবে না। বেসরকারি সংস্থাকে বেছে নিয়ে তাদের মাধ্যমেই নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হবে। ওই সংস্থা নিজস্ব খরচে প্রকল্পটি গড়ে তুলবে এবং রাজ্য সরকারকে মাসিক লাইসেন্স ফি দেবে। এর ফলে সরকারের নিয়মিত আয়ের উৎস তৈরি হবে। পাশাপাশি বিনিয়োগ ও পরিচালনার দায় থাকবে পরিচালনার দায়িত্বে থাকা বেসরকারি সংস্থার উপরেই। লাইসেন্সভিত্তিক এই ব্যবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাকে খাদ্য নিরাপত্তা, অগ্নিনির্বাপণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্ত বিধি মেনে চলতে হবে । নিয়মিত পরিদর্শন ও মান যাচাইয়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই প্রকল্পটি রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ট্রেড প্রোমোশন অর্গানাইজেশন, যারা রাজ্যের হয়ে মেলা প্রাঙ্গণ পরিচালনা করে। সরকারি মহলের মতে, বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত গণপরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন এই আতিথেয়তা পরিকাঠামো চালু হলে মেলা প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী ও সম্মেলনের পাশাপাশি দর্শনার্থীদের জন্য খাবার ও আড্ডার নতুন কেন্দ্র তৈরি হবে।

শ্রমিক সংগঠনের ডাকা বন্ধ অচল করতে ব্যবস্থা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাম সমর্থিত একাধিক শ্রমিক সংগঠনের ডাকা দেশজুড়ে ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘটের দিন রাজ্য সচল রাখতে ব্যবস্থা নিল প্রশাসন। আজ বৃহস্পতিবার ১২ ফেব্রুয়ারি সারা দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে শ্রমিক সংগঠন। আজ রাজ্য অর্থ দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়ে দিয়েছে ওই দিন রাজ্য সরকারের এবং সরকার পোষিত সব দপ্তর খোলা থাকবে। বিশেষ কারণ ছাড়া প্রত্যেক কর্মীকে বৃহস্পতিবার নিজেদের দপ্তরে উপস্থিত থাকতে হবে। এদিন কোন কর্মী, নিজের দপ্তরে উপস্থিত না থাকলে তার একদিনের বেতন কাটা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কর্মজীবন থেকে একদিন বাদ পড়বে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে যেমন, কেউ হাসপাতালে ভর্তি থাকলে ,পরিবারে কারো মৃত্যু হলে বা আগে থেকে কেউ গুরুতর অসুস্থতার কারণে ছুটিতে থাকলে তাদের ছাড় দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১১ ফেব্রুয়ারি আগে যদি কেউ মাতৃত্বকালীন ছুটি চিকিৎসা সংক্রান্ত ছুটি চাইল্ড কেয়ার লিভ এবং আর্নড লিভ নেওয়া রয়েছে। তাদের ক্ষেত্রে এদিনের সরকারি নির্দেশ বলবৎ হবে না। কোন সরকারি কর্মী বৃহস্পতিবার তার দপ্তরে অনুপস্থিত থাকলে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠানো হবে। কেন তিনি ওই দিন কাজে যোগ দিতে পারেননি তা জানতে চাওয়া হবে। উত্তর সন্তোষজনক হলে তার ছুটি মঞ্জুর করা হতে পারে। কারণ দর্শানোর নোটিসের জবাব না দিলে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই সংক্রান্ত রিপোর্ট ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অর্থ দপ্তরে জমা দিতে হবে বলেও এদিনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৯ মাঘ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার

সাইবার জালিয়াতি ঠেকাতে কলকাতা পুলিশের ২৪ ঘণ্টার ডিজিটাল নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাইবার প্রতারণার ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি মোকাবিলায় আরও আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুলিশ। লালবাজারে তৈরি হচ্ছে বিশেষায়িত ট্র্যাকিং ও ব্লকিং ইউনিট, যা আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় সারাক্ষণ নজর রাখবে সন্দেহভাজন ডিজিটাল গতিবিধির উপর। অভিযোগ দায়ের হতেই দ্রুত পদক্ষেপ; এই লক্ষ্যেই সাজানো হচ্ছে নতুন পরিকাঠামো।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রতারণায় ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর, ভুয়ো সিম, ক্ষতিকর অ্যাপ ফাইল, আইপি নম্বর ও সন্দেহজনক ওয়েব লিঙ্ক চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিক নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থা থাকবে এই সেলে। এক আধিকারিকের কথায়, সাইবার অপরাধের ধরন দ্রুত বদলাচ্ছে। সেই কারণেই প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়িয়ে আমরা আগেভাগেই জালিয়াতদের রুখতে চাই। তদন্তকারীদের দাবি, ইতিমধ্যেই

প্রতারণার শিকারদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় এই হার আরও বাড়বে বলেই আশা প্রশাসনের। প্রতি মাসে গড়ে এক হাজারেরও বেশি সাইবার অভিযোগ জমা পড়ছে শহরে। তার সিংহভাগই অনলাইন আর্থিক প্রতারণা; ভুয়ো গ্রাহকসেবা, কিউআর কোড ফাঁদ বা ডিজিটাল পেমেন্ট সংক্রান্ত প্রতারণা। এছাড়া পরিচয় জালিয়াতি ও সামাজিক মাধ্যমে প্রতারণার ঘটনাও রয়েছে। সচেতনতা বাড়াতে চালু হয়েছে 'সাইবার পাস' নামে তথ্যপত্র। পুলিশের বক্তব্য, প্রযুক্তি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই নাগরিকের সতর্কতাও সমান জরুরি। সন্দেহজনক লিঙ্ক বা কল পেলে দ্রুত অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

প্রতারণার শিকার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের ছেলে

কলকাতা: সাইবার জালিয়াতির ফাঁদ যে কারও জন্য পাতা হতে পারে; এই বার্তা আরও একবার সামনে এল চাঞ্চল্যকর ঘটনায়। কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার মনোজকুমার ভার্মার ছেলে পীয়ূষ ভার্মা অনলাইন প্রতারণার কবলে পড়ে ৩০ হাজার টাকা খোয়ালেন। দিল্লিতে বাড়ি ভাড়ার খোঁজ করতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২ ফেব্রুয়ারি তিনি লালবাজারের সাইবার শাখায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পীয়ূষের দাবি, ফ্ল্যাট বুকিং সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় একটি ইউপিআই আইডিতে অর্থ পাঠানোর পরপরই তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অতিরিক্ত ৩০ হাজার টাকা কেটে নেওয়া হয়। বিষয়টি টের পেয়ে দ্রুত আইনি পথে হাঁটেন তিনি। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তদন্তে নামে সাইবার বিশেষজ্ঞ দল। লেনদেনের ডিজিটাল ট্রেইল অনুসরণ করে ওডিশা থেকে রাকেশ প্রধান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের দাবি, আমার অ্যাকাউন্ট অন্যরা ব্যবহার করেছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, এটি বৃহত্তর প্রতারণা চক্রের অংশ হতে পারে। পুলিশ হেপাজতে রাকেশকে জেরা করে বাকি জড়িতদের খোঁজ চলছে। এক আধিকারিকের কথায়, ডিজিটাল প্রতারণার শিকড় বহুস্তরে ছড়িয়ে থাকে। পুরো নেটওয়ার্ক ভাঙাই এখন মূল লক্ষ্য।

চিংড়িঘাটার মেট্রোর আইনি জট

হাইকোর্টকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিমে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চিংড়িঘাটায় মেট্রোর অসমাপ্ত অংশ ঘিরে আইনি টানাপোড়েন এবার পৌঁছল দেশের শীর্ষ আদালতে। কলকাতা হাইকোর্টের কড়া নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিশেষ অনুমতি প্রার্থনা করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে রাজ্য সরকার ও নগর পুলিশের শীর্ষকর্তা। বিতর্কের কেন্দ্রে মাত্র ৩৬৬ মিটার রেলপথ। নির্মাণকারী সংস্থার দাবি, কাজ শেষ করতে তিনটি স্তম্ভ বসানো জরুরি। তার জন্য টানা দু'টি সপ্তাহান্তে রাতের দিকে ইএম বাইপাসে যান নিয়ন্ত্রণ এবং দীর্ঘ সময়ের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজন। আর তা করা নিয়েই তৈরি হয়েছে জটিলতা। শুধু তাই নয়, এই নিয়ে মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টেও। অভিযোগ, এই কাজ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এই নিয়ে একাধিকবার রাজ্য, কেন্দ্র, নির্মাণকারী সংস্থা আরভিএনএল-সহ একাধিক দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক হয়। এমনকী হাইকোর্টের নির্দেশে গত কয়েকদফায় বৈঠকে বসেন সংশ্লিষ্ট

দপ্তরের আধিকারিকরা।

পূর্ববর্তী শুনানিতে হাইকোর্ট স্পষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের বেঞ্চ জানায়, ৬ জানুয়ারির মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে, যাতে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজ শেষ হয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল আরও কঠোর; উৎসবের কথা বলে বৃহত্তর জনস্বার্থের প্রকল্প আটকে রাখা যায় না। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতে বলেন, ফেব্রুয়ারির আগে পিলার নির্মাণে ছাড়পত্র দেওয়া বাস্তবসম্মত নয়, গঙ্গাসাগর মেলার নিরাপত্তা বড় কারণ। তবে বিচারপতির জবাব, এই দেশে এক উৎসবের পরেই আরেক উৎসব আসে। সেটাকে অজুহাত করা চলবে না। একাধিক বৈঠকেও সমাধান না মেলায় জনস্বার্থ মামলাকারীরা আদালত অবমাননার নোটিস দিয়েছেন। এখন নজর সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী পদক্ষেপে।

স্বামীত্ব প্রকল্পে রাজ্যের অনীহা, প্রশ্ন শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্রামীণ জমির নথি আধুনিকীকরণে কেন্দ্রের 'স্বামীত্ব' প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর না হওয়া নিয়ে রাজ্যসভায় সরব হলেন সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের কাছে তাঁর প্রশ্ন ছিল, পুরনো গ্রামীণ আবাসভিত্তিক নথি থাকার যুক্তি দেখিয়ে রাজ্য কেন এই প্রকল্পে অংশ নিচ্ছে না এবং তা আদৌ গ্রহণযোগ্য কি না।

জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং জানান, পশ্চিমবঙ্গ এখনও প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্মতি দেয়নি। তিনি স্পষ্ট করেন, ভূমি রাজ্যের অধীন বিষয়। রাজ্যের সম্মতি ছাড়া প্রকল্প চালু করা যায় না। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, যেখানে প্রকল্প চলছে, সেখানে সম্পত্তি কার্ড প্রস্তুত ও নথির নির্ভুলতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্যের। এরপরেই শমীক ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, ডিজিটাল যুগে অপ্রচলিত ও নন-ডিজিটাল রেকর্ড কি যথেষ্ট? তাঁর দাবি, ড্রোন জরিপের মাধ্যমে নির্ভুল মানচিত্র তৈরি, গ্রামীণ পরিবারকে আইনি মালিকানাপত্র প্রদান, জমি-সংক্রান্ত বিবাদ হ্রাস এবং ব্যাংকঋণ প্রাপ্তি সহজ করা; এই সব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এ রাজ্যের মানুষ। তিনি বলেন, অন্যান্য রাজ্য আধুনিক ব্যবস্থায় এগোচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ কেন পিছিয়ে থাকবে? রাজনৈতিক মহলের মতে, জমি-সংক্রান্ত

বিরোধের প্রেক্ষাপটে এই ইস্যু গ্রামীণ অর্থনীতি ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার প্রশ্নকে নতুন করে সামনে আনছে।

অন্যদিকে, ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় প্রশ্ন তুললেন শমীক। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিসরে নতুন বিতর্ক উসকে দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ভবানীপুরে বিএলএ-২দের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি নিয়ে তিনি তীব্র কটাক্ষ করেন। তাঁর অভিযোগ, একটি নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে স্বচ্ছতা থাকা প্রয়োজন। শমীকের কথায়, দুটি আলাদা ঘটনা একসঙ্গে মিশিয়ে দেখানো হচ্ছে। ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে এক নির্বাচনী কর্মীর পাশে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। তিনি আরও বলেন, এখানে কোনও ত্রিমুখী লড়াইয়ের বিষয় নেই। যা দেখা যাচ্ছে, সেটাই বাস্তব। সেটাকে আড়াল করার সুযোগ নেই। প্রসঙ্গ টেনে তিনি আবেগঘন উদাহরণও দেন। তাঁর মন্তব্য, একটি প্রাণ যখন থাকে, তখন তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন সব মা। কিন্তু ক্ষতি হয়ে গেলে তার দায় এড়ানো যায় না। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন।

যদিও শাসকদলের তরফে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি, রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নির্বাচন ঘিরে পারস্পরিক অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের আবহেই এমন মন্তব্য সামনে আসছে। ভবানীপুর প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে বিতর্ক যে আরও ঘনীভূত হতে পারে, তা বলাইবাহুল্য।

হাইকোর্টে শুরু হচ্ছে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে অচিরেই চালু হতে চলেছে শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের বেঞ্চের নির্দেশের পর আদালত প্রশাসন বিস্তারিত নীতিনির্দেশ প্রকাশ করেছে। বহুদিনের দাবি বাস্তবায়নের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে এই উদ্যোগকে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, আদালতের কর্মী, আইনজীবী, তাঁদের সহকারী থেকে মামলার পক্ষভুক্ত ব্যক্তিরাও এই সুবিধা পাবেন। ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুদের রাখা যাবে এখানে। তবে গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা বা বিশেষ অ্যালার্জির ক্ষেত্রে অনুমতি মিলবে না। সকাল সাড়ে দশটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত, শুধুমাত্র কর্মদিবসে পরিষেবা মিলবে। আগে এলে আগে সুযোগ; একসঙ্গে চারজন শিশুকে রাখা হবে। দৈনিক পরিষেবার জন্য নির্ধারিত ফি ১০০ টাকা। মাসিক ব্যবস্থায় ভর্তির জন্য এককালীন ১০০০ টাকা এবং মাসিক খরচ ১৫০০ টাকা ধার্য হয়েছে। পরিকাঠামোর দিকেও

জোর দেওয়া হয়েছে। থাকবেন চিকিৎসক, নার্স, প্রশিক্ষিত আয়া, নিরাপত্তারক্ষী ও তত্ত্বাবধায়ক। সর্বক্ষণ সিসিটিভি নজরদারি থাকবে। আলাদা স্তন্যপান কক্ষের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বেঞ্চ আগেই জানিয়েছিল, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কেন্দ্র চালু করতে হবে। ২০১৯ সালের জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে শুরু হওয়া প্রক্রিয়া অবশেষে বাস্তবের মুখ দেখছে। আদালত চত্বরে কর্মরত অভিভাবকদের জন্য এটি বড় স্বস্তি বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

বাবরি মসজিদ মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভরতপুর কেন্দ্রের তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক তথা জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বুধবার থেকে অনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে বাবরি মসজিদ নির্মাণের কাজ। এদিন পবিত্র কোরান পাঠের মধ্য দিয়ে মসজিদ নির্মাণ কার্যের সূচনা হয়। হুমায়ুন কবীর জানান, আগামী দু' বছরের মধ্যেই মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হবে। যদিও বাবরি মসজিদ নির্মাণ নিয়ে সুর চড়িয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কোরান পাঠ অপরাধ নয়।

কিন্তু কোরান পাঠ করে 'বাবরি' নামাঙ্কিত মসজিদ নির্মাণ অপরাধ। পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতার হুঁশিয়ারি, ওই মসজিদ ভাঙা হবেই। নির্মিত মসজিদটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হবে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাঁর দাবি, অত্যাচারী শাসক বাবরের নামে দেশের কোথাও মসজিদ গড়া যাবে না। দুনিয়ার কোনও শক্তি নির্মিত বাবরি মসজিদকে রক্ষা করতে পারবে না। নিশ্চিতরূপে সেই মসজিদ ভেঙে ফেলা হবে। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, বাবরি মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে সেখানে রামলালার মন্দির স্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং ধ্বংস হয়ে যাওয়া সেই মসজিদের বীজ তাঁরা ফের বপন করতে দেবেন না।

বাজেটে ট্রিপল ট্যাক্সের অভিযোগ, কেন্দ্রকে তোপ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেটের উপর আলোচনায় তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। তাঁর দাবি, এই বাজেট সাধারণ মানুষের স্বস্তির বদলে ধনীদের সুবিধা বাড়িয়েছে। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি বলেন, এই বাজেট অর্থনীতির শক্তি বাড়ায় না, শিরোনাম তৈরি করে। তাঁর অভিযোগ, করব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে সৎ করদাতারাই সবচেয়ে বেশি চাপে পড়ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য অর্থ আটকে রাখা হয়েছে বলেও সরব হন তিনি। তাঁর কথায়, বাংলার ন্যায্য পাওনা ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকা আটকে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ বন্ধ থাকার প্রসঙ্গ টেনে তিনি প্রশ্ন তোলেন সমবায়ী যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো নিয়েও।

অভিষেকের ভাষণে উঠে আসে তথাকথিত 'ট্রিপল ট্যাক্স'-এর প্রসঙ্গ।

তিনি বলেন, একজন মানুষ আয়কর দেন, জিএসটি দেন, তার উপর মূল্যবৃদ্ধির বোঝা বইতে হয়; এটাই আজকের বাস্তব। কৃষক, যুবক ও মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। শেষে রাজনৈতিক বার্তা দিয়ে তৃণমূল সাংসদ বলেন, ফান্ড আটকে রাখা যায়, কিন্তু মানুষের রায় আটকানো যায় না। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, আসন্ন রাজনৈতিক লড়াইয়ে এই ইস্যুগুলিকেই হাতিয়ার করতে চাইছে ঘাসফুল।

উর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা, শীতের রেশ কাটিয়ে বসন্তের আভাস মহানগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাঘ শেষের মুখে এসে বদলে যাচ্ছে আবহাওয়ার মেজাজ। দিন দীর্ঘ হচ্ছে, সকালের শিরশিরে ঠান্ডাও ধীরে ধীরে শক্তি হারাচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, বুধবার থেকেই রাতের পারদ উর্ধ্বমুখী হবে এবং সপ্তাহের শেষে তা স্বাভাবিকের কাছাকাছি পৌঁছবে।

আলিপুরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানান, এখনও কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে রয়েছে। মঙ্গলবার তা প্রায় আড়াই ডিগ্রি কম ছিল। তবে বুধবার থেকে ধীরে ধীরে বাড়বে। বৃহস্পতিবার সকালে তা ১৬ ডিগ্রির আশেপাশে থাকতে পারে। সপ্তাহান্তে ১৮ ডিগ্রি ছুঁতে পারে। আপাতত বৃষ্টি বা ঘন কুয়াশার আশঙ্কা নেই। বুধবার মহানগরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২৭ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ১৫ ডিগ্রির ঘরে ছিল। ভোরে হালকা কুয়াশা থাকলেও দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সিউড়িতে সবচেয়ে কম তাপমাত্রা নথিভুক্ত হয়েছে ১১ ডিগ্রি। উত্তরের সমতলে পুণ্ডিবাড়ি ও আলিপুরদুয়ারে পারদ নেমেছিল ১২ ডিগ্রিতে। পাহাড়ে দার্জিলিংয়ে ছিল ৪.৫ ডিগ্রি। তবে সেখানেও উষ্ণতার ইঙ্গিত মিলছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, রাতের তাপমাত্রা আগামী দু-তিন দিনে আরও ২-৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে। দিনে বড় পরিবর্তন না হলেও পারদ সামান্য উর্ধ্বমুখী থাকবে। শীতের রেশ থাকলেও বসন্তের আভাস মিলছে।

কালীঘাটে পুজো দিতে কলকাতায় পৌঁছলেন বলি-অভিনেত্রী রানি মুখার্জি। সঙ্গে ছিলেন মাসি দেবশ্রী রায়।

ছবি: অদিতি সাহা

সংশোধনাগারের হাল নিয়ে রাজ্যকে তলব হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের কারা ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র জানতে কঠোর অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। দীর্ঘদিন ধরেই অতিরিক্ত বন্দি ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছিল আদালত। বুধবার ফের শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, পরিস্থিতির নির্দিষ্ট ও পরিসংখ্যানভিত্তিক রিপোর্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই জমা দিতে হবে।

বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহঃ শাব্বার রাশিদির বেঞ্চ জানতে চেয়েছে; রাজ্যে মোট কয়টি সংশোধনাগার চালু আছে, সেগুলির ধারণক্ষমতা কত এবং বাস্তবে কতজন বন্দি সেখানে রাখা হচ্ছে। কোথায় কত শূন্যপদ রয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়া কী অবস্থায়, তাও জানাতে হবে। ২০২২ সালের শুরু থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত হেপাজতে মৃত্যুর সংখ্যা ও ক্ষতিপূরণের বিবরণও চাওয়া হয়েছে। আদালত আরও জানতে চেয়েছে, অসুস্থ বন্দিদের চিকিৎসা পরিকাঠামো কেমন, অন্তঃসত্ত্বা ও শিশু-সহ বন্দিদের জন্য আলাদা কী ব্যবস্থা রয়েছে। নতুন কারাগার গড়তে সম্ভাব্য ব্যয় ও ধারণক্ষমতার প্রস্তাবও রিপোর্টে রাখতে হবে। আগামী ৯ মার্চের মধ্যে সব তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের আইনজীবী সময় বাড়ানোর আবেদন করলে বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যে তথ্য চাওয়া হয়েছে, তা সংগ্রহে অযথা বিলম্বের কারণ দেখি না। এদিন নিম্ন আদালতের খরচ প্রসঙ্গেও অসন্তোষ শোনা যায়। বিচারপতি বসাক মন্তব্য করেন, একটি জেলা আদালতের যেখানে শতকোটি টাকার প্রয়োজন, সেখানে পাঁচ লাখ বরাদ্দে কী সুরাহা হবে?

চিংড়িঘাটার জ্যাম কমাতে নতুন সংযোগপথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রতিদিন অফিসযাত্রীদের ভোগান্তির কেন্দ্রবিন্দু চিংড়িঘাটা মোড়। সেক্টর ফাইভ থেকে রুবি বা ইএম বাইপাসমুখী রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকার অভিজ্ঞতা নতুন নয়। সেই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধানে বিকল্প পথ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, মহিষবাথান থেকে বাসন্তী হাইওয়ে ধরে বানতলা পর্যন্ত প্রায় সাত কিলোমিটার দীর্ঘ একটি পুরনো পথকে নতুনভাবে সাজানো হবে। বর্তমানে এটি সরু ও অচলাবস্থায় থাকলেও সংস্কারের পর তা কার্যকর সংযোগ রাস্তায় পরিণত হবে। দায়িত্বে রয়েছে নবদিগন্ত শিল্পাঞ্চল কর্তৃপক্ষ। আধুনিক নির্মাণপদ্ধতি ব্যবহার করে রাস্তাটি এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে জলনিকাশি ব্যাহত না হয় এবং জলাভূমির ভারসাম্য বজায় থাকে।

প্রশাসনের এক আধিকারিকের বক্তব্য, চিংড়িঘাটা ক্রসিংয়ের উপর চাপ কমাতে বিকল্প করিডর তৈরি ছাড়া উপায় নেই। এই পথ চালু হলে

যাতায়াতে উল্লেখযোগ্য সময় বাঁচবে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নতুন রুট কার্যকর হলে সেক্টর ফাইভ থেকে রুবি পৌঁছতে সময় কমে আসবে অন্তত ২০ মিনিট। পাশাপাশি সায়েন্স সিটি সংলগ্ন রাঙ্গা স্তায় যানবাহনের চাপও দৃশ্যত হ্রাস পাবে। প্রাথমিক সমীক্ষা শেষ। দ্রুত কাজ শুরু করার প্রস্তুতি চলছে। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শুধু যানজট নয়, পূর্ব কলকাতার সংলগ্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও গতি পাবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

আজ রাজ্যে ব্যাংক ধর্মঘট, পরিষেবা অনিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ দেশজুড়ে ব্যাংকিং পরিষেবায় বড়সড় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাংক কর্মী ও আধিকারিক সংগঠনের ডাকে এদিন কর্মবিরতির কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছে। ফলে শাখাভিত্তিক লেনদেন, নগদ তোলা-জমা, চেক নিষ্পত্তি এবং গ্রাহক পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

ধর্মঘটের অন্যতম দাবি কর্মপরিবেশের উন্নতি, পর্যাপ্ত নিয়োগ এবং সাপ্তাহিক কর্মদিবস কমানোর মতো বিষয়।

এক সংগঠন প্রতিনিধির বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা সমস্যার সমাধান না হওয়ায় কর্মীদের এই পথে নামতে হয়েছে। পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে হলে কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষের একাংশ অবশ্য জানিয়েছেন, পরিস্থিতি সামাল দিতে বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, ডিজিটাল লেনদেন ও এটিএম পরিষেবা সচল রাখার চেষ্টা করা হবে, যাতে সাধারণ গ্রাহক চরম অসুবিধায় না পড়েন। তবে বাস্তবে কতটা প্রভাব পড়বে, তা নির্ভর করছে অংশগ্রহণের মাত্রার উপর। সরকারি ও বেসরকারি; দু'ক্ষেত্রেই একাংশ কর্মী ধর্মঘটে সামিল হতে পারেন বলে ইঙ্গিত মিলেছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, ডিজিটাল ব্যাংকিং আপাতত ভরসা হলেও, সরাসরি কাউন্টার পরিষেবায় ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

সম্পাদকীয়

বদলাচ্ছে বিবাহ নিয়ে জেন জি-র মন, নেপথ্যে নারী ক্ষমতায়ন, উঠছে প্রশ্ন

বিবাহ একটি চিরাচরিত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ২০২৬ সালে এসে এখন প্রশ্নের মুখে এই প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা ও অস্তিত্ব। আধুনিক প্রজন্ম বা জেন জি কিন্তু বাধ্য করছে এই প্রশ্ন তুলতে। বিয়ে, যৌনতা ও সন্তানের জন্ম দেওয়ার চিরাচরিত প্রথা ভেঙে এগোচ্ছে নতুন প্রজন্ম। এক সমীক্ষায় উঠে এল সেই চমকপ্রদ তথ্য। তারপরই এই নিয়ে ফের নড়েচড়ে বসেছেন বিশেষজ্ঞরা। তথ্য বলছে, বৈবাহিক জীবনকে সরিয়ে রেখে সিঙ্গল মাদার-এর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে বিশ্বে। তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও এই অচলায়তনকে উড়িয়ে ভারতও এই তালিকায় ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে। বিয়ে না করেই সন্তানের জন্ম দেওয়ার আগ্রহ বাড়ছে বর্তমান বিশ্বে। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। আন্তর্জাতিক সংস্থা ওইসিডি-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, আমেরিকা-সহ বিশ্বের বহু দেশে গড়ে ৪৩ শতাংশ শিশুর জন্ম হচ্ছে অবিবাহিত নারীর গর্ভে। যার অর্থ এ যুগের মেয়েরা আর একে 'কলঙ্ক' বলে মানতে নারাজ। ইউরোপের দেশগুলিতে এই প্রবণতার লাগামছাড়া বৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে সেখানকার সমাজ ও আইনি স্বীকৃতি। রিপোর্ট বলছে, বিবাহের আগে সন্তানের জন্ম পৃথিবীর বহু দেশেই এখন সাধারণ ঘটনা। বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে বিয়ে ছাড়া সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। তবে এশিয়া-সহ বেশ কিছু অঞ্চলে এই ঘটনাকে আজও সামাজিকভাবে অত্যন্ত নিন্দা ও কলঙ্কের নজরে দেখা হয়। এই তালিকাতেই পড়ে ভারত-সহ প্রতিবেশী দেশগুলি। তথ্য অনুযায়ী, ভারতে অবিবাহিত মহিলাদের সন্তান জন্মের হার অনেক কম, এক শতাংশেরও নিচে। এর কারণ ভারতে বিয়ের আগে সন্তানের জন্ম দেওয়াকে অত্যন্ত খারাপ নজরে দেখা হয়। একই সঙ্গে আমাদের দেশে সিঙ্গল মাদারদের সন্তানদের নিয়ে অনেক আইনি জটিলতাও রয়েছে। ফলে অনেক সমস্যায় পড়তে মায়েদের। এখন প্রশ্ন হল, এই প্রবণতার নেপথ্যে কোন কারণ, বিশ্বজুড়ে নারী ক্ষমতায়নের শ্লোগান ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। এটা কি তারই প্রভাব, কী ভাবছেন সমাজ বিজ্ঞানীরা?

শব্দছক ৭০

রবি দাস

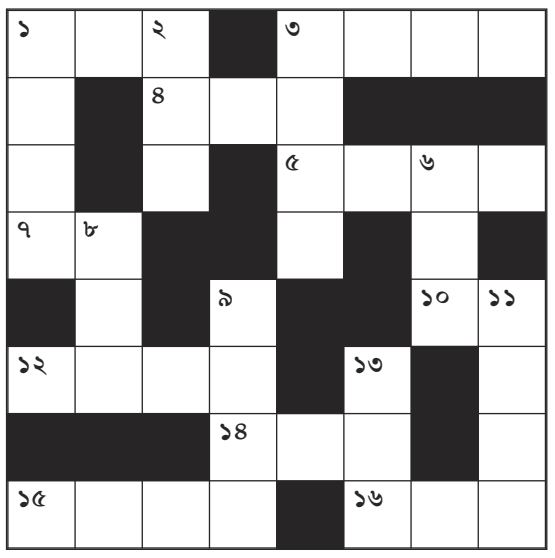

পাশাপাশি: ১. স্থলন ৩. বৃক্ষসন্নিবেশ ৪. বীরধর্ম ৫. কাজেপটু ৭. কপাল ১০. নদীর পুংলিঙ্গ ১২. অল্পসময় ১৪. মাথা খারাপ ১৫. যে পাতা ঝরে গেছে ১৬. কার্যালয়

ওপর-নিচ: ১. চরণ সৌন্দর্য ২. নতুন ৩. নীতিকথা ৬. একত্রকরণ ৮. লগ্ন-র কাব্যরূপ ৯. শালগাছের পাতা ১১. অহংকারী ১৩. আগুনের তাতযুক্ত বাতাস

সমাধান ৬৯ — পাশাপাশি: ১. জগন্নাথ ৪. বিরাম ৬. নলি ৭. মসুর ৯. বাকশক্তিহীন ১১. বাকল ১৪. অকথা ১৬. অন্ধকারাচ্ছন্ন ১৯. মটকা ২০. মাথা ২১. ধরনা ২২. নোংরামি

ওপর-নিচ : ১. জনসেবা ২. গলি ৩. থমক ৪. বিরক্তি ৫. মরণ ৮. সুশর্ত ৯. বাল ১০. হীরক ১২. কবন্ধ ১৩. বিরাট ১৪. অন্ন ১৫. থামাথামি ১৬. অবৈধ ১৭. কামনা ১৮. ছকানো ২০. মারা

আজকের দিন

■ **১৯০৯** — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ কালারড পিপল প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ **১৯১২** — চীনের শেষ সম্রাট জুয়ানটং সম্রাট (পুই) সিংহাসন ত্যাগ করেন ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটে।

■ **১৯২২** — চৌরি চৌরায় সংঘটিত সহিংসতার প্রতিক্রিয়ায় গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

জন্মদিন

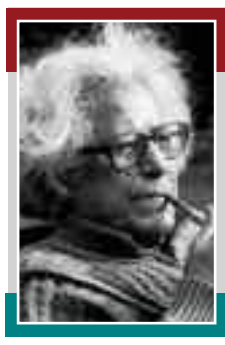

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১৯১৯ *বিশিষ্ট কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯২০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা প্রাণের জন্মদিন।*

১৯৪৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের জন্মদিন।*

বনগাঁর বিজেপি বিধায়কের গাড়ি ভাঙচুরে গ্রেপ্তার তিন

পুলিশকে হুঁশিয়ারি অশোক কীর্তনিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে বনগাঁ দুই বিজেপি বিধায়কের পরিবারের ওপরে আক্রমণ। গাড়ি ভাঙচুর শাসক দলের দিকে আঙুল, গ্রেপ্তার তিন। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার বেলডাঙায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার পরিবার এবং বিধায়ক স্বপন মজুমদারের শাশুড়ি। অভিযোগ অনুষ্ঠানে ঢোকার কিছুটা আগে তাঁদের গাড়িটি দাঁড় করায় কিছু দুষ্কৃতীরা এবং হামলা চালায় গাড়িতে ভাঙচুর করে। বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার দাবি, তৃণমূলের হারমাদের তাঁর পরিবারকে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত করেছিল। গাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। পাশাপাশি সঠিক বিচার না হলে বনগাঁ অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অশোক। রাতেই গোপালনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। বুধবার বনগাঁ দুই বিজেপি বিধায়কের পরিবারের উপরে হামলার প্রতিবাদে গোপালনগর কালিবাড়ি বনগাঁ

চাকদা রোডে ঝাঁটা হাতে মহিলারা রাস্তায় বসে অবরোধ করেছে প্রায় ৩০ মিনিট। এদিন অবরোধ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি ডঙ্কা, কাঁসর নিয়ে মতুয়ারাও উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে রয়েছেন বিধায়ক স্বপন মজুমদার। তবে ব্যানারে শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বিক্ষোভকারীদের। যদিও শাসক দল গোটা বিষয়টি অস্বীকার করে পালটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে দাবি করেন। বিজেপির রাস্তা অবরোধ নিয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'বিজেপি বিধায়ক মানুষের ভোট নিয়ে আর পাঁচ বছর এলাকায় যায়নি, কোনও উন্নয়ন করেনি। এখন ভোটের মুখে গেলে মানুষ তাদেরকে ধরছে। ওকে যারা ভোট দিয়ে জিতিয়েছিল, তাঁরাই এই-কাণ্ড ঘটিয়েছে। তৃণমূলের দোষ দিয়ে লাভ হবে না।' বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, 'তৃণমূল এভাবে বিজেপিকে আটকাতে পারবে না। আর মাত্র কয়েকটা দিন যেভাবে আক্রমণ করেছে পাল্টা একইভাবে তাদেরকেও প্রস্তুত থাকতে বলে দিলাম।'

অন্যদিকে, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিধায়কের স্ত্রীর গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেপ্তার এক। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষকে মারধরের ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই। ধৃতদের মধ্যে সৌমেন অধিকারী নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদিকে রনজিৎ দাস ও অভিজিৎ দাস নামে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত তিনজনকে বুধবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। এদিন বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া আরও বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস মতুয়াদের সহ্য করতে পারছে না, কারণ মতুয়ারা ভারতীয় জনতা পার্টির ভোট ব্যাংক। যারা অভিযুক্ত প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করতে হবে। যদি না গ্রেপ্তার করেন তাহলে তার জন্য দায়ী থাকবেন বনগাঁ পুলিশ জেলার এসপি। আগামী দিনের বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবেন মতুয়ারা সনাতনীরা। যদি আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয় তাহলে গোপালনগরে ওসি এবং যিনি বনগাঁ পুলিশ জেলার এসপি আছেন তিনি।' এছাড়াও দুই বিধায়কের পরিবারের ওপরে হামলার ঘটনার অভিযোগের পাল্টা যে অভিযোগ দায়ের হয়েছে সেখানে এক নম্বরে অশোক কীর্তনীয়ার স্ত্রীর নাম রয়েছে বলে এমনটাই দাবি করছেন বিধায়ক।

মঙ্গলকোটে বিজেপির লেখা পাঁচিল ভাঙাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ময়দানে নেমে পড়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দল। ঠিক সেই আবহেই পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে ছড়ায় রাজনৈতিক উত্তেজনা। রাতের অন্ধকারে বিজেপির লেখা পাঁচিল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তির শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলকোট ব্লকের নিগন অঞ্চলের গোবর্ধনপুর গ্রামে, ২১৫ নম্বর বুথ এলাকায়। অভিযোগ, বিজেপির লেখা একটি পাঁচিল রহস্যজনকভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনার পরিবেশ। বিজেপির বুথ সভাপতি তাপস পাল বলেন, 'সোমবার এলাকায় ওই পাঁচিলে লেখা হয়েছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। কিন্তু পরের দিন, অর্থাৎ মঙ্গলবার সকালে দেখা যায় তা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই কাজ বাইরের কেউ করেনি, গ্রামের মধ্যেই কেউ করেছে। এর পিছনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে। ভোটের আগে এলাকায় ভয় ধরানোর উদ্দেশ্যেই এই ঘটনা। ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী ঘটনার পর থেকেই গ্রামের বহু মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন। এই বুথে তৃণমূল কখনও জিততে পারেনি, তাই এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে মানুষের মনে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে।'

স্থানীয় বিজেপি নেতা সৌমেন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূল ভয় পেয়েছে বলেই এই ধরনের কাজ করছে। এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে মঙ্গলকোটে একটা 'জঙ্গলরাজ' সৃষ্টি করতে চাইছে। এই জঙ্গলরাজকে মানুষ উৎখাত করবে ২০২৬ সালের নির্বাচনে।' অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পালটা তৃণমূল নেতা দেবু টুডু বলেন, 'ওই দেওয়ালগুলো আসলে জমি ঘেরার জন্য তৈরি করা চায়না পাঁচিল। খুবই দুর্বল দেওয়াল। গোরু পেরোতে গিয়ে ধাক্কা লাগলেও ভেঙে যেতে পারে। এটাকে রাজনৈতিক রং দেওয়া ঠিক নয়। গ্রামের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ করেছেন বলে মনে করি না।' ভোটের আগে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোবর্ধনপুর গ্রামে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত দিয়াড়া স্টেশনের পাশে সভা মঞ্চ থেকে পথশ্রী প্রকল্পের মোট ২২ কিমি ৩টি রাস্তার শিলান্যাস করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

কাটোয়া থেকে হুমায়ুনের বাবরি মসজিদকে সমর্থন কংগ্রেসের

ক্ষমতায় এলে 'আলু ক্লাস্টার' তৈরির প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে কোমর বেঁধে ময়দানে নামল কংগ্রেস। বুধবার কাটোয়া রবীন্দ্র পরিষদ হলে আয়োজিত এক কর্মী সভা থেকে একদিকে যেমন বিজেপি-তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করা হয়। তেমনই রাজ্যের কৃষকদের জন্য বড়সড় প্রতিশ্রুতির কথা শোনায় কংগ্রেস নেতৃত্ব।

সাংস্কৃতিক বিভাজন ও বাবরি মসজিদ বিতর্ক এদিনের সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তিনি বিজেপির কড়া সমালোচনা করে বলেন, 'বিজেপি বাংলার দুই আইকন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে।' পাশাপাশি হুমায়ুন কবিরের বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি জানান, এ বিষয়ে কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট এবং তাঁরা এই নির্মাণ প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সমর্থন জানায়। কৃষকদের জন্য 'আলু মাস্টার প্ল্যান' রাজ্যের বর্তমান আলু সংকট ও চাষিদের দুর্দশা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে তুলোধোনা করেন কংগ্রেস নেতারা। তাঁদের দাবি, সঠিক পরিকল্পনার অভাবে রাজ্যের আলু বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না স্থানীয় চাষিরা। এই সমস্যা সমাধানে কংগ্রেসের ঘোষণা, রাজ্যে ক্ষমতায় এলে তৈরি করা হবে বিশেষ 'আলু ক্লাস্টার'। চাষিদের সুবিধার্থে ও কর্মসংস্থান বাড়াতে গড়ে তোলা হবে আলু চিপসের কারখানা। যাতে আলুর সঠিক বাজারদর নিশ্চিত করা যায় এবং কৃষকরা সরাসরি লাভবান হন। উপস্থিত নেতৃত্ব কাটোয়ার এই জনবহুল কর্মী সভায় শুভঙ্কর সরকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এআইসিসি-র রাজ্য পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর, বর্ষীয়ান নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং সন্দীপ রায় বর্মন। উপস্থিত প্রত্যেক নেতাই আগামী নির্বাচনে তৃণমূল ও বিজেপি উভয় শক্তিকে পরাজিত করার ডাক দেন। রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দুই পক্ষকেই আক্রমণ করে কংগ্রেস বুঝিয়ে দিল, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তারা কেবল জোট বা পাটিগণিতের ওপর নির্ভর না করে, কৃষি ও সংস্কৃতির মতো মৌলিক ইস্যুগুলোকে হাতিয়ার করেই এগোতে চায়।

'জনতার উঠানে জনতার নেতা' কর্মসূচি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খানাকুল জুড়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে এক অভিনব উদ্যোগ নিলেন বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। 'জনতার উঠানে জনতার নেতা, পাড়ায় পাড়ায় মানুষের কথা' শীর্ষক এই কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনছেন এবং তা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন। এই উদ্যোগকে ঘিরে ইতিমধ্যেই খানাকুলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সাড়া পড়েছে। মঙ্গলবার রাজহাটি ১ নং অঞ্চলের রামচন্দ্রপুর এলাকায় এই কর্মসূচি পালন করেন বিধায়ক। এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় অংশ নেন তিনি। গ্রামবাসীরা রাস্তাঘাটের অবস্থা, পানীয় জলের সমস্যা, কৃষি সংক্রান্ত অসুবিধা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শিক্ষার অবকাঠামো নিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন। বিধায়ক মনোযোগ দিয়ে সবার কথা শোনেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। এদিন বক্তব্য রাখতে

গিয়ে বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'খানাকুলের উন্নয়নই আমার একমাত্র লক্ষ্য। মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বললে বাস্তব পরিস্থিতি জানা যায়। অনেক সময় ছোট সমস্যা বড় আকার ধারণ করে শুধুমাত্র যোগাযোগের অভাবে। তাই এই উদ্যোগ নিয়েছি, যাতে মানুষের দরজায় গিয়ে তাঁদের কথা শুনতে পারি।' এই কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষও। রামচন্দ্রপুরের বাসিন্দা শ্যামল মণ্ডল বলেন, 'আমাদের রাস্তার সমস্যা ও পানীয় জলের বিষয়টি আমরা সরাসরি জানাতে পেরেছি। উনি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। এতে আমরা খুবই খুশি।' আরেক বাসিন্দা কাকলি দাস বলেন, 'আমাদের এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল। আজ আমরা সেগুলো তুলে ধরেছি।' স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে খানাকুলের বিভিন্ন অঞ্চলে এই কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। রাজনৈতিক মহলের মতে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ বাড়াতে এই উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ। সব মিলিয়ে, 'জনতার উঠানে জনতার নেতা' কর্মসূচি খানাকুলে এক নতুন রাজনৈতিক বার্তা দিচ্ছে। উন্নয়নের পথে মানুষের মতামত ও অংশগ্রহণই হবে প্রধান ভিত্তি।

ঝটিকা সফরে গোঘাটে রঞ্জিত মল্লিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হঠাৎই ঝটিকা সফরে আরামবাগ মহকুমার গোঘাটে এসে চমকে দিলেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের বর্ষীয়ান অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক। বুধবার দুপুরে তাঁর আগমনের খবরে গোঘাটের লক্ষ্মীপুর গ্রামে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। প্রিয় অভিনেতাকে এক ঝলক দেখার জন্য ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন অভিনেতার সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী দীপা মল্লিক, বোন এবং বোনের

স্বামী। পারিবারিক আমন্ত্রণ রক্ষা করতেই তাঁদের এই সফর বলে জানা গেছে। তাঁরা প্রথমে লক্ষ্মীপুর গ্রামের পুরোহিত শ্যামল মুখার্জির বাড়িতে পৌঁছন। শ্যামলবাবু দীর্ঘদিন ধরেই রঞ্জিত মল্লিকের পারিবারিক দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত। তাঁর তত্ত্বাবধানে অভিনেতার ভাইপো ও ভাগ্নারা পুজোর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকেন। সম্প্রতি শ্যামল মুখার্জির বাড়িতে একটি মনসা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেই মন্দিরের পুজো উপলক্ষে আমন্ত্রণ পেয়ে এদিন সেখানে উপস্থিত হন অভিনেতা। মন্দিরে প্রণাম সেরে কিছু সময় ভক্ত ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি। সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন, খোঁজখবর নেন এবং ছবি তোলার আবদারও মেটান। পুরোহিত শ্যামল মুখার্জি জানান, 'রঞ্জিতবাবুর সঙ্গে আমাদের বহুদিনের সম্পর্ক। পারিবারিক পুজোর সূত্রেই এই যোগাযোগ। নতুন করে মনসা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাই তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই। তিনি সস্নেহে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আসেন, এতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।'

'পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই' কর্মসূচিতে অগ্নিমিত্রাকে গো-ব্যাক স্লোগান

বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: বিগত বেশ কয়েকটা ঘটনার মতো বুধবারও অগ্নিমিত্রাকে 'গো ব্যাক' স্লোগান। রানিগঞ্জের নিউ এগারা এলাকায় বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলকে গোব্যাক স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের কর্মীদের বিরুদ্ধে। সেই নিয়ে বিবাদ শুরু। এমনকি বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ৫ বছর দেখা যায়নি অগ্নিমিত্রা পলকে। উনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার একটাও পালন করেননি। জয় বাংলা স্লোগান

দেওয়া হয় বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের সারা বছর পাওয়া গেছে। কিন্তু বিধায়ক ও বিজেপি কর্মীদের পাওয়া যায়নি। অপরদিকে অগ্নিমিত্রা পলের দাবি, তৃণমূলের কর্মীরা তাঁর প্রচারে, জনসংযোগে বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁকে এভাবে আটকানো যাবে না।

বনধের বিরোধিতায় পথে নামল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের শ্রম কোড বাতিলের দাবি-সহ একগুচ্ছ দাবিতে বনধ ডেকেছে বাম সমর্থিত শ্রমিক সংগঠন। সেই বনধ ব্যর্থ করতে এবং বৃহস্পতিবার যাতে সমস্ত কিছু সচল থাকে। তাই বনধের বিরোধিতায় পানাগড় শিল্পতালুকে পথে নামলো তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এদিন পানাগড় শিল্পতালুকের সামনে শ্রম কোড বাতিলের দাবি তোলেন তৃণমূল কর্মীরা। পাশাপশি বৃহস্পতিবার বনধের বিরোধিতা জানিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পথে নামবেন এবং বনধের বিরোধিতা জানাবেন বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি এদিন পানাগড় শিল্পতালুকের বিভিন্ন কারখানার গেটের সামনে গিয়ে কারখানার আধিকারিকদের তারা আবেদন জানান যাতে বৃহস্পতিবার তাঁরা কারখানা সচল রাখে এবং কোনওরকম সমস্যা হলে তাঁরা যাতে প্রশাসনকে জানায় এবং কারখানা সচল রাখতে তারাও কারখানা কর্তৃপক্ষকে সবরকম সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

শেষ হল মাধ্যমিক, পরীক্ষা শেষে আবির খেলায় মাতলেন পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষা একাংশের জন্য আজ শেষ হল। দুর্গাপুরের নেপালিপাড়া হিন্দি হাই স্কুলে পরীক্ষার কেন্দ্র পড়েছিল শহরের মোট পাঁচটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের। পরীক্ষা শেষ হতেই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায় উচ্ছ্বাস ও স্বস্তির আবহ। দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ও চাপের পর যেন মিলল মুক্তির স্বাদ। কেন্দ্রের বাইরে বেরিয়েই একে অপরকে আবির মাখিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে ছাত্র-ছাত্রীরা। হাসি, ছবি তোলা আর শুভেচ্ছা বিনিময়ে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। অনেকের কথায়, 'পরীক্ষা ভালো হয়েছে, এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত লাগছে।' পরীক্ষা শেষে এই আনন্দঘন মুহূর্ত যেন তাদের স্কুলজীবনের এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে রইল।

দুর্গাপুরে যাত্রী সাথীতেই ভরসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বেসরকারি অ্যাপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, 'যাত্রী সাথী'-তেই ভরসা বাইক চালকদের। ভাড়া কাঠামো নিয়ে অসন্তোষ, বেশি কমিশন কাটা এবং বীমা-সহ ন্যূনতম সুবিধার অভাবের অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন বাইক ট্যাক্সি চালকরা। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার বাস স্ট্যান্ড এলাকায় বুধবার দুপুরে বিক্ষোভ দেখিয়ে চালকদের দাবি, তেলের দাম ও খরচ বাড়লেও আয় কমে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের 'যাত্রী সাথী' পরিষেবাকেই ভরসা করছেন তাঁরা। চালকদের মতে, এখানে কমিশন কম ও স্বচ্ছতা বেশি থাকায় অনেকেই বেসরকারি অ্যাপ ছেড়ে এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হতে চাইছেন।

বুধবার মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনে পরীক্ষার্থীদের হাতে চারা গাছ ও মিষ্টি দিয়ে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হল বাগনানের মুর্গাবেড়িয়া নজরুল বিদ্যাপীঠের পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান আসিক রহমান।

অণুজীববিদ্যা নিয়ে স্কুলে পাঠচক্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সম্প্রতি অণুজীববিদ্যার বিভিন্নতা ও উপকার তথা অপকার বিষয়ে একটি মনোগ্রাহী পাঠচক্রের আয়োজন হয় কাঞ্চননগর দীননাথ দাস উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীববিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীদের সঞ্চালনায়।

অধ্যাপক ডা. শুভ্র কান্তি মুখোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ইউজিসির পাঠক্রমের 'স্যোশাল আউটরিচ প্রোগ্রাম' এই নামের অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে অধ্যাপক সোমাশ্রী দাম মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অণুজীবের আত্মীয়তার কথা বলেন। খাদ্য কিভাবে মস্তিষ্ককে তথা ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেন। এরপর বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীরা অণুজীববিদ্যার বিজ্ঞানীদের ছবি দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন। বিভিন্ন যে সব যন্ত্রে তাঁদের দেখা বা অস্তিত্ব জানার উপায় আছে

সেগুলির সম্বন্ধে জানানো হয়। ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গি ভাইরাস ইত্যাদি কিভাবে কালচার করা হয় সে বিষয়ে বলা হয়। স্যানিটাইজ ডিসইনফেকশন স্টেরিলাইজ ইত্যাদির বিষয়েও ছাত্রছাত্রীরা প্রেজেন্টেশন দেন। বার্ড এভিয়ন ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিপা ভাইরাস সম্বন্ধেও অবহিত করা হয়। অধ্যাপক প্রদীপ্ত সাহা কৃষি শিল্প খাদ্য চিকিৎসা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে অণুজীবের ব্যাপক ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। বিদ্যালয়ের সংস্কৃত পন্ডিত দীপ্ত সুন্দর মুখোপাধ্যায় বর্তমান শিক্ষানীতিতে অনুজীব সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার আবশ্যিকতার কথা বলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত ডা. সুভাষচন্দ্র দত্ত জানান, 'আমরা ভুলে গেছি যে অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের শরীরে এবং প্রকৃতিতে তৈরি হয়। সে সবের ব্যবহার করতেই প্রকৃতি আমাদের আহ্বান জানায়। আমরা তা অবহেলা করে নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছি। এমনকি অণুজীব মাটিকে উর্বর করে আমাদের খাদ্যশৃঙ্খল পরিপাক ও পুষ্টি ঠিক রেখেছে। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পড়ুয়ারা তারই হাল হদিশ দিলেন আমাদের কাছে।'

পরীক্ষা কেন্দ্রে অসুস্থ দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে এসে পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ে দুই পরীক্ষার্থী। অসুস্থ পরীক্ষার্থীদের প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের আঝাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। অন্যান্য দিনের মতোই নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয়েছিল মাধ্যমিকের পরীক্ষা গ্রহণ। আধ ঘন্টা পরীক্ষা দেওয়ার পরেই পরীক্ষা কেন্দ্রে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে জামালপুরের পাঁচড়ার বাসিন্দা আসমিনা খাতুন। তড়িঘড়ি পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা এবং পুলিশ আধিকারিকরা অসুস্থ পরীক্ষার্থীকে গাড়ি করে নিয়ে যায় জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানেই ওই পরীক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণে রাখেন চিকিৎসকরা। এর কিছুক্ষণ পরেই সাঁড়ার বাসিন্দা বৃষ্টি রায়, সেও পরীক্ষা দিতে দিতে হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করে। দ্রুত তাকেও নিয়ে যাওয়া হয় জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। দুই ছাত্রীকেই পর্যবেক্ষণে রাখেন চিকিৎসকরা। সুস্থতা বোধ করলে পর্ষদের নিয়ম মেনেই হাসপাতালে তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। দুই ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরাও খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছায়। শেষমেশ হাসপাতালেই বেডে বসে পরীক্ষা দেওয়ার পর কিছুটা সুস্থ বোধ করলে দু'জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

SKIPPER Limited

সিআইএন: L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস: ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ১ম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন: (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩১, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩৩
ইমেল: vestor.relations@skipperlimited.com, ওয়েবসাইট: www.skipperlimited.com

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

ফিজিক্যাল মোডে থাকা ইকুইটি শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য বিশেষ উইন্ডো

স্কিপার লিমিটেড এতদ্বারা তার শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করছে যে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া তাদের সার্কুলার নম্বর HO/38/13/11S2V2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখ ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ -এর মাধ্যমে ফিজিক্যাল মোডে থাকা সিকিউরিটি শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য বিশেষ উইন্ডো পুনরায় খোলার ঘোষণা করেছে।

বিনিয়োগের সহজতরকরণ এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে সিকিউরিটিজের অধিকার রক্ষার সুবিধার্থে, এই বিশেষ উইন্ডোটি কেবলমাত্র সেই সমস্ত ফিজিক্যাল ট্রান্সফার ডিড পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য খোলা হয়েছে যা মূলত ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে দাখিল করা হয়েছিল।

এই বিশেষ উইন্ডোটি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে, যা শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ফিজিক্যাল ট্রান্সফার অনুরোধগুলি পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য এক বছর সময় প্রদান করবে।

উল্লিখিত সার্কুলারটি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য, অনুগ্রহ করে নীচের ম্যাট্রিক্সটি দেখুন

ট্রান্সফার ডিড দাখিল করার তারিখ	১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে হস্তান্তরের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল?	আসল শেয়ার সার্টিফিকেট কি আছে?	বর্তমান উইন্ডোতে জমা দেওয়ার যোগ্য?
১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে	না (এটি নতুন জমা)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	হ্যাঁ (এটি আগে প্রত্যাখ্যাত / ফেরত দেওয়া হয়েছিল)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	হ্যাঁ	না	না
	না	না	না

যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য সার্কুলারটি দেখার জন্য এবং এই সুবিধার সুবিধা নিতে বিশেষ উইন্ডো চলাকালীন কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, **মাহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড,** ২৩ আর. এন. মুখার্জি রোড, ৫ ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০০১, **ই-মেইল:** contact@mdplcorporate.com -এ হস্তান্তরের জন্য ফিজিক্যাল শেয়ারগুলি পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্কিপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১.০২.২০২৬

SOMANY
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড

CIN : L40200WB1968PLC224116
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন: +৯১ ০৩৩-২২৪৮ ৭৪০৬/৫৯১৩
ইমেল: sclinvestors@somanyceramics.com/ corporateaffairs@somanyceramics.com
ওয়েবসাইট: www.somanyceramics.com

নোটিশ

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড-এর ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনর্বিবেচনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনর্বিবেচনার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য আরেকটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে (পুনরায় খোলা হয়েছে)।

১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের আগে দাখিল করা নথি/প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে অথবা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত/প্রত্যাবর্তিত/পরিলম্বিত হয়েছে এমন ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধগুলি, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ তারিখের মধ্যে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটাম্যাটিক্স প্রা. লি. ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ০৩৩ ২২৪৮-২২৪৮/২২৪৩-৫০২৯ অথবা ই-মেইল mdpldc@yahoo.com ত্রুটিগুলি সংশোধন করে পুনরায় জমা দেওয়া যেতে পারে।

ট্রান্সফারের জন্য শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ইস্যু করা হবে এবং আরটিএ দ্বারা সমস্ত নথিপত্র যথাযথভাবে পাওয়া গেলে, স্থানান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন থাকবে।

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(অনুজ কালিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
স্থান : নয়ডা

SBI এসবিআই খড়গপুর শাখা (০০২০২)

পোঃ- খড়গপুর টেকনোলজি, পশ্চিম মেদিনীপুর- ৭২১৩০২; ই-মেইল- sbi.00202@sbi.co.in

পাবলিক নোটিশ

আসল বিক্রয় দলিল হারানো

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, **শ্রী আশীষ কুমার বোস,** পিতা- সন্দীপ কুমার বোস, বাসস্থান- মীরপুর (বুলবুলচটি), পোঃ- খড়গপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০১, যার হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং ৩৩৪৯৬৫১০২৪১৬, তার একটি **আসল টাইটেল ডিড নং আই-০৬০৫০৮৯১২/২০১৩ তারিখ ০৬/১২/২০১৩** আমাদের এসবিআই খড়গপুর শাখার হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে। বিক্রয় দলিলের বিবরণ হল: **আসল দলিল নং I-০৬০৫০৮৯১২/২০১৩ তারিখ ০৬/১২/২০১৩,** যা ২০১৩ সালের জন্য বুক নং- আই, ভলিউম নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ২৯৫৮ থেকে ২৯৮৩-তে নথিভুক্ত এবং এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-এর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত, যা সম্পত্তির সাথে সংযুক্ত সকল ফ্ল্যাট নং এ-৩০৪, প্রথম তলে, উত্তর দিকে অবস্থিত, পরিমাপ প্রায় ৮৮০ **বর্গফুট** সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া, **"গণেশ অ্যাপার্টমেন্ট"** নামক বিল্ডিং-এ, সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ যার পরিমাপ প্রায় **০২ কাঠা ০৯ ছটাক ৩৮ বর্গফুট** এবং সাধারণ এলাকা ও সুবিধাদি যার মৌজা - কোতরং, জে. এল. নং ৮, আর. এস. খতিয়ান নং ৫১০ এবং ৭২৭, এল. আর. খতিয়ান নং ৬৮৭৭, আর. এস. দাগ নং ৯২০ এবং ৯১৭, এল. আর. দাগ নং ৮৭৯৪/৫৪৫৬ এবং ৮৭৯৪/৫৪৪৮-এর অন্তর্ভুক্ত, হোল্ডিং নং- ২০/জেডি/এইচ/২, নন্দন কানন, হিন্দমোটর, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলি।

সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: মিউনিসিপ্যাল রোড; **দক্ষিণে:** দিলীপ ও পল্লব ভৌমিকের বাড়ি; **পূর্বে:** রাজ সুজিত নারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি; **পশ্চিমে:** রূপক কুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পত্তি। আমরা ইতিমধ্যে উল্লিখিত আসল বিক্রয় দলিল হারানোর বিষয়ে খড়গপুর শহর থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি নথিভুক্ত করেছি, যার **জিডিই নং - ৯১৫/২৬ তারিখ ১১/০২/২০২৬।**

যদি কেউ দলিলটি খুঁজে পান, তবে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে **এসবিআই খড়গপুর শাখায়** জানান।

তারিখ: ১২.০২.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : খড়গপুর — এসবিআই এইচএলসি খড়গপুর

SBI এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)

বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)

যেহেতু

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০৩.১২.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী মহেশ দত্তাত্রে, অভীপশা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ১বি, ১ম তল, আরজিএম-১৫/১৩৬৩, বিদ্যাসাগর পল্লী, কলকাতা - ৭০০০৫৯ এবং ১ নং ঠাকুর দাস চক্রবর্তী লেন, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০৫** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৭,৪৫,৩৫২.০০ টাকা (সতের লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশ বাহান্ন টাকা) ০৩.১২.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিটক বকেয়া **১৭,৪৫,৩৫২.০০ টাকা (সতের লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশ বাহান্ন টাকা) ০৩.১২.২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২ বিএইচকে বসবাসের ফ্ল্যাট (টাইলস মেঝে), ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং স্পেস, ১ কিচেন, ১ বাথ রুম, ১ ব্যালকনি, নং ১বি, পরিমাপ আনুমানিক ৭১২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি একতলায় (দক্ষিণ পূর্ব মুখী) ভবনের পরিচিতি অভিস্পা অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত হোল্ডিং নং আরজিএম -১৫/১৩৬৩, বিদ্যাসাগর পল্লি (জ্যাঙ্গরা) , জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০০৫৯। এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ নিকাশি, সুবিধা ফিটিংস ইত্যাদি ভোগ দখলের অধিকার সহ। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মোট জমি পরিমাপ এরিয়া ২ কাঠা ৮ ছটাক শ্রেণি বাস্তু ১০০ বর্গফুট টিন শেড কাঁচা ঘর অবস্থিত মৌজা - জ্যাঙ্গরা, জেএল ১৬, তৌজি নং ৩০২৭, আরএস নং ১১৪, সিএস দাগ নং ১৪৮১, আরএস দাগ নং ১৫২৯, সিএস খতিয়ান নং ১৪৪ আরএস খতিয়ান নং ১০২১, থানা রাজারহাট বর্তমানে বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ১৯, বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন।

স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৫২৩-২০২২, পৃষ্ঠা ৭৩০৫৪৫ থেকে ৭৩০৫৮৫, **দলিল নং ১৫২৩১৯৩৩১৫ -২০২২ সালের সম্পত্তি শ্রী মহেশ দত্তাত্রে ছাচার এর নামে।**

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : লীলাবতী পালের ভবন। দক্ষিণে : প্লট আরএস দাগ নং ১৫২৯। পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া রোড। পশ্চিমে : প্লট আরএস দাগ ১৫৩১।

তারিখ : ১০.০২.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : রাজারহাট — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার বোলপুর, (৬৪১৮৩)

ভেনাস প্লাজা, ৩য় ফ্লোর, শ্রীনিকেতন রোড, বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১ ২০৪, (পঃবঃ)
ইমেল আইডি: sbi.64183@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** হোম লোন সেন্টার বোলপুর -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১৭.১১.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ- **শ্রীমতী ঝুম্পা মুদি কোঁড়া, স্বামী- শ্রী দিনেশ কোঁড়া এবং শ্রী দিনেশ কোঁড়া, পিতা- কেনারাম কোঁড়া, গ্রাম- উধা, পোঃ- কুচুইঘাটা, থানা-সাঁইথিয়া, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১২০১ (পঃবঃ) -কে বকেয়া মোট ৩৭,৬১,২৯৪.০০ টাকা (সাঁইত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার দুইশত চুরানব্বই টাকা মাত্র)** ০৪-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং ০৫-১১-২০২৫ তারিখ থেকে তার ওপর সুদ সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা(গণ) টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন ৪ অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে।**

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে মোট **৩৭,৬১,২৯৪.০০ টাকা** (সাঁইত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার দুইশত চুরানব্বই টাকা মাত্র) **০৪-১১-২০২৫** তারিখ অনুযায়ী এবং **০৫-১১-২০২৫** তারিখ থেকে তার ওপর সুদ সহ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বোলপুর -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতা(গণ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা- নহোনা, জে.এল নং-২১৯, এল.আর খতিয়ান নং- ৫৮৯, এল.আর দাগ নং- ৫৫১-এ অবস্থিত ৭ ডেসিমেল পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির শ্রেণী- বাস্তু, যা ০১-১২-২০২০ তারিখের নিবন্ধিত দানপত্র দলিল নং- **আই-০৩০১-০৬৯০৮/২০২০** মূলে প্রাপ্ত, এডিএসআর সিউড়ি তে নিবন্ধিত; আহমেদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম- উধা, পোঃ- কুচুইঘাটা, থানা- সাঁইথিয়া, জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১২০১। **উক্ত সম্পত্তিটি শ্রীমতী ঝুম্পা মুদি কোঁড়া,** স্বামী- শ্রী দিনেশ কোঁড়া, গ্রাম-উধা, পোঃ- কুচুইঘাটা, থানা- সাঁইথিয়া, জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১২০১ -এর নামে নথিভুক্ত। **সম্পত্তির চতুঃসীমা** (আইনজীবীর সার্চিং রিপোর্ট অনুযায়ী)**: উত্তরে :** রাস্তা, **দক্ষিণে:** বৈদ্যনাথ কোঁড়ার বাড়ি, **পূর্বে:** সুখচাঁদ কোঁড়ার বাড়ি, **পশ্চিমে:** পুকুর।

তারিখ: ০৬.০২.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: বোলপুর — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD

আলিপুর শাখা
১/এ রোনাল্ডশে রোড
কলকাতা - ৭০০ ০২৭

সংশ্লিষ্টগণের অবগতির জন্য

মেসার্স দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা লি,-ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা থেকে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং পরিশোধের জন্য নিম্নোক্ত সম্পত্তি জামিন হিসেবে বন্ধক রাখেন।

পরবর্তীতে **মেসার্স দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা লি.** এর অ্যাকাউন্ট এনপিএ তে রূপান্তরিত হয়। সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে বকেয়ার পরিমাণ **৬,১৯,২৮,৭৯৫.০০ টাকা** (ছয় কোটি উনিশ লাখ আঠাশ হাজার সাতসো পঁচানব্বই টাকা) **৩০.০৪.২০২৪** তারিখ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক, অন্যান্য শুল্ক এবং ব্যয়।

মেসার্স দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা লি. কর্তৃক **২৫ জুলাই ২০২২** থেকে সমুদয় ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা হয় নিম্নোক্ত সম্পত্তি জামিন হিসেবে বন্ধক এবং সিইআরএসএআই দায় বদ্ধতা হিসেবে।

কোনও ব্যক্তি ব্যাঙ্কের আগাম অনুমতি ব্যতীত ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত ১২৪ ডেসিমেল পরিমাপ সম্পত্তির স্বত্ব বা স্বার্থ সম্পর্কিত কোনও লেনদেনের জন্য অনুমোদিত নয়।

উল্লিখিত নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত সম্পত্তির সামগ্রিক অধিকার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ফলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেন নিজ ঝুঁকি এবং বেআইনি হিসেবে গণ্য হবে এবং তা অগ্রাহ্য হবে।

তপশিল

বন্ধকদত্ত সম্পদের বিস্তারিত/বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন শেড এবং সিজিআই শেড নির্মাণ সীমা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এক লোহার গেট প্রবেশ দ্বারে পরিমাপ ১২৪ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা- নাকরাজুড়িয়া, জেএল নং ২৬, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯৮৮, ৯৯৮, এলআর খতিয়ান নং ১১৩৫, দেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা সালানপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, **সম্পত্তি শ্রী ব্রজেশ গুপ্তা এর নামে। চৌহদ্দি** উত্তরে : কেক ফ্যাক্টরি। দক্ষিণে : মাইথন স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডের সম্পত্তি। পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি। পশ্চিমে : ১৫ ফুট চওড়া কাঁচা রোড এবং চাবরা ইস্পাৎ প্রা লিমিটেড।

তারিখ : ১০.০২.২০২৬ — শাখা প্রধান
স্থান : আলিপুর — আলিপুর শাখা, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল
কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫ ৭৮৪৮

পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দাবি নোটিশ **২৪.১০.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা সনাতন মাহাত (ঋণগ্রহীতা)** এবং **পূর্ণিমা মাহাত (সহ-ঋণগ্রহীতা)** র ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৮,১৬,৫৫৭.৭৮ টাকা (আঠার লাখ ষোলো হাজার পাঁচশ সাতান্ন টাকা এবং আটাত্তর পয়সা) টাকা ১৩.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (০৯.০৮.২০২৫ পর্যন্ত সুদ ধার্য) ১০.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতার ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর **১৮,১৬,৫৫৭.৭৮ টাকা (আঠার লাখ ষোলো হাজার পাঁচশ সাতান্ন টাকা এবং আটাত্তর পয়সা) টাকা ১৩.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (০৯.০৮.২০২৫ পর্যন্ত সুদ ধার্য) ১০.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ সহ।**

ঋণগ্রহীতার ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-১৬০২-০৪৭৫৩/২০২২, রেজিস্ট্রিকৃত ০৮.০৪.২০২২ বসবাসের ফ্ল্যাট ২য়তলে, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, পরিমাপ আনুমানিক ৪২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , ১ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ব্যালকনি উক্ত ৩ তলা ভবনে, সম্পত্তিব জমির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ পুরসভা নং ৩৮৮/২, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, ডাক ঠিকানা ৪৭ নিউ পর্ণশ্রী বিদ্যামন্দির স্কুল রোড, কলকাতা- ৭০০০৬০ , ওয়ার্ড নং ১৩১, অ্যাসেসি নং ৪১-১৩১-১৯-০৫৩৫-৫, থানা -বেহালা বর্তমানে পর্ণশ্রী, এডিএসআর বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আরও বিস্তারিতভাবে অবস্থিত প্লট পরিমাপ ২ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি অংশ আরএস দাগ নং ৩০৪/১৪৫২, আরএস খতিয়ান নং ৬৩৩৮, মৌজা- বেহালা, জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন প্রেমিসেস এর **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী মানিক দাসের সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** শ্রী রঞ্জিত পালের সম্পত্তি।

তদস্থিত একতলা নির্মাণ/গুলি সংস্থাপিত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য।

তারিখ : ০৬.০২.২০২৬ — স্বা/-
স্থান : বেহালা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা — অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত,** নির্ধারিত ঋণদাতা, **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' ২৪.০২.২০২৫ তারিখে, ৩৪,৬৭,১৯৬ টাকা (চৌত্রিশ লাখ সাতষট্টি হাজার একশ ছিয়ানব্বই টাকা)** ০৫.০২.২০২৬ অনুযায়ী জামিনদত্ত ঋণ সুবিধা **২০,২০,৬২২ টাকা** (কুড়ি লাখ কুড়ি হাজার ছশো বাইশ টাকা) **০৫.০২.২০২৬ অনুযায়ী অজামিনদত্ত ঋণ সুবিধা [**দাবি নোটিশ তারিখ ২৬.০২.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর **৪৪,৩১,৩৮৭ টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ একত্রিশ হাজার তিনশ সাতাশি টাকা) উভয় ঋণ সুবিধাদি সহ]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) ছবি ঘোষ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা ১) এবং (২) ঋশিতা নন্দী (সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা ২)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতলে, উত্তর দিকে, নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ৬১২, সার্ভে পার্ক, থানা : পূর্ব যাদবপুর, জেলা : ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৭৫, ওয়ার্ড নং ১০৯, মৌজা : সন্তোষপুর, জেএল নং ২২, তৌজি নং ১৫১, সিএস দাগ নং ৭০৬, সিএস খতিয়ান নং ১০, আরএস দাগ নং ৮০৪/২১০১, আরএস খতিয়ান নং ৯৯১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন পরিমাপ ৬৮০ বর্গফুট।

ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : প্রেমিসেস নং এ-৫৮ (৫মতল মালিকানাধীন ভবন)।
পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং এ-৫৬ (একতলা ভবন)।
উত্তরে : ৩০ ফুট চওড়া কে এম সি রোড।
দক্ষিণে : দোতলা ভবন।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৮.০২.২০২৬ **সময় :** বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৬.০২.২০২৬ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ২৩,০৩,২৩৫ (তেইশ লাখ তিন হাজার দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা) টাকা।
*সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে না।

বায়না জমা : (আরপি-র ১০ শতাংশ) **২,৩০,৩২৩ (দুই লাখ তিরিশ হাজার তিনশ তেইশ টাকা)**

ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা

যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://www.auction.infolarge.com** এবং **www.axisfinance.in**।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ১১.০২.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : নিউ দিল্লি — অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD

নদিয়া নোয়াপাড়া শাখা
মনমোহিনী রোড, গ্রাম এবং পো : নোয়াপাড়া
জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১ ২৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টের অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি, যার **কার্যকরি দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, নদিয়া নোয়াপাড়া শাখা** (সুরক্ষিত পাওনাদার) অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন অবস্থায় আছে'' ভিত্তিতে **০৫.০৩.২০২৬ তারিখে** বিক্রি করা হবে, **১,০৮,৪৭,৪৯০.০০ টাকা (এক কোটি আট লাখ সাতচল্লিশ হাজার চারশ নব্বই টাকা) ১০.০২.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ, খরচ সহ আদায়ের জন্য, **ইন্ডিয়ান ব্যাংক, নদিয়া নোয়াপাড়া শাখা** (সুরক্ষিত পাওনাদার) কর্তৃক **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স বিশ্বাস টেক্সটাইল, স্বত্বাধিকারী শ্রী তাপস কুমার বিশ্বাস,** গ্রাম : নওপাড়া নতুন তারাপুর, বজড়ামারি মাসুন্দা, রানাঘাট, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২০১কাছ থেকে।

ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আমার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স বিশ্বাস টেক্সটাইল, স্বত্বাধিকারী : শ্রী তাপস কুমার বিশ্বাস,** গ্রাম : নওপাড়া নতুন তারাপুর, বজড়ামারি মাসুন্দা, রানাঘাট, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২০১। ২. **স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা : শ্রী তাপস কুমার বিশ্বাস,** পিতা শ্যাম সুন্দর বিশ্বাস, গ্রাম নতুন তারাপুর, পশ্চিম নোয়াপাড়া, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৫৫।	**জমির বিস্তারিত :** মৌজা- পশ্চিম নোয়াপাড়া, জেএল নং ১৩০, প্লট নং এলআর এভং আরএস ৩৩৪, খতিয়ান নং এলআর ১৩৫৭, নোয়াপাড়া মাসুন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও -রানাঘাট-১, স্বত্ব/দান দলিল নং ১/৬৩০৫ তারিখ ১৩.০৯.২০১৯ এবং সংশোধিত স্বত্ব/দান দলিলনং ১/৩৫০ তারিখ ০১.১১.২০১৯। জমির এরিয়া -১৩.২০ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী), জমির শ্রেণি -ভিটা, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী আনন্দ ঘোষের সম্পত্তি। দক্ষিণে : ২৫ ফুট চওড়া মেটাল রোড। পূর্বে : মাধবী ঘোষের সম্পত্তি। পশ্চিমে : শ্রী অর্জুন ঘোষের সম্পত্তি।	**১,০৮,৪৭,৪৯০.০০ টাকা (এক কোটি আট লাখ সাতচল্লিশ হাজার চারশ নব্বই টাকা) ১০.০২.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ, খরচ সহ	ক) **২২,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (বাইশ লাখ টাকা) খ) **২,২০,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ কুড়ি হাজার টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30299859365** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **কার্যকরি দখলীকৃত**
	৩. **জামিনদাতা : শ্রীমতি চম্পা বিশ্বাস,** স্বামী তাপস কুমার বিশ্বাস, গ্রাম নতুন তারাপুর, পশ্চিম নোয়াপাড়া, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৫৫। ৪. **জামিনদাতা : শ্রী অভয় মন্ডল,** পিতা দীনবন্ধু মন্ডল, গ্রাম -তারাপুর, রানাঘাট, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৪০২। ৫. **জামিনদাতা : শ্রী সুদীপ বিশ্বাস,** গ্রাম নতুন তারাপুর, পশ্চিম নোয়াপাড়া, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৫৫। ৬. **জামিনদাতা : শ্রী শৈলেন বিশ্বাস,** পিতা নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস,পিতা নরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস,গ্রাম নতুন তারাপুর, পশ্চিম নোয়াপাড়া, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৫৫। **খ) নদিয়া নোয়াপাড়া শাখা।**			

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৫.০৩.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তথাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১০.০২.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান- নদিয়া নোয়াপাড়া — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Bata
বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস: ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন: +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৯৬। ফ্যাক্স: + ৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮
ই-মেল: share.dept@bata.com । ওয়েবসাইট: www.bata.in

নতুন লজমেন্ট/শেয়ার স্থানান্তর অনুরোধ পুনঃলজমেন্টের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখের ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ অনুসারে, কোম্পানি শেয়ার ট্রান্সফার অনুরোধের নতুন লজমেন্ট/পুনঃলজমেন্টের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ ব্যবস্থাটি **৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে খোলা হয়েছে এবং ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে, শুধুমাত্র সেইসব স্থানান্তর অনুরোধের জন্য যেখানে শেয়ার ট্রান্সফার ডিড ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে সম্পাদিত হয়েছিল, ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া হোক বা না হোক এবং মূল নিরাপত্তা শংসাপত্র উপলব্ধ থাকুক না কেন।**

যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ, মূল নিরাপত্তা শংসাপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) সি - ১০১, ২৪৭ পার্ক, এল.বি.এস. মার্গ, ভিখরোলি (পশ্চিম), মুম্বই, মহারাষ্ট্র - ৪০০০৮৩, নতুন ফোন নম্বর - +৯১ ৮১০৮১১৬৭৬৭ ঠিকানায় জমা দিতে পারেন।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই শেয়ারগুলি বাধ্যতামূলকভাবে স্থানান্তরকারীর কাছে জমা দেওয়া হবে, শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে এবং স্থানান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন থাকবে। এই সিকিউরিটিগুলি উক্ত লক-ইন সময়কালে স্থানান্তর/লিয়েন-মার্ক/অঙ্গীকার করা হবে না।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/
নীতিন বাগারিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল)
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭,
ফোন নং : ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৪৮/০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৩৯

পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)] দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দাবি নোটিশ IDBI/RBG/KOL- I/25-26/AB উল্লেখ্য তারিখ ২০.১১.২০২৫ ঋণগ্রহীতা **শ্রী অনির্বাণ ভট্টাচার্য (ঋণগ্রহীতা)** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৪,৭৪,৪৬৫.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ চুয়াত্তর হাজার চারশ পঁয়ষট্টি টাকা) ১০.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (০৯.০৮.২০২৫ পর্যন্ত সুদ ধার্য)** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর নিকট বকেয়া **১৪,৭৪,৪৬৫.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ চুয়াত্তর হাজার চারশ পঁয়ষট্টি টাকা) ১০.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (০৯.০৮.২০২৫ পর্যন্ত সুদ ধার্য)** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক ২ বিএইচকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০৩ পরিমাপ ৩১১ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া, ৪০৪ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিযা এবং ৫০৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিযা সহ ৩য়তলে (ব্লক -বি), ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, এক টয়লেট, ১ ব্যালকনি ইত্যাদি মার্বেল মেঝে এবং লিফট সুবিধা ভবনের নাম ইউনিক গার্ডেন রেসিডেন্সি, নির্মিত বাস্তু জমি পরিমাপ কমবেশি ১০ কাঠা ০৯ ছটাক ২৯ বর্গফুট - ২২ ডেসিমেল থেকে তদস্থিত বহুতল ভবন নাম ইউনিক গার্ডেন রেসিডেন্সি, আরএস দাগ নং ১১৯০, এলআর দাগ নং ১২৩৬, আরএস খতিয়ান নং ১১১৮, আরএস খতিয়ান নং ১৫৭৬, এলআর খতিয়ান নং ৭৩০৩, ৮৬২৮, ৯০৯৮, ৯০৯৯ এবং ৮৬২৭, অবস্থিত মৌজা- দুইল্যা, জেএল নং ৩৫, থানা সাঁকরাইল, জেলা হাওড়া, দুইল্যা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা সাব রেজিস্ট্রার হাওড় অধিক্ষেত্রে এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার রানিহাটি, হাওড়া পিন কোড নং ৭১১৩০২ অধীন, পরিষেবা এবং সুবিদা ভোগ দখলের অধিকার সহ। **চৌহদ্দি উত্তরে** অংশত সম্পত্তি আরএস দাগ নং ১১৮৯ এবং অংশত ১০ ফুট চওড়া ইটের সোলিং রোড। এবং সম্পত্তি আরএস দাগ নং ১১৯২। **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া সিএমডি রোড। পরে নিকাশি। **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া সিএমডিএ রোড। **পশ্চিমে :** ২ ফুট চওড়া নিকাশি পরে সম্পত্তি আরএস দাগ নং ১১৮৯।

তারিখ : ১১.০২.২০২৬ — স্বা/-
স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি৩)
৯মতল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহর লাল নেহরু রোড, কলকাতা -৭০০০৭১
রেফা. কেস নং আরপি/৬৩৭/২০১৯
(ওএ নং . ৯০৫-২০১৫ সালের)
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স অধিকারী নার্সারি এবং অন্যান্য
বিক্রয় নোটিশ

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **নির্দেশ নং ২৭ তারিখ ২১.০১.২০২৬** অনুযায়ী নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রির জন্য :

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি মৌজা : কঙ্গনবেড়িয়া, জেএল নং ৪১, তৌজি নং ৯৩, থানা : বিষ্ণুপুর, এলআর খতিয়ান নং ১৮২৭, দাগ নং ৪৪৪, জমির পরিমাপ ১১ ডেসিমেল, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার -বিষ্ণুপুর সমীপে নথিভুক্ত **শ্রী সুতনু অধিকারীর নামে** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৮, পৃষ্ঠা ৩০১৩ থেকে ৩০২৫, দলিল নং ৪৮৬৮-২০০৮ সালের।

সম্পত্তিটি **''যেখানে যেমন আছে এবং যা আছে''** ভিত্তিতে এবং **২১.০১.২০২৬** তারিখে স্বাক্ষরকারী কর্তৃক জারিকৃত বিক্রয় ঘোষণাপত্রে নির্ধারিত শর্তাবলী অনুসারে বিক্রি করা হবে।

বিক্রয় আয়কর আইন, ১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলে নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং পরবর্তী শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে। সম্পত্তিটি তফসিলে নির্দিষ্ট লটে বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে। সম্পত্তির একটি অংশ বিক্রি করে আদায়যোগ্য পরিমাণ পূরণ হলে, অবশিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে বিক্রয় অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হবে। সম্পত্তির জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত মূল্য **৩,৫০,০০০.০০ টাকা** (তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা)।

আগ্রহী ক্রেতাদের তাদের অফারগুলি সিল করা খামে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সাথে বায়না জমা (ইএমডি) **১৭.০৩.২০২৬ তারিখের মধ্যে দুপুর ২টায়, ''রিকভারি অফিসার, ডিআরটি - III, কলকাতা''** এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে **৩৫,০০০.০০ টাকা** এবং **কলকাতায় প্রদেয় হবে,** সাথে দরপত্র আবেদনপত্র এবং সম্পত্তির বিবরণ, প্যান কার্ডের কপি, ঠিকানার প্রমাণপত্র এবং পরিচয়পত্র, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে অথবা কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব / আইনজীবী নিশ্চিতকারী অন্য কোনও নথি এবং এই ধরনের জমার রসিদ / কাউন্টার ফাইল সিল করা খামে আদায় কর্মকর্তা, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - III, কলকাতার ঠিকানায় হাতে হাতে অথবা রেজিস্টার্ড/স্পিড পোস্টের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এরপর জমা করা ইএমডি ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিবেচিত হবে না। দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১৭.০৩.২০২৬** তারিখ বা তার আগে বেলা ২টোর মধ্যে ট্রাইব্যুনালের অফিসে এবং দর বৃদ্ধি সংরক্ষিত মূল্যের ১ শতাংশ অর্থাৎ **৩,৫০০.০০ টাকা।**

সফল দরদাতাকে পরবর্তী তারিখ অর্থাৎ দুপুর ২.৩০টা নাগাদ বাতিল হলে ইএমডি সমন্বয়ের পর বিক্রয় অর্থের ২৫ শতাংশ উক্ত অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। যদি পরের দিন ছুটির দিন বা রবিবার হয়, তাহলে পরবর্তী প্রথম অফিসের দিনে। এরপর, ক্রেতা সম্পত্তি বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ তম দিন বা তার আগে বাকি ৭৫ শতাংশ বিক্রয় অর্থ জমা দেবেন, ওই দিনটি ব্যতীত, অথবা যদি ১৫ তম দিন রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দিন হয়, তাহলে ১৫ তম দিনের পর প্রথম অফিসের দিনে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে। উপরোক্ত ছাড়াও, ক্রেতাকে পাউন্ডেজ ফি রিকভারি অফিসার, ডিআরটি - III, কলকাতার কাছে ২ শতাংশ পর্যন্ত ১.০০০/- টাকা এবং অতিরিক্ত ১.০০০/- টাকা এবং ২০০/- টাকা ডিডির মাধ্যমে রেজিস্ট্রার, ডিআরটি - III, কলকাতার অনুকূলে জমা দিতে হবে।

অযৌক্তিক প্রমাণিত হলে, নিম্নস্বাক্ষরকারী যেকোনও বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও সময় নিলাম স্থগিত করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, বিক্রয়ের খরচ পরিশোধের পর জমাকৃত অর্থ, নিম্নস্বাক্ষরকারী উপযুক্ত মনে করলে, সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং খেলাপি ক্রেতা সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে বিক্রি করা অর্থের যে কোনও অংশের সমস্ত দাবি বাজেয়াপ্ত করবেন। নতুন বিক্রয় ঘোষণা জারি করার পরে সম্পত্তিটি পুনরায় বিক্রি করা হবে।

আগ্রহী ক্রেতারা সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য তনুশ্রী ঘোষ, অনুমোদিত কর্মকর্তা, মোবাইল নং ৯৮৯২৫ ৮৪৮৮৪, ই-মেইল ubin0554731@unionbankofindia.bank.in, শাখা ঠিকানা ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ২য় তল, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০১-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ২৩.০২.২০২৬ থেকে ২৭.০২.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ব্যাংক অফিসারের সাথে পূর্ব অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে সম্পত্তি পরিদর্শন করা যেতে পারে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় **১৯.০৩.২০২৬ তারিখে ১১টা থেকে ১টা** পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সময় ৩ মিনিট করে বাড়ানো হবে এবং বিডিং **''অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং''** এর মাধ্যমে মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লি. **https://drt.auctiontieer.net** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করা হবে, বিজনেস স্পেস, বি-৭০৫. ওয়াল স্ট্রিট II, ওরিয়েন্ট ক্লাবের বিপরীতে, গুজরাট কলেজের কাছে, এলিস ব্রিজ, আহমেদাবাদ - ৩৮০ ০০৬, গুজরাট, **যোগাযোগ ব্যক্তি শ্রী রাম শর্মা, মোবাইল নং ৮০০০০২৩২৯৭ ইমেল : ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net, হেল্প লাইন ০৭৯ ৬৮১৩ ৬৮৪২/৬৮৩৭ / ৬৮৭৫।**

উপরোক্ত নিলাম, বিক্রয় ঘোষণা, ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা ফর্ম এবং বিস্তারিত শর্তাবলী এবং বিডিং সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.drt.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

তনুশ্রী ঘোষ, অনুমোদিত কর্মকর্তা, মোবাইল নং. ৯৮৯২৫ ৮৪৮৮৪, ই-মেইল ubin0554731@unionbankofindia.bankin। শাখার ঠিকানা : ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ২য় তল, ৫৫/৫৮ এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ই-নিলাম সমন্বয়ের জন্য মনোনীত হয়েছে।
আমার স্বাক্ষর এবং ট্রাইব্যুনালের সীলমোহরে, এই তারিখে প্রদত্ত ২১.০১.২০২৬।

স্বা/- প্রদীপ কুমার মন্ডল
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩

সীমান্তবর্তী এলাকা শুকদেবপুরে কাঁটাতারের বেড়া না-থাকায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব

নিরাপত্তায় জেলা প্রশাসন ও বিএসএফের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ জুড়ে ভোট। তার আগেই মালদার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতার বিহীন শুকদেবপুর এলাকার গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে। শুকদেবপুর এলাকার বাসিন্দা জয় মণ্ডল, বিকাশ মন্ডলদের বক্তব্য, 'গত এক বছর ধরেই বাংলাদেশের ইউনূস সরকারের আমলে ফসল লুটতরাজ চলছে। এই এলাকার প্রায় এক কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতার নেই। আমরা চাই অবিলম্বেই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করা হোক। ইতিমধ্যে গ্রামবাসীরা প্রশাসনকে নিজেদের সীমান্তে থাকা জমি দেওয়ারও কথা জানিয়েছেন।'

এদিকে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় বিএসএফ কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার বিষয়ে একটি বৈঠক করেছেন। উল্লেখ্য, গত বছর জানুয়ারি মাস থেকেই কাঁটা তারে সীমানা দেওয়াকে ঘিরে শুরু হয় মালদার কালিয়াচক ৩ ব্লকের অন্তর্গত বৈষ্ণবনগর থানার শুকদেবপুর এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অশান্তি। কিন্তু আজ পর্যন্ত জমি জটের কারণে ওই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি বিএসএফ। আর তারই সুযোগে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের ফসল চুরির তাণ্ডব এখনও অব্যাহত রয়েছে বলে অভিযোগ। রাতের অন্ধকারে কার্যত মাঝেমধ্যেই বাংলাদেশের দুষ্কৃতীর ফসল লুটের কাণ্ড ঘটাচ্ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের ভোট রয়েছে। সেদিকেও লক্ষ্য রেখে উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কের মধ্যেই রয়েছে। বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের ফসল চুরির তাণ্ডব সংশ্লিষ্ট এলাকার কর্তব্যরত বিএসএফ জাওয়ানদের জানানোর পর তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছালেই তখন ওপারে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এভাবে কতদিন চলতে হবে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন শুকদেবপুর এলাকার সীমান্তবর্তী গ্রামের শতাধিক বাসিন্দারা। বিএসএফ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুকদেবপুর এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া নেই। মূলত সেখান দিয়েই ওপারে দুষ্কৃতীরা কখনও গরু পাচার করতে গ্রামে ঢুকছে। আবার কখনও বিঘার পর বিঘা জমির ফসল ও সবজি কেটে পালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে আবার বাংলাদেশের নির্বাচন। কিছুটা হলেও আতঙ্ক রয়েছে। ইতিমধ্যে বিএসএফের পক্ষ থেকেই খোলা সীমান্ত এলাকায় রাতের সার্চলাইট বসানোর কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু তারপরেও সবজি ও ফসল চুরির অভিযোগ উঠেছে। বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বিএসএফের টহল বেড়েছে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতেও বলে জানানো হয়েছে। পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'মালদার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় নানান গতিবিধি ওপরও বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে।'

বাংলাদেশে ভোট, কড়া নিরাপত্তা সীমান্ত শহরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট ও বনগাঁ: বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে ভোট। আর এই ভোট নিয়ে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়ে আছে বাংলাদেশের। তার কোন প্রভাব যাতে ভারতে না পড়ে সে কারণে তৎপর পুলিশ প্রশাসন ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানেরা। সীমান্ত শহর বসিরহাট ও বনগাঁ জুড়ে সারা রাত ধরে চলেছে তল্লাশি। সড়ক ও জলপথ মুড়ে ফেলা হয়েছে নিরাপত্তার চাদরে। হিঙ্গলগঞ্জের ইছামতি, কালিন্দী নদী-সহ সীমান্তের বিভিন্ন রাস্তায় নাকা চেকিং এবং টহলদারি শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি বসিরহাট, বনগাঁতেও সারারাত ধরে বিভিন্ন হোটেলে চেকিং-সহ রাস্তাতেও নাকা চেকিং করল পাশাপাশি কড়া নজরদারিতে রাখল প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে খবর জলে ও স্থলে ২ জায়গাতেই তারা নজরদারি চালাচ্ছে। যাতে ওপার বাংলার কোন অশান্তির আঁচ এপার বাংলায় পড়তে না পারে।

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : "বিড়লা বিল্ডিং", ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN : L34103WB1942PLC018967 টেলি: +৯১ ০৩৩ ২২৪২০৯৩২ ফ্যাক্স: +৯১ ০৩৩ ২২৪৮০০৫৫
ই-মেল : hmcosecy@hindmotor.com; ওয়েবসাইট: www.hindmotor.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকার অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় / অন্যান্য আয়	১১৬	৭২২	৬৩০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	৭	৪৪০	৪৮৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৭	৪৪০	৪৮৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৭	৪২৭	৩৩৪
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	১	৪১৫	৩৩১
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে পরিমাণ ব্যতীত)	১০৪৩৩	১০৪৩৩	১০৪৩৩
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতি শেয়ার) মৌলিক এবং মিশ্রিত :	০.০০	০.২০	০.১৬

দ্রষ্টব্য :
১. ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।
২. ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই -র ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindmotor.com -তে।

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(উত্তম বোস)
ডিরেক্টর

তারিখ : ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

সুনীতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭২
কর্পোরেট অফিস : ৩২৪এ, থার্ড ফ্লোর, আগরওয়াল প্লাজা, সেক.-১৪, রোহিনি, দিল্লি-১১০০৮৫
ওয়েবসাইট : www.sunitabonds.com, ই-মেল আইডি: sbhlplc@gmail.com
টেলি: +৯১-৯৩১৯১২৫১১৮, CIN: L65925WB1983PLC035697

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/১২/২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১/১২/২০২৫ তারিখে সমাপ্ত নয় মাসের বর্ষ থেকে তারিখ অর্থাঙ্ক (অনিরীক্ষিত)	৩১/১২/২০২৪ তারিখে সমাপ্ত পূর্ব বর্ষের অনুরূপ তিন মাস (অনিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকেঠ	২৫.৩৩	৬৩.৫৯	০.৪৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৩.১৯	২৫.৯৪	০.৪০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৩.১৯	২৫.৯৪	০.৪০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২.৩৬	১৯.২০	০.৩০
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	২.৩৬	১৯.২০	০.৩০
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬৯.৫০	২৬৯.৫০	৬৯.৫০
৭	সংরক্ষণ (পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মুল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :			
	১. মৌলিক	০.০৯	০৭১	০.০৪
	২. মিশ্রিত	০.০৯	০৭১	০.০৪

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট উপলব্ধ কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ (www.sunitabonds.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ- (www.cse-india.com) এবং (www.msei.in) -তে।
২. উপরোক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
৩. আর্থিক ফলাফল ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ড-এএস) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত হয়েছে যা আইএনডি-এএস বিধি (সংশোধিত) এর সাথে পঠিত।

সুনীতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড -এর ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
রোহিত মিত্তাল
(ডিরেক্টর)
DIN : 02527072

তারিখ: ১১.০২.২০২৬
স্থান : দিল্লি

ASHIANA HOUSING LIMITED

Regd. Off. : 5F Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata - 700071
Head off. : 304, Southern Park, Saket District Centre, Saket, New Delhi - 110017, Telephone number : 011-4265 4265
Official E-mail : investorrelations@ashianahousing.com, Website : www.ashianahousing.com
CIN : L70109WB1986PLC040864

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER, 2025

(Rs. in Lakhs except EPS)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter ended 31.12.2025 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2025 (Unaudited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 31.12.2025 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2025 (Unaudited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	35,320	11,978	79,698	48,206	37,335	13,993	85,225	55,745
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional And /Or Extraordinary Items)	7,660	2,015	13,543	3,352	7,604	1,996	13,024	3,119
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (After Exceptional And /Or Extraordinary Items)	7,660	1,514	13,543	2,852	7,604	1,496	13,024	2,619
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional And /Or Extraordinary Items)	5,691	1,104	10,188	1,843	5,665	1,089	9,691	1,824
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the Period (After Tax) and Other Comprehensive Income (After Tax)]	5,706	1,128	10,309	1,875	5,689	1,124	9,846	1,886
6	Equity Share Capital	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserves, Securities Premium Account & Capital Redemption Reserve)	68,853	59,076	68,853	60,052	68,324	58,944	68,324	59,986
8	Securities Premium Account	14,359	14,359	14,359	14,359	14,359	14,359	14,359	14,359
9	Net Worth	85,259	75,446	85,259	76,458	84,730	75,314	84,730	76,392
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	31,973	23,698	31,973	23,472	31,973	23,698	31,973	23,472
11	Debt Equity Ratio	0.38	0.34	0.38	0.34	0.38	0.34	0.38	0.34
12	Earnings Per Share (of Rs. 2/- Each) - Basic And Diluted	5.68	1.12	10.26	1.87	5.66	1.11	9.79	1.88
13	Debenture Redemption Reserve/ Capital Redemption Reserve*	37	37	37	37	37	37	37	37
14	Debt Service Coverage Ratio	3.17	1.25	3.06	1.16	3.15	1.24	2.98	1.13
15	Interest Service Coverage Ratio	3.25	2.04	3.10	1.48	3.23	2.03	3.02	1.44
16	Security Cover Available	3.75	4.04	3.75	4.01	3.92	4.24	3.92	4.21
17	Current Ratio	1.38	1.41	1.38	1.37	1.37	1.42	1.37	1.37
18	Long Term Debt to Working Capital Ratio	0.30	0.28	0.30	0.28	0.30	0.27	0.30	0.28
19	Bad Debts to Accounts Receivable Ratio	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Current Liability Ratio	0.89	0.89	0.89	0.90	0.88	0.87	0.88	0.88
21	Total Debts to Total Assets Ratio	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07
22	Debtors Turnover Ratio	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Inventory Turnover Ratio	0.22	0.09	0.22	0.16	0.23	0.11	0.23	0.19
24	Operating Margin (%)	31.33%	24.75%	25.09%	18.18%	29.49%	21.06%	22.85%	15.30%
25	Net Profit Margin (%)	16.11%	9.22%	12.78%	3.82%	15.17%	7.78%	11.37%	3.27%

Notes :
1) The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended on 31st December, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10th February 2026.
2) The above results are an extract of the detailed format of the Financial Results for the Quarter and Nine Months ended on 31st December, 2025 filed with stock exchanges pursuant to Regulation 33 & 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of both these results, standalone and consolidated, are available on the stock exchange website(s) NSE **www.nseindia.com**, for BSE at **www.bseindia.com** and on Company's website **www.ashianahousing.com**
3) All the line items referred in Regulation 52(4) and Regulation 54(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been reproduced here.
4) These results have been prepared in accordance with IND AS as prescribed under Companies Act, 2013.
* The requirement for creating Debenture Redemption Reserve is not applicable on the company as per MCA notification number G.S.R. 574 (E) dated 16th August 2019. Further, Capital Redemption Reserve is not applicable on the company for the quarter and nine months ended on 31st December 2025.
The Company has not issued any preference shares.

Ashiana Housing Limited
Sd/-
Varun Gupta
(Wholetime Director)

Place : New Delhi
Date : 10th February, 2026

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L01113WB1990PLC050020
রেজিঃ এবং কর্পো. অফিস: "ইকোস্টেশন", ব্লক বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫, সুইট নং ৫০৪ সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১ ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫ / +৯১ ৮৪২০০ ৪৭৮০১
ই-মেল : calcutta@acknitindia.com, ওয়েবসাইট : www.acknitindia.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ
(লক্ষ টাকায় (ইপিএস ব্যতীত))

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪
মোট আয় কার্যাদি থেকে	৫১৪৯.৭৫	১৭৩৫৪.৭৭	৫৫২৭.৮৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পূর্ব)	১৮৯.৬৪	৬১০.৩৬	২২৫.২৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী)	১৪৫.৫৫	৪৫৬.৯৭	১৭৭.২৬
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	১৪৫.৫৫	৪৫৬.৯৭	১৭৭.২৬
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০৪.০০	৩০৪.০০	৩০৪.০০
পূর্ববর্তী বর্ষের ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)			
মৌলিক :	৪.৭৯	১৫.০৩	৫.৮৩
মিশ্রিত :	৪.৭৯	১৫.০৩	৫.৮৩

দ্রষ্টব্যঃ-
১. উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.acknitindia.com)-তে পাওয়া যাবে।
২. উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ১১.০২.২০২৬ তারিখের সভায় অনুমোদিত।
৩. পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলিকে পুনর্সজ্জিত এবং পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে চলতি সময়কালে।
৪. আর্থিক ফলাফল এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের স্বাধীন নিরীক্ষক প্রতিবেদন বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (https://www.acknitindia.com/i/financial-information)-এ পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
শ্রী কৃষাণ সরাফ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00128999

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১.০২.২০২৬

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: কাঙ্কারিয়া এস্তা, ৫ম ফ্লোর, ৬, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১,
ফোন নং. ২২৮৮-০০৬৪, **ইমেল:** info@ludlowjute.com, **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com
কর্পোরেট আইডেনটিটি নাম্বার (CIN) L65993WB1979PLC032394

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ
প্রতি শেয়ার ডেটা ব্যতীত টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৩৫৯৫	১৩৫৫৯	৫২৪৫	৩৮৪৬৭	২০৬৪৪	৩০১৬৬
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	৪২৩	৯১৫	(৩৫৫)	১৯৬৯	(১৭৫২)	(১৪১২)
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমীএবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৪২৩	৯১৫	(৩৫৫)	১৯৬৯	(১৭৫২)	(১৪১২)
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমীএবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৩৪৩	৬৮৬	(২৬০)	১৪৭৮	(১৩০৯)	(১০৫৭)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় পরবর্তী সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) অন্তর্গত)	৩৫০	৭৪৪	(২৫১)	১৬০১	(১১৯৬)	২৬২
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- প্রতিটি)	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০
৭.	মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত, বিগত বর্ষের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে উল্লিখিত মতো)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৫৬৯৬
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ১০/-প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	(ক) মূল	৩.১৮	৬.৩৫	(২.৪১)	১৩.৬৯	(১২.১৫)	(৯.৭৯)
	(খ) মিশ্রিত	৩.১৮	৬.৩৫	(২.৪১)	১৩.৬৯	(১২.১৫)	(৯.৭৯)

দ্রষ্টব্য :
১. ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরিক্ষীত এবং কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের স্ব স্ব সভায় এবং এটির সীমায়িত পুনরীক্ষণ, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ দ্বারা সম্পাদিত।
২. উপরেরটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ, যা বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা হয়েছে, রেগুলেশন ৩৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র অন্যান্য প্রযোজ্য বন্দোবস্তাদির অধীনে। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.ludlowjute.com) এ পাওয়া যাবে।
৩. বিগত সময়কালের রাশিসমূহ, যেখানে প্রয়োজন সেখানেই পুনর্শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
আশিস চন্দ্রকান্ত আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN-10198821

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১.০২.২০২৬

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার হাওড়া (১০২৬৩)

২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল : sbi.10263@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ [রুল-৮(১)]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাদের অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাদের নামে উল্লিখিত তারিখের বিরুদ্ধে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে, উক্ত বিধিমালার নিয়ম ৮ এর সাথে পঠিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণদের বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া চার্জ প্রযোজ্য হবে, যার পরিমাণ এবং সুদের জন্য।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা লোন অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি শীলা সিং,** স্বামী সুশীল কুমার সিং, নিবাস : ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থতল, ১-২/২, দশরথ ঘোষ লেন, থানা ব্যাঁটরা,হাওড়া- ৭১১১০৬। **লোন অ্যাকাউন্ট নং : ৪২১২৯১০৯৭২৭(এইচবিএল) এবং ৪২১৪১৬২৪৯৮১ (সুরক্ষা)। শাখার নাম : আরএসিপিসি হাওড়া।**	**(জমি এবং ভবনের বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মকারারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ১১ ছটাক ৩৫ বর্গফুট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ হাওড়া পৌর নিগম এর ওয়ার্ড নং ৯ অধীন, প্রেমিসেস নং ২ দশরথ ঘোষ লেন, থানা ব্যাঁটরা, জেলা -হাওড়া ৭১১১০১ এবং সকল অংশ মকারারি মৌরশি বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা ১২ ছটাক ৩০ বর্গফুট এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ হাওড়া পৌর নিগমের ওয়ার্ড নং ৯ অধীন। প্রেমিসেস নং ১, দশরথ ঘোষ লেন, থানা ব্যাঁটরা, জেলা হাওড়া ৭১১১০১, সংযুক্তির পর উক্ত সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক ৬ কাঠা ৮ ছটাক ২০ বর্গফুট আনুমানিক কমবেশি জমি এবং এক একক হোল্ডিং অন্তর্ভুক্ত নতুন নির্মিত বহুতল ভবন তদস্থিত এবং সংযুক্তির পর উক্ত সম্পত্তি পরিচিত প্রেমিসেস নং ১-২/২ দশরথ ঘোষ লেন, ওয়ার্ড নং ৯, থানা ব্যাঁটরা, জেলা হাওড়া ৭১১১০৬, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দিলীপ কুমার এবং অন্যান্যর সম্পত্তি। দক্ষিণে : সীমা পাঁচিল এবং জয়দেব কুমার এর সম্পত্তি। পূর্বে : দশরথ ঘোষ লেন। পশ্চিমে প্রেমিসেস নং ৩ দশরথ ঘোষ লেন। **(ফ্ল্যাটের বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ সাজানো ফ্ল্যাট (টাইলস মেঝে লিফট সহ ফ্ল্যাট নং ৩০৩, পরিমাপ আনুমানিক ৮৬১, বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ অবস্থিত চতুর্থতলে, বহুতল ভবনে , দুই বেড রুম, কিচেন এবং ডাইনিং তথা লিভিং রুম, দুই টয়লেট, ব্যালকনি, যথাযথ ভাগ অংশ সম্পত্তির অবস্থিত হাওড়া পৌর নিগম অধীন প্রেমিসেস নং ১-২/২,দশরথ ঘোষ লেন, ওয়ার্ড নং ৯, থানা ব্যাঁটরা, জেলা হাওড়া ৭১১১০৬, জেলা এবং অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার-হাওড়া অধিক্ষেত্রে, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৩০২। দক্ষিণে : খোলা জায়গা। পূর্বে : খোলা জায়গা। পশ্চিমে : লিফট এবং সিঁড়ি। **সম্পত্তি শীলা সিং এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০২০৮৯৯৪-২০২৩ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০৫০২-২০২৩, পৃষ্ঠা ২৮৫৪১৯ থেকে ২৮৫৪৫০, এডিএসআর অফিস-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	১) ১০.১১.২০২৫ ২) ০৯.০২.২০২৬ ৩) ২৪,০৬,৯১৩.০০ টাকা **(চব্বিশ লাখ ছয় হাজার নশো তেরো টাকা) টাকা ১০.১১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ
২.	**ঋণগ্রহীতা : মল্লিকা বেরা,** নিবাস : মৌজা : বারুইপুর, জেএল নং ৩১, আরএস দাগ নং ৮৪৭৬, আরএস খতিয়ান নং ৮৫৪৯, মাদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা বারুইপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৬১০। **লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪৩২০০৫৭২২৩৩ (এইচবিএল) এবং ৪৩২০০৬১২০৫৩ (সুরক্ষা) । শাখার নাম : আরএসিপিসি হাওড়া।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ ৪ শতক (৪ডেসিমেল) তদস্থিত দোতলা পাকা ভবন একতলায় কমবেশি ৫৫০ বর্গফুট এবং দোতলায় অস্থায়ী নির্মাণ কমবেশি ৪৯০ বর্গফুট (সংশ্লিষ্ট তলে ২ বেড রুম, ১ বারান্দা, ১ টয়লেট এবং ১ কিচেন তথা ডাইনিং) সিমেন্টের মেঝে অবস্থিত মৌজা বারুইপুর, জেএল নং ৩১, আরএস দাগ নং ৮৪৭৬, আরএস খতিয়ান নং ৮৫৪৯, মাদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা বারুইপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৬১০, পরিষেবা সকল সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে ৮ ফুট চওনা রোড। পূর্বে : গোপী মন্ডলের জমি। দক্ষিণে : মালিকের জমি। পশ্চিমে : হারান চন্দ্র মন্ডলের জমি। **সম্পত্তি শ্রীমতি মল্লিকা বেরা এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০২০৯৫৬৪- ২০২৪ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০২-২০২৪, পৃষ্ঠা ৫৬২৭৮৭ থেকে ৫৬২৮০৭, রেজিস্টার্ড অফিস এ আর এ -২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।	১) ১০.১১.২০২৫ ২) ০৯.০২.২০২৬ ৩) ২৭,২৮,২০৯.০০ টাকা **(সাতাশ লাখ আঠাশ হাজার দুশো নয় টাকা) টাকা ১০.১১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এই নোটিশ না পেয়ে থাকলে, এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে মান্য করতে হবে।

তারিখ - ০৯.০২.২০২৬
স্থান - হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি, হাওড়া

লোকসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিসে ভুল!

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি: লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিস জমা পড়েছিল মঙ্গলবার। কিন্তু বিরোধী দলগুলির তরফে জমা দেওয়া ওই নোটিসে তার জায়গায় ভুল তারিখ লেখা ছিল বলে সূত্র খবর ওই সূত্রের দাবি, স্পিকার ওই 'ভুল' নোটিস সংশোধন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন লোকসভার সচিবালয়কে। যদিও এই বিষয়ে কোনও পক্ষই আনুষ্ঠানিক ভাবে মুখ খোলেনি। মঙ্গলবার দুপুরে লোকসভার সচিবালয়ে স্পিকারের বিরুদ্ধে সংবিধানের ৯৪(সি) ধারায় নোটিস জমা দেন কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক কে সুরেশ। সঙ্গে ছিলেন লোকসভায় কংগ্রেসের সহকারী দলনেতা গৌরব গগৈ এবং মহম্মদ জাভেদ। ছিলেন সমাজবাদী পার্টি (এসপি), ডিএমকের প্রতিনিধিরাও। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে ১১৮ জন বিরোধী সাংসদের স্বাক্ষর সংবলিত যে নোটিস লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেল উৎপলকুমার সিংহের কাছে জমা পড়েছিল, তাতে দুটি জায়গায় ভুল তারিখ লেখা ছিল। লোকসভার একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে এক সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থা প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী ওই নোটিস খারিজ হয়ে যাওয়ার কথা। সূত্র উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে এ-ও বলা হয়েছে যে, লোকসভা অধ্যক্ষ সচিবালয়কে ওই ভুল তারিখ সংবলিত নোটিস সংশোধন করা এবং তার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন তিনি। ওই প্রতিবেদনে অবশ্য বলা হয়েছে, মঙ্গলবার রাতের দিকে আগের নোটিসটি প্রত্যাহার করে নিয়ে নতুন নোটিস জমা দেন বিরোধীরা। একটি সূত্রের দাবি, নিয়ম অনুযায়ী নতুন নোটিসটিও খতিয়ে দেখবে লোকসভার সচিবালয়। ৯ মার্চ লোকসভায় দ্বিতীয় দফার বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার পর অনাস্থা নোটিসের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সংসদীয় প্রথা মেনে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না-হওয়া পর্যন্ত সভা পরিচালনা করবেন না স্পিকার।

আপাতত স্থিতিশীল পাওয়ার: পুনে, ১১ ফেব্রুয়ারি: বুকে সংক্রমণ নিয়ে সম্প্রতি এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পাওয়ারকে পুনের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। বুধবার চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন তিনি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ছাড়া পেতে পারেন বলে জানা গেছে হাসপাতাল সূত্রে। বেশ কয়েকদিন ধরেই এনসিপি প্রধান জ্বর ও সর্দি-কাশিতে ভুগছিলেন। এর সঙ্গে শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তাঁর। অবস্থার অবনতি হওয়ায় গত সোমবার তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work :- Six (6) Nos. of Installation of High Mast Light in different places under **MPLAD Funds** within Ghatal Municipality. **NIT no. WBMAD/GHATAL/NIT-19e/2025-26, Dated: 11/02/2026, Tender ID : 2026_MAD_1004333_1 to 6.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**

Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITI
NOTICE INVITING E-TENDER
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-10/25-26 2nd Call, Memo No-122, Date- 10/02/2026
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-17/25-26, Memo No-123, Date- 10/02/2026

Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date-**10.02.2026 (NIT-10), 11.02.2026 (NIT-17).** Bid Submission end Date-**18.02.2026 (NIT-10), 17.02.2026 (NIT-17).** Bid Opening Date-**20.02.2026 (NIT-10), 19.02.2026 (NIT-17).** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samiti
Daspur :: Paschim Medinipur

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- ডব্লু_এলএলএইচ_৩০ ২০২৫-২৬, তারিখ: ০৪.০২.২০২৬। ডেপুটি সি.এম.ই/ইলেক্ট, সি আন্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য কারিগরী ক্ষমতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন: **কাজের নামঃ** লিলুয়া-সিঙ্গুরস্থ বিল্ডিং (বাহিরের দিকের এরিয়া) এবং রেলওয়ে হাসপাতালের দেওয়াল বরাবর পৃথক কেবল ট্রে ব্যবস্থার মাধ্যমে কেবলের পৃথকীকরণ এবং কভারিং। **কাজের আনুমানিক ব্যয়:** ৩৫,৪৭,২৭১.৮৮ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৭১,০০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। ওয়েবসাইটে যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে: **www.ireps.gov.in**

MISC-395/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

K(23-25) অ্যাসোসিয়েশন অফ এপার্টমেন্ট ওনার্স

K(23-25) অ্যাসোসিয়েশন অফ এপার্টমেন্ট ওনার্স আপনাদের জানাচ্ছে যে আগামী ৮-মার্চ-২০২৬, সকাল ১১ ঘটিকায় আমরা আমাদের বিল্ডিং রিপেয়ারের জন্য কোটেশন খুলবো। আপনারা যারা কোটেশন দিতে আগ্রহী, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন।

K(23-25) অ্যাসোসিয়েশন কমিটি,
8617304078,
সুখবৃষ্টি, শাপুরজি,
কোলকাতা-৭০০১৩৫

e-Tender Notice

Tender Notice Invited By The Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, Krishnagar, Nadia. Pin. 741101. Nit No. WB/NAD/KGR-1/DGP/NIT-30/25-26 under 15th FC Fund 2025-26 (Tied Grant), Memo No. 35/DEY/2026, Date - 11/02/2026. Last date of submission bid 19/02/2026 at 6.50 P.M. Technical Bid Opening Date 21/02/2026 at 11.00 A.M. More details please visit **https//wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

Kautala Gram Panchayat
Vill – Rajuakhaki ,P.O Pakurtala , P.S – Raidighi, Dist.– South 24 Parganas

On behalf of Kautala Gram Panchayat under Mathurapur II Block of South 24 Parganas district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No. 69/KGP/APAS/2026 Dated 12/02/2026** within the GP area. For more details visit to our GP office Notice Board or visit **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/- Pradhan,
Kautala G.P.

BOARD OF COUNCILLORS OF RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia

Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting tender for various jobs at various wards under APAS & Dev scheme within Raghunathpur Municipality.

Sl.	Particulars	Date	Time
1.	Date and Time of Publication	12.02.2026	10.30 A.M. onwards
2.	Bid Submission Start Date & Time	12.02.2026	11.00 A.M. onwards
3.	Bid Submission Close date & Time	18.02.2026	18.55 Hrs.. onwards
4.	Opening Date	21.02.2026	11.00 P.M. onwards

TENDER IDS :-	
2026_MAD_1003631_1	2026_MAD_5011712_1

For more details Please log on to **www.wbtenders.gov.in** and **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**

Sd/- Chairman
Raghunathpur Municipality.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

N.I.E. ET. No. 108, 126, 118, 102, 113/PW/Eng/APAS/25 Dt. 20-11-25, 28-11-25, 27-11-25, 18-11-25, 24-11-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Drain in Ward No. – 15 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".

Tender reference: 315/BM/2025-26/APAS, Date: 11.02.2026

1. Last date and time of receiving application for tender documents- **18.02.2026 Up to 12-00 PM.** 2. Last date and time of purchasing for tender documents-**19.02.2026 Up to 02-00 PM.** 3. Date, time and place for dropping of tender documents- **21.02.2026 Up to 12-00 PM.** 4. Date, time and place for Opening of tender document- **21.02.2026 Up to 01-00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

OFFICE OF THE PATIKABARI GRAM PANCHAYAT
P.O : PATIKABARI, NOWDA BLOCK MURSHIDABAD WEST BENGAL-742121

The undersigned is hereby published the e-Tender vide No. **14/ PGP/15th FC/ 2025-26 (Tender ID: 2026_ZPHD_1003273_1 to 4)** for Construction of Construction of solar Water Treatment plant & Cover Drain under this G.P. Bid submission start date (online) **11/02/2026 from 10-00 a.m** Bid submission closing date (online) **17/02/2026 upto 3-55 p.m** Details of NIT & Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**

Sd/- Prodhan
Patikabari Gram Panchayat
Nowda, Murshidabad

TENDER NOTICE

Percentage rate Tender invited vide Niet No 08 of 2025-2026 (CFC-Untied) (2nd Call) vide Memo No. 411/C.F.C/KGP/2026, Dated: 11/02/2026. Last Date of Application **20/02/2026 at upto 06.00 PM** and Niet No. -09 of 2025-2026 (15th CFC-Untied) vide Memo No. 412/C.F.C/KGP/2026, Dated: 11/02/2026, Last Date of Application **21/02/2026 at upto 02.00 PM.** by The Pradhan, Kashipur Gram Panchayet. Interested contractors may visit Notice Board and of Kashipur Gram Panchayet under Beldanga-II Dev Block. Murshidabad.

Sd/- Prodhan
Kashipur G.P

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 3645, Dt. 10/02/2026** for Improvement of Road & Drain in Different Area under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_1003509_1 to 8,** Last Date of Bid Submission **24/02/2026 at 11.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E- TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/2073/25-26 Dated 03.02.2026	Supplying and delivery of 30 watt LED street lights for replacement of defective 25 W LED street light fittings at various wards under Rajpur Sonarpur Municipality.	624 pcs

Bid Submission end date is being extended from: **11.02.2026 at 11-00 hrs** to **16.02.2026 at 01-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman,, Rajpur-Sonarpur Municipality

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

The Sr. Superintending Engineer, South- Western Circle, P.W.Dte., Midnapore invites online e-tender for the work "Construction of busbay at Midnapore Fire Station near Sports Complex with side drain and other allied works under Midnapur Division, P.W.Dte. in the District of Paschim Medinipur during the year 2025-2026." Estimated Amount: Rs. 1,15,52,292.00. **NIeT No. 18 of 2025-2026. Tender ID 2026_WBPWD_ 1003527_1.** Bid submission start date (online) : 13.02.2026 from 10.00 Hours. Bid Submission closing date (online) : **06.03.2026 at 15.00 Hours.**

Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeT and Tender documents may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Tarun Kr. Chakraborty,
Sr. Superintending Engineer,
South-Western Circle, P.W.Dte.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER 4th Call

N.I.E. ET. 74, 69, 79, 70/PW/ Eng/APAS/25 Dt. 17-10-25, 14-10-25, 04-11-25 & ET. 63, 60, 59/PW/Eng/APAS/25 Dt. 12-09-25 & 20-09-25 (5th Call)

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 58/25-26/FCXV/T Dated 11.02.2026.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **28.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in.** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 57/25-26/BEUP/T Dated 11.02.2026.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **21.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in.** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

কলকাতাস্থ সিটি সিভিল কোর্টে মহামান্য ৩য় বেঞ্চ সমীপে

টাইটেল স্যুট নং ২২২১-২০১১ সালের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কর্পোরেট বডি গঠিত স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আইন, ১৯৫৫ অনুযায়ী, স্থানীয় হেড অফিস সমৃদ্ধি ভবন, ১- স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১ এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালিত বড় বাজার শাখা, ১৯৫-মহাত্মা গান্ধি রোড, থানা বড়বাজার, কলকাতা-৭০০০০৭ থেকে এবং হিসাব নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, ৯বি, এসপ্ল্যানেড রো, (পূর্ব), থানা হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৬৯ অফিসে।

---আবেদনকারী

বনাম

শ্রী কিশান মিশ্র, মেসার্স শ্রী মুস্কান শাড়ি নামে ব্যবসা পরিচালনা করেন সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ২৯-শিবতলা স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে।

---বিবাদী

প্রতি
১. শ্রী কিশান মিশ্র,
মেসার্স শ্রী মুস্কান শাড়ি,
২৯-শিবতলা স্ট্রিট, ২য় তল,
কলকাতা- ৭০০০০১।

অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে, আবেদনকারী ৪,৬২,৩৩৪.০০ টাকা আদায়ের ডিক্রি পাওয়ার লক্ষ্যে আপনার বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেছেন এবং আপনামেক এতদ্বারা স্বয়ং বা যথাযথভাবে নির্দেশিত মতে যাতে সংশ্লিষ্ট মামলা বিষয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম বা এমন ব্যক্তি যিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম **১৮ মার্চ ২০২৬ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায়** হাজির হতে সমন জারি করা হচ্ছে এবং দাবি বিষয়ে উত্তরদান, এবং আপনাকে আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনার সমর্থনে এক লিখিত বিবৃতি পেশ করতে এবং আপনার স্বপক্ষ সমর্থনের নথিতথ্য আপনার অধিকারে থাকা এবং সমর্থনকারী প্রমাণপত্র বা বিরুদ্ধ দাবির পক্ষে নথি সংশ্লিষ্ট লিখিত বিবৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে।

অবহিত হোন সংশ্লিষ্ট আদালত সমীপে উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে হাজির হতে ব্যর্থ হলে মামলা আপনার অনুপস্থিতিতেই শুনানি হবে এবং একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

তারিখ : ১০.০২.২০২৬ **স্বা/-**
চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার
সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/89/2019, **06.01.2026**

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স স্টার ফার্টিলাইজার এবং অন্যান্য

প্রতি

(সিডি ১) মেসার্স স্টার ফার্টিলাইজার এবং অন্যান্য স্বত্বাধিকারী ব্যবসা রবিউল শেখের, নবাবহাট, পো রাজবাটী, জেলা বর্ধমান, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ -৭১৩১০৪

(সিডি ২) রবিউল শেখ পিতা সহর আলি শেখ, স্বত্বাধিকারী মেসার্স স্টার ফার্টিলাইজার, নবাবহাট, পো রাজবাটী বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১০৪

(সিডি ৩) হাসনাবানু বেগম, স্বামী রবিউল শেখ, নবাবহাট, পো রাজবাটী, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১০৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/1301/2010** অনুযায়ী পরিমাণ **১২৮১৪৪১.০০ টাকা (বারো লাখ একাশি হাজার চারশ একচল্লিশ টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১২.৭৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১১.০৮.২০১০** থেকে সমুদয় শুল্ক **২০০০৫ টাকা (কুড়ি হাজার পাঁচ টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/ সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১২.০২.২০২৬** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :

ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য

খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ০৬.০১.২০২৬

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ২
কলকাতা

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -

WBMAD/UM/928/e-Tender/2025-26 Dated: 09.02.2026
WBMAD/UM/929/e-Tender/2025-26 Dated: 09.02.2026
WBMAD/UM/930/e-Tender/2025-26 Dated: 09.02.2026
WBMAD/UM/931/e-Tender/2025-26 Dated: 09.02.2026
WBMAD/UM/932/e-Tender/2025-26 Dated: 09.02.2026

(Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality. Details are available in the www.wbtender.gov.in

Sd/- Executive Officer, Uluberia Municipality

প্রাপ্তি ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)

রেজিস্টার্ড অফিস : পারধান-গার্মেন্টস পার্ক, এসডিএফ-৪, ৫তল, ১৯ ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা- ৭০০০১৫

লিকুইডেটর : পার্থ কমল সেন

আইবিবিআই ঠিকানা : ফ্ল্যাট ৮সি১, ব্লক টাওয়ার, হাইল্যান্ড পার্ক, ১৯২৫, চক গড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৪
ইমেল আইডি : partha_kamal@yahoo.com, praptifashions.ibc@gmail.com যোগাযোগ নং + ৯১ ৯৮৩০২৬৩৩৫২

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদের ই-নিলাম বিক্রি
স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে সম্পদের বিক্রয়ের জন্য ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সময় : দুপর ৩টে থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ)
নিলাম প্ল্যাটফর্মের প্রাক যোগ্যতার নথি পূরণের শেষ তারিখ : **১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।**

ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটরের দেউলিয়া এস্টেটের অংশ হিসেবে উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১৩.১২.২০২৪ অনুযায়ী বিক্রি করা হবে।বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নেস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাট ফর্ম https://ibbi.baanknet.com/eauction- ibbi/home মাধ্যমে।

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি	বর্ধিতকরণ মূল্য
ব্লক এ			
প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি এবং অফিস সরঞ্জাম অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সিউইং মেশিন, পেস্টিং মেশিন, স্টিম আয়রন, ইনস্পেকশন টেবল, স্পেয়ার মোটর (পাম্প), ভ্যালর্যাক সার্ভার, ম্যানেকুইন, এলইডি টিভি,কম্পিউটার, ডাকটিং এসি, সপ্লিট এসি, সিলিং ফ্যান, ফটোকপিয়ার, প্যানাসনিক রেফ্রিজারেটর, এগজিকিউটিভ চেয়ার, চেয়ার- কম্পিউটার, মিটিং চেয়ার,কনফারেন্স টেবল, কাউন্টার টেবল, অফিস টেবল,রিসেপশন কাউন্টার, সোফা (৩ সিটার), ইত্যাদি অবস্থিত পরিধান- গার্মেন্টস পার্ক, এসডিএফ-৪, ৫মতল, ১৯ ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা- ৭০০০১৫ (অ্যাসেট নং ৩৫২১)।	৪,২৯,০০০ টাকা (চার লাখ উনত্রিশ হাজার টাকা)।	২১,৪৫০ টাকা	১৫,০০০ টাকা
ব্লক বি			
অডি কার (এ৬ ৩৫ টিডিআই) পার্ক করা আছে জার্মান অ্যাপেক্স ওয়ার্কশপ, আজাদ নগর, মাজারহাটি নারায়ণপুর রেকজোয়ানি, কলকাতা- ৭০০১৩৫ (অ্যাসেট নং ৩৫২৩) বিক্রি।	৪,২৭,০০০ টাকা (চার লাখ সাতাশ হাজার টাকা)	২১,৩৫০ টাকা	১,০০০ টাকা
ব্লক সি			
মারুতি ওমনি ভ্যান (বিএস ৪ পেট্রল) পার্ক করা রয়েছে পরিধান- গার্মেন্টস পার্ক, ১৯ ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ (অ্যাসেট নং ৩৫২২) বিক্রি।	২২,০০০ টাকা (বাইশ হাজার টাকা)	১,১০০ টাকা	৫০০ টাকা
ব্লক ডি			
তৈরি বস্ত্র, কাপড়ের বেল এবং র‍্যাক রাখা রয়েছে অবস্থিত পরিধান- গার্মেন্টস পার্ক, এসডিএফ- ৪, ৫মতল, ১৯ ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ (অ্যাসেট নং ৩৫২৪) বিক্রি।	৪৯,৮৮,০০০ টাকা (উনপঞ্চাশ লাখ অষ্টাশি হাজার টাকা)	২,৪৯,৪০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা

দ্রষ্টব্য- আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) নিয়ন্ত্রণ, ২০১৬ এর ৩২(এ) ধারা অনুসারে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পত্তির স্বতন্ত্র ভিত্তিতে বিক্রয় সম্পর্কে স্পষ্টীকরণের জন্য দয়া করে EAUCTION/2026/01 নম্বরের ই-নিলাম নং দেখুন।

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাবলী নিম্নরূপ :

১. ই-নিলাম "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" পরিচালিত হবে কারণ এই বিক্রয় কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই আইবিবিআই ই-নিলাম পোর্টালে অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে https//ibbi.baanknet.com/ eauction-ibbi/home ঠিকানায় BAANKNET দ্বারা পরিচালিত হয়।

২. সমস্ত আবেদনকারীকে ইএমডি জমা দেওয়ার এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে উল্লিখিত শর্তাবলী উল্লেখ করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। লিকুইডেটরের সাথে praptifashions.ibc@gmail.com, মোবাইল নং ৯৮৩০২৬৩৩৫২ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

৩. এতদ্বারা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে সম্ভাব্য দরদাতারা উপরে উল্লিখিত সম্পদের যেকোনো ব্লকে অথবা সম্পদের ব্লকের সমন্বয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে, প্রতিটি সম্পদের ব্লকের জন্য দর মূল্য নির্দেশিত হতে হবে। শর্তাবলী ই-নিলাম নথিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. সম্ভাব্য দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, সম্পদের মালিকানা, স্থানীয় করের বকেয়া, বিদ্যুৎ ও পানির চার্জ, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করতে হবে এবং তাদের নিজস্ব খরচে সম্পত্তি পরিদর্শন করতে হবে এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে।

৫. সম্ভাব্য দরদাতাদের দায়িত্ব হবে দরপত্র জমা দেওয়ার আগে তাদের নিজস্ব খরচে সম্পত্তি পরিদর্শন করা এবং সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সম্ভাব্য দরদাতারা পূর্বে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে উল্লেখিত স্থানে পরিদর্শন করতে পারবেন; লিকুইডেটর শ্রী পার্থ কমল সেনের সাথে যোগাযোগ করে।

৬. সর্বোচ্চ দরদাতার সনাক্তকরণ একজন সফল দরদাতার মর্যাদা নিশ্চিত করে না। লিকুইডেটর, স্টেকহোল্ডারস কনসালটেশন কমিটি (SCC) এর সাথে পরামর্শ করে, সফল দরদাতা ঘোষণা করার একমাত্র কর্তৃত্ব বজায় রাখে। লিকুইডেটর এবং SCC যেকোন একক ব্লককে অগ্রাধিকার দেওয়ার এবং অন্যান্য দর বাতিল করার বা অন্যথায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে, তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সমস্ত দরদাতাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

৭. সম্ভাব্য দরদাতাদের একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে, দেউলিয়া ও দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ২৯এ এর অধীনে প্রযোজ্য পরিমাণে তারা কোনও অযোগ্যতার শিকার নন এবং যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৮. এসসিসির সাথে পরামর্শ করে দরদাতার ঘোষণার পর, লিকুইডেটর সফল দরদাতাকে একটি ইচ্ছাপত্র (এলওআই) জারি করবেন এবং অবশিষ্ট অর্থের বিবেচনা চাইবেন। (ই-নিলাম নথিতে উল্লিখিত বিস্তারিত শর্তাবলী বিবেচনা করে)। প্রাথমিক ইএমডি এবং আরও ইএমডি হিসাবে জমা করা পরিমাণ চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং সফল দরদাতাকে অবশিষ্ট অর্থের বিক্রয় মূল্যের একটি সমন্বয়কৃত পরিমাণ প্রদান করতে হবে। ই-নিলাম নথিতে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে সফল দরদাতা কর্তৃক অবশিষ্ট অর্থ জমা না করলে সফল দরদাতা কর্তৃক জমা করা সম্পূর্ণ পরিমাণ (ইএমডি+ অন্য কোনও পরিমাণ) বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৯. বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর সফল দরদাতাকে তার স্থান থেকে সম্পদ অপসারণের জন্য ৩ দিন সময় দেওয়া হবে।

১০. ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, বিকাল ৫টা বা তার আগে নিলাম নথিতে নির্ধারিত ফর্ম্যাটে নিলাম পোর্টালে নথি জমা দিতে হবে। সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়ার বিস্তারিত শর্তাবলী সহ দরপত্র ফর্ম https//ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

১১. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং/অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরদাতাকে গ্রহণ না করার এবং/অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

১২. দরদাতা বাঙ্ক নেট প্ল্যাটফর্ম https//ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home-এ নিলাম এবং নিবন্ধন নির্দেশিকা পড়তে পারেন। আগ্রহী দরদাতাদের ওয়ালেটের মাধ্যমে বাঙ্ক নেটে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে।

১৩. BAANK NET-এর পক্ষ থেকে কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা সিস্টেমের সমস্যার ক্ষেত্রে, লিকুইডেটর দায়ী থাকবে না। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে। তবে, কোনও জিজ্ঞাসা বা সহায়তার ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে নিলাম নথির আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে নির্ধারিত নিলামের ২৪ ঘন্টার মধ্যে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

১৪. ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী নির্ধারিত সময়ে নিলাম পরিচালনা করবে। ই-নিলামের তারিখ ও সময় ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ সহ)।

লিকুইডেটর
শ্রী পার্থ কমল সেন
প্রাপ্তি ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেড
স্থান : কলকাতা **রেজিস্ট্রেশন নম্বর IBBI/IPA-002/IP-N00022/2016-17/10049**
তারিখ : ১২/০২/২০২৬ **ই-মেইল : praptifashions.ibc@gmail.com যোগাযোগ নম্বর +৯১৯৮৩০২৬৩৩৫২**

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.
NOTICE INVITING TENDER

Tender is invited through online only from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) for 7 (seven) nos. of work. **Tender Notice No.: JGP/119/MPLAD/ 2026 Dated: 11/02/2026.** Bid submission end date: **26/02/2026.** Bid submission start date: **11/02/2026.** Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
Jetia Gram Panchayet

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER 5th Call

N.I.E. ET. No. 46/WS/Eng/ APAS/25 Dt. 15-09-25 & ET. 49/WS/Eng/APAS/25 Dt. 19-09-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Notice Inviting Corrigendum

The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites Corrigendum **Ref. e-NIT- BHATAR BDO & PS/32/2025-26, Dated- 19/01/2026.** Last Date of Bid Submission : **16/02/2026, 14.00 P.M.,** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

e-Tender Notice

Tender Notice Invited By The Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, Krishnagar, Nadia. Pin. 741101. Nit No. WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-27/25-26 under 15th FC Fund 2025-26 (Untied Grant) 3rd Call, Memo No. 32/DEY/2026, & Nit No. WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-28/25-26 under 15th FC Fund 2025-26 (Tied Grant) 3rd Call, Memo No. 33/DEY/2026 & Nit No. WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-29/25-26 under 15th FC Fund 2025-26 (Tied Grant) 2nd Call,Memo No. 34/DEY/2026 & Nit No. WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-31/25-26 under 15th FC Fund 2025-26 (Untied Grant) Memo No. 36/DEY/2026, Date- 11/02/2026. Last date of submission bid 19/02/2026 at 6.50 P.M. Technical Bid Opening Date 21/02/2026 at 11.00 P.M. more details please visit **https//wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road from House No A1/1 to Sanchita Nibas at Taramaa Nagar Main Road and at Opposite side of Gosainagar Water Tank Ward No.- 15, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-298/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1003711_1 • Estimated Amount : 16,10,446/-

2) Name of the Work: Bituminous Road from JTS Marriage Hall to Jhumi Jhilik House, from Shankar Maitra's House to Ramananda Mondal's House, from Ramananda Mondal's House to Kumkum Chowdhury's House, near Durgapur Podokhep Society School, from Rammadhar Shaw's House to Raju Nayak's House and from Pilta Sil's House to Joba Biswas's House at Milanpally H Block, Ward No.- 11, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-297/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1003717_1 • Estimated Amount : 20,01,584/-

3) Name of the Work: Construction of Concrete Road and Miscellaneous Work at Link Park-1 near Kali Mandir, within Ward No.- 13, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-236/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_1003723_1 • Estimated Amount : 37,06,939/-

4) Name of the Work: Construction of Concrete Road at Old Court Bastee, Ward No.- 14, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-303/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1004527_1 • Estimated Amount : 39,94,298/-

5) Name of the Work: Renovation of Bituminous Road with Mastic Asphlat from Gamon to Tiril Jhupri Playground and Birla Cement Main Gate to Bonogram Plot via Tiril Jhupri Playground, within Ward No.- 34.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-304/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1004548_1 • Estimated Amount : 96,85,957/-

6) Name of the Work: Construction of Bituminous Road with Mastic Asphlat at Tamla Basti Road from Suryasen Sarani, within Ward No.- 33,under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-305/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1004570_1 • Estimated Amount : 96,07,982/-

7) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road from Birbhanpur Tetul Bagan More to Ashis Nagar Irrigation Bridge via Swett Kali Mandir within Ward- 39 and 41, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-306/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1004598_1 • Estimated Amount : 25,68,641/-

Last Date : 26th February 2026, up to 03:00 pm

8) Name of the Work: Construction of Both Side Entrance Road and Ancillary Works at Sagarbhanga Truck Terminal, Ward No.- 29, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-265/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_1004610_1 • Estimated Amount : 6,67,685/-

9) Name of the Work: Construction of Concrete Road and Repairing of Concrete Road at Uttarayan, Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-261/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_1004615_1 • Estimated Amount : 7,36,472/-

10) Name of the Work: Construction of Concrete Platform at Palshdiha Dakhinpara Maidan, Ward No.- 32 under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-302/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1004105_1 • Estimated Amount : 5,04,104/-

11) Name of the Work: Supplying, Fitting and Fixing Interlocking Designer Concrete Paver Block Infront of Abhinandan Lodge Ground, Ward No.- 29, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-301/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1004056_1 • Estimated Amount : 9,42,503/-

12) Name of the Work: Construction of Both Side Entrance Road and Ancillary Works at Sagarbhanga Truck Terminal, Ward No.- 29, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-300/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1003996_1 • Estimated Amount : 7,42,491/-

Last Date : 19th February 2026, up to 03:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

TENDERNOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No:- 10/ Raipur GP/ APAS/ 2025-26 Vide Memo No. 73/ RGP/ 2025-26, Dated: -10-02-2026,** The Last date for online submission of tender is **18/02/2026 Upto 12.00 P.M.** For details, please visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Raipur Gram Panchayat

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা , ৭০০০১৭
ফোন নং: ০৩৩৬৬৫৫৭৮৩৯ এবং ০৩৩৬৬৫৫৭৭৪৬ ; মোবাঃ নং ৭০০৪২৮৬৩৬০ / ৮৭৭৭৭৩৮৬৭৫
ওয়েবসাইট: **www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838**

সংযোজনী ৪ [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানায় উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং চার্জসহ।

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্ন স্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর ধার্য সাপেক্ষ হবে ।

জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ মুক্ত করার প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণএর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাগনের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	১) শ্রীমতী তনুশ্রী কুণ্ডু (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী অশ্রুকণা দে (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) ১১৭১৬৭৫১০০০০৮৭৭৮ এবং ১১৭১৬৭৫১০০০০৮৭৮৫	১) ২৬-০৮-২০২৫ ২) ০৬.০২.২০২৬ ৩) ১৭,২৯,৮৯২.৩৬ টাকা (সতেরো লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত বিরানব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র) যা ১০.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া (সুদ ০৯.০৫.২০২৫ পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে), তদুপরি ১০.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি আবাসিক ফ্ল্যাট যার নং ৫এ, পঞ্চম ফ্লোরে অবস্থিত, পরিমাপ প্রায় ৬০৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া, জি + ৫ তলা বিশিষ্ট একটি বিল্ডিং নাম 'গ্যালাক্সি টুইনস', যা প্রায় ৩ কাঠা ৬ ছটাক ৩৫ বর্গফুট বাস্তু জমির ওপর অবস্থিত, মৌজা- গোপালপুর, জে.এল. নং ২, রে. সা. নং ১৪০, তৌজি নং ১২৫বি/১, দাগ নং ৫৪৫৮, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৩৬৮৭, আর.এস. খতিয়ান নং ১৯৭৪/১, ৫৬৮৫, ৫৬৮৬, ৫৬৮৭, ৫৬৮৩, রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটি বর্তমানে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ৫ বর্তমানে ২, ঠিকানা- নারায়ণপুর নরেন্দ্রনাথ রোড, থানা- নারায়ণপুর (পূর্বতন এয়ারপোর্ট), জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা। সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- ৩৬৮৭ দাগের জমি দ্বারা; দক্ষিণে- ৪ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা; পূর্বে- ৩৬৮৭ দাগের জমি দ্বারা; পশ্চিমে- ৩০ ফুট চওড়া পি.ডব্লিউ.ডি. রোড/নারায়ণপুর নরেন্দ্রনাথ রোড দ্বারা।

তারিখ: ০৬.০২.২০২৬; স্থান: নারায়ণপুর, উত্তর ২৪ পরগণা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার,আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ**

SHORT TENDER NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY

e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
NM/PWDT/NIT-130e/2025-26 To NM/PWDT/NIT-134e/2025-26.
ID: 2026_MAD_1004571_1, 2026_MAD_1004573_1, 2026_MAD_1004575_1, 2026_MAD_1004576_1, 2026_MAD_1004577_1,

Last Date of submitting tender **26.02.2026 at18:00 hours. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in this advertisement is also given http://nabadwipmunicipality.in**

Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

বাংলার ক্রিকেটে সমস্যা কোথায়

প্রতিভায় না প্ল্যাটফর্মে?

বিট্টু দত্ত

ইডেন গার্ডেন্স। শুধু একটি স্টেডিয়াম নয়, বাংলার ক্রিকেট আত্মপরিচয়ের প্রতীক। এই মাঠ দেখেছে পঙ্কজ রায়ের দৃঢ়তা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগ্রাসন, ভিভিএস লক্ষ্মণের ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন। কিন্তু আজ প্রশ্নটা অন্যরকম; ইডেন আছে, ইতিহাস আছে, প্রতিভাও কি আছে? নাকি আছে শুধু সম্ভাবনা, যার সঠিক প্ল্যাটফর্ম আর পাওয়া হয় না? প্রতি বছর ঘরোয়া ক্রিকেটে বাংলা দলে এমন কিছু নাম উঠে আসে, যাঁদের নিয়ে আশাবাদ তৈরি হয়। অনূর্ধ্ব-১৯ থেকে রঞ্জি, রঞ্জি থেকে ভারত 'এ'; এই সিঁড়িটা যে কতটা খাড়া, সেটা বোঝেন কেবল যাঁরা উঠে এসেছেন। অথচ সেই সিঁড়ির মাঝামাঝি গিয়েই বহু প্রতিভা থেমে যায়। প্রশ্নটা তাই অনিবার্য; সমস্যা কী? প্রতিভার অভাব, না পরিকাঠামো ও সুযোগের?

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলার ঘরোয়া ক্রিকেটে তাকালেই দেখা যাবে, ব্যাটিং-বোলিং দুই বিভাগেই প্রতিভার খরা নেই। অভিমন্যু ঈশ্বরন দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করছেন। সুদীপ ঘরামি, শাহবাজ আহমেদ, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমারের মতো ক্রিকেটাররা প্রমাণ করেছেন যে যোগ্যতা থাকলে বাংলার মাটি থেকেও জাতীয় দলে পৌঁছনো যায়। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও সত্যি; এদের অনেকের পথটা অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ ও কণ্টকাকীর্ণ। অন্য রাজ্যের তুলনায় বাংলার ক্রিকেটারদের বেশি রান, বেশি উইকেট, বেশি মরসুম ধরে পারফর্ম করতে হয় নজরে পড়ার জন্য। একটা খারাপ মরসুমেই অনেক সময় পিছিয়ে পড়ে যেতে হয় দৌড়ে। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট আজ ভীষণ প্রতিযোগিতামূলক। মুম্বই, কর্নাটক, দিল্লি, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলো বহু বছর ধরে শক্তিশালী কাঠামো তৈরি করেছে। অনূর্ধ্ব-স্তর থেকেই খেলোয়াড়দের নিয়মিত ম্যাচ এক্সপোজার, আধুনিক কোচিং, স্পোর্টস সায়েন্সের সুবিধা দেওয়া হয়। বাংলায় সেই ব্যবধানটা এখনও চোখে পড়ে। জেলাস্তরের ক্রিকেটে ম্যাচের সংখ্যা কম, পিচের মান একরকম নয়, কোচিং পদ্ধতিও সর্বত্র সমান আধুনিক নয়। ফলে প্রতিভা থাকলেও অনেক সময় তা পরিণত হওয়ার আগেই থমকে যায়।

একজন প্রাক্তন বাংলা ক্রিকেটারের কথায়, 'আমাদের এখানে খেলোয়াড় তৈরি হয় আবেগে, অন্য রাজ্যে তৈরি হয় পরিকল্পনায়।' এই 'পরিকল্পনার অভাব'টাই মূল সমস্যা। বাংলার ক্রিকেটে আর একটি বহুচর্চিত বিষয় হল নির্বাচন। বারবার অভিযোগ ওঠে, ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পরেও অনেক খেলোয়াড় সুযোগ পান না, আবার কেউ কেউ কম পারফর্ম করেও দলে থেকে যান। সত্য-মিথ্যার বিচার কঠিন, কিন্তু এই ধারণাটাই খেলোয়াড়দের মানসিকতায় প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে তরুণদের ক্ষেত্রে এটা বড় সমস্যা। টানা রান বা উইকেট নেওয়ার পরেও সুযোগ না পেলে আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে। অনেকেই তখন অন্য রাজ্যে খেলার কথা ভাবেন, কেউ কেউ আবার ক্রিকেটই ছেড়ে দেন।

আইপিএল বাংলার ক্রিকেটারদের জন্য একদিকে যেমন স্বপ্ন, তেমনই বিভ্রান্তির উৎস। ভালো পারফরম্যান্স করলেই রাতারাতি আইপিএল চুক্তি; এই আশায় অনেক তরুণ লাল বলের ক্রিকেটে ধৈর্য হারান। আবার আইপিএলে সুযোগ না পেলে নিজেদের ব্যর্থ ভাবতেও শুরু করেন। অথচ বাস্তবটা হল, আইপিএল মাত্র কয়েক সপ্তাহের মঞ্চ। কিন্তু রঞ্জি ট্রফিই একজন ক্রিকেটারের ভিত গড়ে দেয়। বাংলায় এই ভারসাম্যটা অনেক সময় ঠিক রাখা যায় না; ফলে প্রতিভা দ্রুত জ্বলে উঠেও দ্রুত নিভে যায়।

বাংলার ক্রিকেটারদের লড়াইটা শুধু মাঠে নয়, মাঠের বাইরেও। পর্যাপ্ত আর্থিক নিরাপত্তা না থাকা, দীর্ঘ সময় বেঞ্চে বসে থাকা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ; সব মিলিয়ে মানসিক চাপ তৈরি হয়। বড় রাজ্যগুলিতে যেখানে কর্পোরেট বা প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা থাকে, বাংলায় সেখানে অনেকটাই ব্যক্তিগত সংগ্রাম নির্ভর ব্যবস্থা। এই চাপ সামলাতে না পেরে অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার মাঝপথেই হারিয়ে যান। স্কোরকার্ডে নাম ওঠে না, কিন্তু গল্পটা থেকে যায় ড্রেসিংরুমে। সব অন্ধকারের মাঝেও আশার আলো আছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সিএবি কিছু ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নের চেষ্টা করেছে। জুনিয়র স্তরে বেশি ম্যাচ, ফিটনেস ও ফাস্ট বোলিংয়ে জোর, ডেটা অ্যানালিটিক্সের ব্যবহার; এই পরিবর্তনগুলো ভবিষ্যতে ফল দিতে পারে। তবে পরিবর্তন টেকসই করতে হলে আরও বড় পরিকল্পনা দরকার।

জেলাস্তর থেকে রাজ্য দল; সব জায়গায় একই দৃষ্টিভঙ্গি, স্বচ্ছ নির্বাচন এবং দীর্ঘমেয়াদি খেলোয়াড় উন্নয়ন প্রক্রিয়া। বাংলার ক্রিকেটে প্রতিভা আছে; এ নিয়ে সন্দেহ নেই। প্রশ্ন শুধু, সেই প্রতিভাকে তুলে ধরার মতো পর্যাপ্ত প্ল্যাটফর্ম কি তৈরি হচ্ছে? ইতিহাসের গৌরবে আটকে না থেকে যদি ভবিষ্যতের দিকে তাকানো যায়, তাহলে আবারও বাংলা দিতে পারে জাতীয় দলের নিয়মিত মুখ। নইলে ইডেন গার্ডেন্স শুধু স্মৃতির স্টেডিয়াম হয়েই থেকে যাবে; যেখানে অতীত গর্জন করে, কিন্তু বর্তমান লড়ে সুযোগের জন্য।

আদর্শ ও শিক্ষার জোরে ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতে রামকৃষ্ণ মিশনের ছেলেরা

ঋতিকা চক্রবর্তী

ভারতীয় ফুটবলের করুণ দশাতেও অনেকে আশার আলো দেখাচ্ছে। দিশা দেখাচ্ছে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন অ্যাকাডেমিগুলি। এই সব অ্যাকাডেমির উপর ভরসা করেই অনেক যুব ফুটবলাররা নতুন করে স্বপ্ন দেখে। পেশাদারি ফুটবলের পাঠ শেখে তরুণ-তরুণীরা। ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরের রামকৃষ্ণ মিশন ফুটবল* অ্যাকাডেমিও ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতে রয়েছে। অনেক যুব ফুটবলারদের পেশাদার ফুটবলের পাঠ শেখাচ্ছে এই অ্যাকাডেমি। এই অ্যাকাডেমির নিজস্ব দল রয়েছে আরকেএম এফএ নামে। এছাড়াও রয়েছে বয়সভিত্তিক মোট সাতটি দল, যারা জাতীয় ও রাজ্য স্তরের বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে।

সিনিয়র দল খেলেছে আই লিগ তৃতীয় ও দ্বিতীয় ডিভিশনে। স্কুল পর্যায়ের নানান ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাকাডেমি। যেমন- সুব্রত কাপ, স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন টুর্নামেন্ট। ছত্তিশগড়ের বিখ্যাত খেলা মাল্লাখাম্ব। যোগ, জিমন্যাস্টিক্স এবং কুস্তি মিশ্রিত এই খেলা অত্যন্ত প্রাচীন। ছত্তিশগড়ে মাল্লাখাম্বের পরেই স্থান দেওয়া হয় ফুটবলকে। রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বয়ং ফুটবল আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁর উদ্যোগেই এই অ্যাকাডেমি পেশাদারি স্তরে আরও এগিয়ে যেতে চায়। রয়েছে মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৩ ও অনূর্ধ্ব ১৪ এবং সিনিয়র দল।

ফুটবলের সাপ্লাই লাইন তৈরি করতে গেলে অর্থাৎ তৃণমূল স্তর থেকে ফুটবলার তুলে আনতে গেলে প্রয়োজন উন্নত পরিকাঠামোর। গত কয়েক বছরে পরিকাঠামো অনেক উন্নত হয়েছে আরকেএম অ্যাকাডেমির। বিগত তিন-চার বছর ধরে এই অ্যাকাডেমি ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতে রয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলের প্রাক্তন ফুটবলার অভিষেক কুজুম এই অ্যাকাডেমিরই ছাত্র। অভিষেক গত মরশুমে কলকাতা লিগে জর্জ টেলিগ্রাফের হয়ে খেলেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাকাডেমির শুরুর দিকে কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন জহর দাস, রঞ্জন চৌধুরীর মতো ফুটবল ব্যক্তিত্বরা। বর্তমানে অরিজিৎ সরকার এই অ্যাকাডেমির হেড কোচের দায়িত্ব পালন করেন। মিশনের মহারাজের পরামর্শে গত পাঁচ মাস ধরে কোচিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। বর্তমানে এআইএফএফ এলিট যুব লিগ অনূর্ধ্ব ১৮ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছে রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাকাডেমি। এআইএফএফ জুনিয়র ও সাব জুনিয়র লিগেও খেলছে দল।

এই বছর সন্তোষ ট্রফির ছত্তিশগড় দলেও এই অ্যাকাডেমি থেকে পাঁচ জন ফুটবলার খেলেছে। বয়সভিত্তিক জাতীয় দল অনূর্ধ্ব ১৪, ১৫ এবং ১৭-তেও এই অ্যাকাডেমির ছেলেরা সগৌরবে খেলছে। বর্তমানে 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রথম ট্রাইব্যাল গেমস আয়োজন করছে। সেখানে অ্যাকাডেমির ১৩ জন ছেলে সুযোগ পেয়েছে। কোচ অরিজিৎ নিজেও কলকাতা ময়দানে ফুটবল খেলেছেন। টালিগঞ্জ অগ্রগামী, ডালহৌসি এসি, বিএনআরের মতো দলে ফুটবল খেলেছেন। কোচ অরিজিতের কথায়, 'ভবিষ্যতে লক্ষ্য থাকবে এই অ্যাকাডেমিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।

মহারাজের উদ্যোগে বহু ছেলেরা ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতে জায়গা করে নিয়েছে।' রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও শিক্ষা নিয়েই ভারতীয় ফুটবলে নিজেদের পরিচিতি বাড়ানোর লক্ষ্য এই অ্যাকাডেমির ছেলেরা।

বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় নির্বাচন ঘিরে কেন এত বিতর্ক?

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্যদের নির্বাচনের জন্য ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২০২৬ সালের এই নির্বাচন দেশটির জন্য শুধু ভোটগ্রহণের প্রক্রিয়া নয়, বরং একটি রাজনৈতিক পুনর্গঠনের মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ২০২৪ সালের আগষ্ট থেকে দেশ পরিচালনা করা মুহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীন সরকারের অধীনে ভোট অনুষ্ঠিত হবে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে থাকা সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র দাবির মুখে শেষপর্যন্ত ২০২৪ সালের ৫ অগষ্টতৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেন এবং দেশত্যাগে বাধ্য হন ৮ আগষ্ট দেশে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন হয় এবং এর প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে শপথ নেন মুহম্মদ ইউনুস পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশন ঘোষনা করে ১২ ফে ব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশের বিভি ন্ন রাজনৈতিক দল যে মন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বি এন পি , জাতীয় নাগরিক দল বা এন সিপি এবং জামায়াতে ইসলামি সহ সকলেই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে।

কিন্তু এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিতর্ক হল আওয়ামি লিগকে এই নির্বাচনে র থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও দলের নেতারা জটিল আইনি বিচারে অভিযুক্ত ও বিতর্কের মুখে। বাংলাদেশে গণভোটের সাথে সংসদ নির্বাচন একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে, যা সামগ্রিক রাজনৈতিক কাঠামো বদলে দেয়ার উদ্দেশ্যে হবে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তগুলো অনেকে গনতান্ত্রি ক মৌলি ক অধি কার হরনের মত দেখছেন এবং প্রশ্ন তুলছেন যে যদি দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দলগুলোর অংশগ্রহণই না থাকে, তাহলে কি সত্যিই এটি নিরপেক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হতে পারে?

আওয়ামী লীগকে নির্বাচন থেকে নিষিদ্ধ করা হলে ও মনে রাখতে হবে এই দলের সদস্যপদ ও ক্ষমতা বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে প্রাধান্যশীল ছিল। এই সিদ্ধান্তটি কিছু বিশ্লেষক গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুন্ন করেছে বলে দাবি করেন, কারণ দেশের বড় এক অংশের ভোটার তাদের পছন্দের দলকে ভোট দিতে পারবে না। সরকার ও নির্বাচন কমিশন দাবি করছে নির্বাচন হবে 'গণতান্ত্রিক সংস্কারের নতুন ভিত্তি।' তবে বিরোধী পক্ষ বলছে বিনা অংশগ্রহণে নির্বাচন কেবল একটি এক পক্ষীয় নির্বাচন প্রক্রিয়া হিসেবে ইতিহাসে উঠবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলগুলো নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা আগের নির্বাচনের তুলনায় আন্তর্জাতিক নজর বেশী কেড়ে নেবে তা বলাই যায় তবে এখানে বড় প্রশ্ন হচ্ছে পর্যবেক্ষণ কি শুধু পর্যবেক্ষণেই সীমাবদ্ধ থাকবে? এর ফলে কি ভোটের প্রকৃত প্রতিফলন ও বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হবে? এটি এখনো স্পষ্ট নয়, এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক বলছেন এ ভোট খুব কঠিন ও বিতর্কিত প্রমাণিত হতে পারে। বিনা-নির্বাচনে বৃহৎ রাজনৈতিক দল বাদ দেওয়া, সঙ্গে গণভোটের অন্তর্ভুক্তি এবং সামগ্রিক রাজনৈতিক ট্রানজিশন; এগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।বিশেষতঃপশ্চিমা দেশগুলি সাধারণত গণতান্ত্রিক নি র্বাচন ও মানবাধিকার বিষয়ে নজর রাখে। প্রতিবেশী দেশহিসেবে ভারতের অবস্থান ও প্রতিক্রিয়াও বিশেষ গুরুত্ব রাখে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো ও তাদে রপ্রতিবেদনে শিশু-সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ও সহিংসতার বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে। এটি নির্বাচন-পরবর্তী স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষত যখন সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রশ্নে আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছে।

ভারতের জন্য একটি স্থিতিশীল প্রতিবেশী বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাসবাদ, মানবাধিকার ইস্যু এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা; এগুলোই ভারতের দৃষ্টিতে প্রাথমিক গুরুত্ব পেতে পারে। নির্বাচিত সরকারের একটি প্রধান কাজ হবে প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে সম্পর্ক পুনঃসংহত করা ও দু' দেশের সহযোগিতা শক্তিশালী করা। সম্প্রতি রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও বিতর্ক ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে কিছুটা জটিল করেছে, বিশেষত যখন আওয়ামী লীগ নেতারা ভারতে অবস্থান করছে এবং ঢাকা-নয়াদিল্লি সম্পর্কের ওপর চাপ পড়ছে। ভারতের জন্য বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্যিক ও নিরাপত্তার অংশীদার। বাণিজ্য, স্বার্থ, জল ও সীমান্তনিরাপত্তা; এসব ক্ষেত্রের স্থিতিশীলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায়।এজন্য ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হবে নির্বাচনের বৈধতা ও স্বচ্ছতার প্রতি জোর দেওয়া, নতুন সরকারের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানো,বাণিজ্য ও নিরাপত্তায় সহযোগিতা অব্যাহত রাখা, যারা ভোটদানে অংশগ্রহণ করবে এবং যারা নির্বাচনকে স্বীকৃতি দেবে না; উভয়ের উপস্থিতিই পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবেশকে নির্ধারণ করবে। যদি ভোটারদের আস্থা না ফিরে, তা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে।গণভোট ও নির্বাচন একসঙ্গে হওয়ায় বাংলাদেশের সংবিধানি কাঠামো ও ক্ষমতার ভারসাম্য পুনর্গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে এই প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ এবং স্বতন্ত্র হবে, তা এখনও প্রশ্নবোধক। এর অন্যতম কারণ নিরপেক্ষ নি র্বাচন বাংলাদেশে কঠিন লক্ষ্য কারণ দেশের সবচেয়ে বড় দল বাদ পড়ায় এটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। আন্তর্জার্তিক পর্যবেক্ষন ও চাপ ভোটের স্বচ্ছতা প্রদানের পক্ষে শক্তি হতে পারে, কিন্তু তা একাই যথেষ্ট হবে কি না তা নিশ্চিত নয়। ভারতের ভু-রাজনৈতি ক স্বার্থে একটি স্থিতিশীল, গণতান্দ্রিক বাংলাদে শর সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন শেষে স্থিতিশীল সরকার ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক চাপ বাড়তে পারে। সংক্ষেপে, এই নি র্বাচন নি রপেক্ষ বলে সহজেই বলা যাবে না, এটি একটি জটিল, বহুমাত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যা আন্তর্জার্তিক মনোযোগ, প্রতিবেশী সহযোগিতা এবং অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের উপরে নির্ভর করবে যদি ১২ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এমন একটি পরিস্থিতিতে যেখানে দেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি কার্যত বাইরে থাকে, তাহলে নতুন সরকারের সামনে প্রথম ও প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে বৈধতার প্রশ্ন। গণতন্ত্র শুধু ভোটের দিনেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া; যেখানে অংশগ্রহণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা মৌলিক শর্ত।এই প্রেক্ষিতে তিনটি সম্ভাব্য দৃশ্যপট তৈরি হতে পারে — প্রথমত নির্বাচন পরবর্তী আপাত স্থিতিশীল, কিন্তু অন্তর্নিহিত অস্বস্তি, অথার্ৎ সরকার গঠিত হবে, প্রশাসনিক কাজ চলবে, কিন্তু রাজপথে ও সমাজে একটি বড় অংশ নিজেদের রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিত মনে করবে, দ্বিতীয়ত,বিরোধী রাজনীতি র নতুনরূপ দেখা দেবে, যেমন নির্বাচন বর্জন বা নিষিদ্ধ রাজনীতির ফলস্বরূপ বিরোধিতা সংসদের বাইরে, সামাজিক আন্দোলন, ছাত্ররাজনীতি ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরিত হতে পারে, তৃতীয়ত রাষ্ট্র বনাম সমাজে র দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে।

যখন সরকার শক্তিশালী কিন্তু সামাজিক সম্মতি দুর্বল হয়, তখন রাষ্ট্র ধীরে ধীরে একটি 'নিয়ন্ত্রক কাঠামোতে' রূপ নিতে পারে; যেখানে প্রশাসন আছে, কিন্তু আস্থা নেই। এটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক হতে পারে, যদি এই নির্বাচনের সঙ্গে সংবিধানিক বা রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তনের গণভোট যুক্ত থাকে, তবে প্রশ্ন উঠবে; এই পরিবর্তন কি নিচ থেকে উপরে আসা জনআকাঙ্খার ফল, নাকি উপরে বসে নকশা করা রাজনৈতিক প্রকল্প? ইতিহাস বলে, শক্তিশালী সামাজিক ঐকমত্য ছাড়া কাঠামোগত সংস্কার দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বরং তা ভবিষ্যতে আরও বড় সাংবিধানিক সংকট তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতি গত দুই দশকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচকে উন্নতি করেছে; রপ্তানি, অবকাঠামো, নারী শ্রমশক্তি ইত্যাদি। কিন্তু অর্থনীতি শুধু সংখ্যার খেলা নয়, এটি আস্থার উপরে দাঁড়ানো একটি ব্যবস্থা তাছাড়া বাংলাদেশে দুর্নীতি একটি বড় সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে ২০২৪ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দুর্নীতির ধারনা সূচক অনুসারে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫১তম, যা ২০২৩ সালে ১৪৯ ছিল নির্বাচনী প্রচারে দুর্নীতির বিষয়টি কেন্দ্রবিন্দুর স্থান দখল করেছে। তাছাড়া জুলাই বিপ্লবের পর এদেশে চাঁদার জুলুম অভূতপূর্ব ভাবে বেড়ে গেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই চাঁদাবাজিতে জড়িত থাকার জন্য তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে।

নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে তিনটি প্রশ্ন মুখ্য হয়ে উঠবে; যে মন বিদেশী বিনিয়োগকারীরা কতটা আস্থা রাখবে, কারন রাজনৈতিক বৈধতা দুর্বল হলে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ কমে যায়, দুই ডোনার ও বহুপাক্ষিক সংস্থার অবস্থান কি হবে? কারন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ হলে ঋণ ও সহায়তা শর্তসাপেক্ষ হতে পারে, তিন, মুদ্রাস্ফীতি ও কর্মসংস্থান পরিস্থিতিকে মন হবে? রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বাজারে অস্থিরতা তৈরি করে, যার চাপ পড়ে সাধারণ মানুষের জীবনে নতুন সরকার উন্নয়নের ধারাবাহিকতার কথা বলতেই পারে, কিন্তু প্রশ্ন হলো; এই উন্নয়নে কারা অংশীদার? যদি একটি বড় রাজনৈতিক-সামাজিক অংশ নিজেদের বাইরে মনে করে, তাহলে; শ্রম অসন্তোষ বাড়তে পারে, প্রবাসী আয়ের প্রবাহ প্রভাবিত হতে পারে, সামাজিক বৈষম্য আরও প্রকট হতে পারে, অর্থনীতি তখন আর কেবল অর্থনীতির বিষয় থাকে না; তা রাজনৈতিক অসন্তোষের ভাষা হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের নির্বাচন ইতিহাস বলে; নির্বাচনের পরেই সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে, যদি নির্বাচনকে ঘিরে;রাজনৈতিক উত্তেজনা থাকেপ্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বিশেষ করে আগের সাধারণ নির্বাচনগুলিতে বিপুলসংখ্যক হিন্দু আওয়ামি লিগকে ভোট দিয়েছিল। সুতরাং যদি রাষ্ট্র শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণে যায় তাহলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ভিন্ন মতাবলম্বী সাংবাদিক, শিক্ষক ও ছাত্রদের উপর চাপ বাড়তে পারে। নতুন সরকার যদি বৈধতা সংকট অনুভব করে, তবে সাধারণত তারা;ডিজিটাল নজরদারি বাড়ায়। আইনশৃঙ্খলার নামে মতপ্রকাশ সীমিত করে, সমালোচনাকে রাষ্ট্রবিরোধিতা হিসেবে চিহ্নিত করে এর ফল হয় একটি নীরব সমাজ,কিন্তু নীরব সমাজ কখনোই স্থিতিশীল সমাজ নয়। ভারতের কাছে বাংলাদেশ কেবল একটি প্রতিবেশী নয়;এটি উত্তর-পূর্ব ভারতে র প্রবেশদ্বার, বঙ্গোপসাগরীয় ভূকৌশলের অংশ,সন্ত্রাসবাদ ও সীমান্তনি রাপত্তার অংশীদার তাই ভারতের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়- স্থিতি শীল সরকার, ভারতবিরো ধীশক্তি না হওয়া,সহযোগি তার ধারাবাহিকতা ভারত আদর্শ গণতন্ত্রের চেয়ে অনেক সময় ব্যবহারিক স্থিতিশীলতাকে অগ্রাধিকার দেয়; এটি বাস্তব রাজনীতি। নতুন সরকার যদি;ভারতের নিরাপত্তা উদ্বেগকে স্বীকৃতিদেয়, বাণিজ্য ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখে, সীমান্তে সহযোগিতা বজায় রাখে, তাহলে ভারত সম্ভবত সরকারকে কার্যত স্বীকৃতি দেবে, এমনকি নির্বাচন বিতর্কিত হলেও। কিন্তু যদি; ভারতবিরোধী রাজনৈতিক শক্তি প্রভাবশালী হয়, সংখ্যালঘু নিপীড়ন বাড়ে, সীমান্ত উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় তাহলে সম্পর্ক দ্রুত জটিল হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইওরোপ মানবাধিকার ও গণতন্ত্রকে প্রকাশ্যে গুরুত্ব দেবে । চীন স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দেবে, ঠিকই তার সঙ্গে তাদের বৃহত্তর সামরিক স্বার্থও রয়েছে, কারন তারা বাংলাদেশের উপরে প্রভাব বিস্তার করে পরোক্ষভাবে ভারতের উপরে চাপ তৈরি করতে চায়। একই ভাবে পাকিস্থানও চাইবে এ দেশে প্রভাব বজায় রাখতে, কারন তাদেরও উদ্দেশ্য যেন তেন প্রকারেন ভারতের উপরে চাপ রাখা। একইসঙ্গে জঙ্গি কার্যকলাপ ও ট্রেনিং-এর ক্ষেত্র হি সাবে এদে র মাটিকে ব্যবহার করা। বাংলাদেশ তাই একটি ব্যালেন্সিং অ্যাক্টে পড়বে; যেখানে ভারত একটি নীরব কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই নির্বাচন বাংলাদেশকে তিনটি সম্ভাব্য পথে নিয়ে যেতে পারে; পথ এক— নিয়ন্ত্রিত স্থিতিশীলতা, যেখানে রাষ্ট্র শক্তিশালী, সমাজ নীরব, অর্থনীতি চলমান; কিন্তু গণতন্ত্র দুর্বল পথ দুই — দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা, যেখানে বৈধতা সংকট, আন্দোলন, আন্তর্জাতিক চাপ; যা অর্থনীতি ও সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। পথ তিন — অর্ন্তভুক্তিমূলক পুনর্গঠন, যা সবচেয়ে কঠিন কিন্তু সবচেয়ে স্বাস্থকর, এখানে রাজনৈতিক সংলাপ, ধাপে ধাপে সংস্কার, বিরোধী কণ্ঠের পুনঃঅন্তর্ভুক্তি ঘটে।

১২ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাংলাদেশের ইতি হাসে শুধু আরেকটি নির্বাচন নয়, এটি রাষ্ট্র, সমাজ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি মোড়বদলের মুহূর্ত। এই নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন, তবে এটি কীভাবে পরিচালিত হয় এবং নির্বাচন-পরবর্তী সরকার কীভাবে বিরোধিতা, সমাজ ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে আচরণ করে সেটিই নির্ধারণ করবে বাংলাদেশ গণতন্ত্রের পুনর্গঠনের পথে যাবে, নাকি নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের রূপ নেবে।